মসজিদে নববীর খুতবার সিরিজ 4

নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ও
তার সাহাবীগণ;

মসজিদে নববীর খুতবা হতে নির্বাচিত

প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
ইমাম ও খতীব, মসজিদে নববী শরীফ, মদীনা মুনাওয়ারা

مترجم بالبنغالية

নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও

তার সাহাবীগণ;

মসজিদে নববীর খুতবা হতে নির্বাচিত

সম্মানিত লেখকের সব বই পড়তে ও ডাউনলোড করতে নিচের লিঙ্কে প্রবেশ করুন:

a-alqasim.com/books/

নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও

তার সাহাবীগণ;

মসজিদে নববীর খুতবা হতে নির্বাচিত

লেখক

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনা দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয়। আর তিনি ব্যতীত আল্লাহকে চেনা ও জানার কোন মাধ্যম নেই। ফলে নবী সম্পর্কে যার জ্ঞান বেশি, তার রিসালাত সম্পর্কে সে ব্যক্তির সাক্ষ্য তত শক্তিশালী এবং কবরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে উত্তর প্রদানের অধিক যোগ্য।

রিসালাতকে আমাদের নিকট পৌঁছে দিতে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণের জন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীদেরকেই মনোনীত করেছেন। ফলে তাদেরকে ভালবাসা, তাদের জীবন চরিত সম্পর্কে জানা ও তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখা তাদের আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যথার্থভাবে মহব্বত পোষণের শামিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের সম্পর্কে জানার গুরুত্বের কারণে তাদের সম্পর্কে আমি মসজিদে নববীতে কয়েকটি খুতবা প্রদান করেছি। তারপর এগুলোকে আলাদা করে এ কিতাবে সন্নিবেশিত করেছি।

এগুলোর সংখ্যা (১৩) টি, আর আমি এটার নামকরণ করেছি: ((**নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ; মসজিদে নববীর খুতবা হতে নির্বাচিত**))

আল্লাহর কাছে কামনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করেন এবং এটাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর আল্লাহ তায়ালা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানুন (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে সে নাজাত পায়, আর যে তাঁর পথ থেকে বিমূখ থাকে সেই ধ্বংস হয়।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দেশগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ভুখন্ড ও দেশকে বাছাই করেছেন এবং মানুষের মধ্যে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করেছেন। তিনি মানুষের মধ্য থেকে কতককে রাসূল হিসেবে চয়ন করেছেন এবং তাদের কথা, কাজ ও চরিত্রকে অন্যদের কথা, কাজ ও চরিত্রের মাপকাঠি বানিয়েছেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা

(১) ২৭শে শাওয়াল, ১৪২৫ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

এমন তিনটি মূলনীতির অন্তর্গত যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা মানুষের উপর ওয়াজিব। এ মূলনীতিগুলো সম্পর্কেই প্রত্যেক মানুষ তার কবরে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা জানা এবং যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা ও যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা- এগুলোর প্রয়োজনীয়তা সকল প্রয়োজনীয়তার উর্ধ্বে।))

ইহকাল ও পরকালে আদম সন্তানদের সর্দার ও তাদের গর্ব মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ তাকে বনী হাশেম থেকে মনোনীত করেছেন, আর বনী হাশেমকে কুরাইশ বংশ থেকে চয়ন করেছেন। আর এরাই আল্লাহর নবী ইবরাহীম আঃ-এর বংশধর।

তিনি হলেন সৃষ্টির উৎকৃষ্টতম ব্যক্তি। বংশগত দিক থেকে তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**সুতরাং আমি ব্যক্তি হিসেবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম আর গৃহ পরিবেশ হিসেবেও তাদের মাঝে সর্বোত্তম।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

তিনি ইয়তীম অবস্থায় পিতামাতার যত্ন ও আদর বঞ্চিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর বিশেষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ ﴾

অর্থ: [তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।] সূরা আয-যুহা: ৬।

মূর্তিপুজা ও প্রতিমার সামনে মাথা নত করা তার নিকটে অপছন্দনীয়

ছিল। শৈশবকালে তাকে তাঁর রব হেফাযত করেছেন এবং যৌবনকালেও তাকে সুরক্ষা দিয়েছেন; ফলে তিনি কোন মূর্তি বা প্রতিমা স্পর্শ করেননি।

নবুওয়ত লাভের আগেই তিনি এক সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও বুদ্ধিমতী মহিলাকে বিয়ে করেন। নারীদের মধ্যে তিনি আভিজাত্য ও বুদ্ধিমত্তায় ছিলেন শ্রেষ্ঠ; তিনি হলেন খাদিজা রাঃ।

তাকে আল্লাহ তায়ালা এমন সময়ে প্রেরণ করেন যখন মূর্তিপুজা, গণক ও জ্যোতিষ বিদ্যা, রক্তপাত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের মত বিষয় দ্বারা জগত পরিপূর্ণ ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি যাবতীয় অপবাদ, উপেক্ষা ও দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করেন।

মহান আল্লাহ তার আলোচনা ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। তার মুজেযাসমূহ সমুজ্জ্বল, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট। তিনি প্রভাব দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ও গোনাহ ক্ষমাপ্রাপ্ত। সর্বপ্রথম তাকে কবর থেকে উত্থিত করা হবে, মানুষের মধ্যে তিনিই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফায়াত করবেন, নবীদের মধ্যে তার অনুসারীর সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশি। তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন এবং পুলসিরাত পার হবেন।

তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞশীল বান্দা ছিলেন; রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, এমনকি তার দু'পা ফুলে যেত। সালাতে ছিল তার নয়নের প্রশান্তি। তিনি বিশুদ্ধচিত্ত ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর জন্য সালাতে দাঁড়াতেন। আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর রাঃ বলেন: ((আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়ির (ফুটন্ত

পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।)) (মুসনাদে আহমাদ) তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন: ((**আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহকে ভয় করি।**)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি স্বীয় রবরে প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন, স্রষ্টার সাথে উন্নত শিষ্টাচারিতা বজায় রাখতেন। তিনি নিজের জন্য এমন কিছু দাবি করতেন না যা আল্লাহ ছাড়া কেউ মালিক নন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ﴾ الأعراف [188]

অর্থ: [বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৮। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল: ((আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)। তা শুনে তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর সঙ্গে আমাকে সমকক্ষ করে ফেললে! বরং বল, আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন তাই হয়েছে।)) (সুনানে নাসায়ী) মহান আল্লাহ তাকে বলেন:

﴿ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ﴾ الجن [21]

অর্থ: [বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক

নই।] সূরা আল-জিন: ২১। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((অর্থাৎ: আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ; তবে আমার প্রতি ওহী করা হয়, এবং আমিও আল্লাহর একজন বান্দা, তোমাদের হেদায়াত বা গোমরাহীর কোনটাই আমার ইচ্ছাধীন নয়। বরং এগুলোর সবই আল্লাহর অধীন।))

তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিনয়ী ও কোমল আচরণকারী ছিলেন। তিনি গরীব-ফকীরদের সাথেও উঠাবসা করতেন, মিসকীনদের সাথে পানাহার করতেন, নিজেই নিজের জুতা সেলাই করতেন, স্বীয় পরিবার ও নিজের খেদমত করতেন। পুরাতন মশক বা পানপাত্র থেকেও পানি পান করেছেন। মসজিদ তৈরিতে সাহাবীদের সাথে নিজেও ইট বহন করেছেন। তিনি খাদেমদের দোষ ধরতেন না ও তাদেরকে ধমক দিতেন না। আনাস রাঃ বলেন: ((আমি নয় বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছি। আমার জানা নেই, তিনি কখনো আমাকে বলেছেন, কেন তুমি এ কাজ করলে? এবং কোন বিষয়ে আমাকে কখনো দোষারোপও করেননি।)) (সহীহ মুসলিম।)

তিনি বড়দের সম্মান করতেন, ছোটদের প্রতি মমতা দেখাতেন, এমনকি ছোটদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাদেরকেও সালাম দিতেন। একদিন শিশু আবু উমাইরকে দেখে মজার ছলে বললেন: ((**হে আবু উমাইর! কী করেছে নুগাইর?**)) (বুখারী ও মুসলিম) আনাস রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে পরিবারের প্রতি অধিক দয়াশীল আর কাউকে দেখিনি।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন। গর্ব, অহংকার, বড়ত্ব ও বড়াই থেকে দূরে থাকতেন। তিনি বলেছেন: ((**আমি তো কেবলমাত্র তাঁর একজন বান্দা মাত্র;**

কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলেই ডাক।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি উদার মন, মুক্তহস্ত ও অধিক দানশীল ছিলেন; তিনি বদান্যতার সাথে মুক্তহস্তে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দান করতেন। তার মালিকানাধীন পার্থিব কোন জিনিস তার নিকটে চাওয়া হলে তিনি আবেদনকারীকে ফেরত দেননি। আনাস রাঃ বলেন: ((ইসলামের স্বার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন।)) (সহীহ মুসলিম)

দুনিয়াবী বিষয়ে তিনি মনোক্ষুন্ন ও রাগান্বিত হতেন না। বরং তিনি দুনিয়াবিমূখ থেকে চিরস্থায়ী আবাস আখেরাতের জন্য কাজ করেছেন। তিনি বলতেন: ((**দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় এক সাওয়ারের মত যে পথ চলতে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, পরে আবার তা পরিত্যাগ করে চলে গেল।**)) (সুনানে তিরমিযি)

কখনো তার এমনও দিনের পর দিন অতিবাহিত হত যে, তার বাড়ীতে আগুন জ্বলত না। একাধারে তার কয়েক রাত অভুক্ত কেটে যেত, পরিবারে কেউ রাতের খাবার পেতেন না। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থাকতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না)) (সহীহ মুসলিম) ক্ষুধার তাড়নায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছেন ও পেটে পাথর বেঁধেছেন। এমনকি এ কারণে তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যেত, আর সাহাবাগণ তা থেকে তার ক্ষুধার বিষয়টি বুঝতে পারতেন। আবু তালহা রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলার আওয়াজ খুব দুর্বল শুনতে পেলাম,

তাতে বুঝতে পেলাম তিনি ক্ষুধার্ত।)) নবীর বাড়ীতের কত দিন অতিবাহিত হয়েছে যে, তাতে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। হাদিসে এসেছে: ((জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তিনি তার কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠলে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তারা সকলে একই কথা বললেন।)) (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) প্রচন্ড ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় প্রতিপালককে পূর্ণ ভয় করে চলতেন। কখনো তিনি নিজের ঘরে বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখতেন। তিনি বলেন: ((**তারপর তা খাওয়ার জন্য আমি তুলে নিই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সাদকার খেজুর হবে, তাই আমি তা রেখে দেই।**)) (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

জীবনের নানাবিধ কষ্টে জর্জরিত হয়েছেন, ঘোর বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন; মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়ে ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছেন, তার পিতা মারা যান অথচ চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে দেখে প্রশান্তি লাভ করতে পারেননি, এমনকি নিজ জাতি কথা ও কাজে তাকে নির্যাতন করেছে। আনাস রাঃ বলেন: ((একবার তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, তিনি বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলেন।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

তারা তাকে পাগল, যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ﴾ سورة ص [4]

অর্থ: [আর কাফেররা বলে, এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।] সূরা সোয়াদ: ৪। তিনি হিজরতের প্রক্কালে গুহায় অবস্থান করে চরম দুর্দশা, দুশ্চিন্তা ও ভয়ের মধ্যে থেকেও:

﴿ إِذۡ يَـقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَـنَا ﴾ التوبة [40]

অর্থ: [তিনি তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ে না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।] সূরা আত-তাওবা: ৪০। উহুদের যুদ্ধে তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়, চেহারায় জখম হয় ও রক্ত ঝড়ে।

তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভুগেছেন, শত্রুর দুশমনীতে আক্রান্ত হয়েছেন; তারা তার খাদ্যে বিষ মিশিয়েছে ও যাদুটোনা করেছে। তার উপর একের পর এক মসিবত ও বিপদ নেমে এসেছে। তার রব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿ فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ الأحقاف [35]

অর্থ: [অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।] সূরা আল-আহকাফ: ৩৫। তিনি তার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কথা নিজের স্ত্রী আয়েশা রাঃ-এর নিকট ব্যক্ত করে বলেন: ((**আমি তোমার কওম হতে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তাতো হয়েছি।**)) (সহীহ বুখারী)

জীবদ্দশাতেই তার ছয় সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। তবুও এ বিপদ তাকে আল্লাহর পথে দাওয়াতী কার্যক্রম থেকে আলাদা করতে পারেনি। তিনি জীবনের বিষণ্ণতা ও প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন: ((**আমি আল্লাহর পথে এত নির্যাতিত হয়েছি যে, অন্য কেউ এত নির্যাতিত হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে এত ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে যে, অন্য কেউ এত শঙ্কিত হয়নি।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের, দয়ার সাগর। সালাতে যখন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন, তখন কান্নার কারণে মায়ের কষ্ট হত বিধায় সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। বাকী' কবরস্থান যিয়ারত করতে গিয়ে আখেরাতের কথা

স্মরণ করে কান্না করতেন। 'তিনি স্বীয় সন্তান ইবরাহীমের দুধ-মা'র নিকটে গিয়ে তাকে দেখতে যেতেন, তখন ইবরাহীম ধূলোমলিন শরীরে তার কাছে চলে আসত, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন ও পিতৃজনিত আদর করতেন।' (সহীহ বুখারী) যখন ইবরাহীম মারা যায় তখন কান্নায় তার অশ্রু ঝড়তে থাকে আর বলেন: ((**অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, হৃদয় শোকাহত। কিন্তু তবে আমরা এমন কথাই বলব যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাহত।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি পরিপূর্ণ বিবেক ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কাউকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। আয়েশা রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্তে কোন কিছুকে আঘাত করেননি। না তার কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সংযমশীল ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। কখনো তার হাত এমন নারীকে স্পর্শ করেনি যে তার জন্য বৈধ ছিল না।

তিনি নিজ পরিবার ও সঙ্গীদের সাথে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পরায়ণ ছিলেন। তিনি বকরী জবাই করে তা টুকরা টুকরা করে খাদিজা রাঃ-এর বান্ধবীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন- খাদিজ রাঃ-এর মৃত্যুর পর তাদের প্রতি তার সুসম্পর্ককে অটুট রাখার জন্য। আট বছর পর উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় এমনভাবে দোয়া করেছেন। তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে সম্মান করতেন এবং কোন বিষয়ে নিজেকে তাদের উপর প্রধান্য দিতেন না। উসমান রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমবেশি যাই হোক তা দ্বারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।))

তার উত্তম চরিত্র মানুষের মাঝে প্রসারিত। তিনি ছিলেন সহনশীল, তিনি খারাপের বদলায় খারাপ কিছু করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। তিনি

নিজের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হতেন না ও নিজ পক্ষ সমর্থন করতেন না। জনৈক বেদুইন ব্যক্তি পিছন থেকে তাকে টান দিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলে তিনি মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে তাকে কিছু অর্থ সাহায্য দেন।

তাকে যারা যাদু করেছিল তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন, যারা তার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছিল তাদেরকে বিরুদ্ধে হুমকি-ধমকি দেননি। মক্কা বিজয়ের সময় যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন: ((**যাও, আজ তোমরা সবাই মুক্ত।**)) আয়েশা রাঃ বলেন: ((যে তার অনিষ্ট করেছে তার থেকেও তিনি প্রতিশোধ নেননি।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি সর্বদা কোমল ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় থাকতেন। জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: ((তিনি আমাকে যখনই দেখেছেন তখনই মুচকি হাসি দিয়েছেন।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি স্বীয় সাহাবীদের খোঁজ-খবর নিতেন, গুণীদের প্রতি আদব-কায়দা প্রকাশ করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন, সুন্দর আচরণ করতেন, তিনি সঙ্গী হিসেবে উত্তম ছিলেন। আত্বীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতেন এবং কারো সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না।

মুখের ভাষাকে সংযত রাখতেন; তিনি অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না। বরং তিনি নিজ গৃহে অবস্থানরত কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন। তার আচরণ ছিল প্রকৃতিসূলভ; অতি ভক্তি ও বাড়াবাড়িমূলক প্রশংসা পছন্দ করতেন না। ((একদা কিছু লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের পুত্র!’ এসব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললে: **হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল। আর অবশ্যই যেন শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং**

আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করবে, যে স্থানে মহান আল্লাহ আমাকে উত্তোলন করেছেন।)) (সুনানে নাসায়ী)

তিনি মেহমানদারিতে সাধ্যাতীত আয়োজন করতেন না এবং নিজেও যা নেই তা চাইতেন না।

সাহাবীগণ তাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি কিছু বললে তারা মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন, কোন আদেশ করলে দ্রুত তা পালন করতেন। আনাস রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে তাদের নিকটে আর কোন ব্যক্তি এত বেশি প্রিয় ছিল না।)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি নিজের মাঝে সর্বোত্তম চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ আচরণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি একটি মিথ্যা বলেছেন বা কাউকে যুলুম করেছেন অথবা কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বরং -ভয় ও নিরাপদ এবং শক্তিশালী ও দুর্বল ইত্যাদি- নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও অঙ্গিকার পূরনকারী।

তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে খুশী রাখতেন ও তাদের সাথে সদাচরণ করতেন। যখন তার মেয়ে ফাতেমা রাঃ তার নিকট আগমণ করতেন তখন তিনি এগিয়ে এসে বলতেন: ((**মারহাবা**)) এবং তাকে কাছে বসাতেন। আর তিনি বলতেন: ((**তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজ পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য উত্তম ব্যক্তি।**)) (সুনানে তিরমিযি) সৃষ্টিকর্তা তার উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করে বলেছেন:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم [4]

অর্থ: [অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।] সূরা আল-ক্বালাম: ৪।

তিনি ছিলেন অধিক দীপ্তিময় ও সুদর্শন ব্যক্তি; পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তার চেহারায় জ্যোতী চমকাতো। বারা বিন আযেব রাঃ বলেন: ((আমি তার চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু কখনো দেখিনি।)) (সহীহ বুখারী) তিনি পবিত্র শরীর ও সুন্দর সুঘ্রাণ ওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। আনাস রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি সুগন্ধিময় কোন আম্বর, মেশক বা অন্য কোন বস্তুর ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করিনি।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী, আলঙ্কারিক, চমকপ্রদ বাগ্মী। তার বক্তব্য সমস্ত হৃদয়কে ছুয়ে দেয়। তার সমস্ত সময়ই আল্লাহর ইবাদতে ও তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় হত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُۥ ﴾ الأنعام [162، 163]

অর্থ: [বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।* তাঁর কোন শরীক নেই।] সূরা আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩। তিনি নবুওয়াত লাভের সময় থেকে মৃত্যু অবধি মানুষদেরকে তার রবের ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাদেরকে শির্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি এমন কোন কল্যাণ নেই যেদিকে তার উম্মতকে আহ্বান করেননি, এমন কোন অকল্যাণ বা ক্ষতিকর কিছু নেই যা থেকে সতর্ক করেননি।

সুতরাং আপনারা তার পথ আঁকড়ে ধরুন, তার আদর্শ ও সুন্নাতকে মেনে চলুন, আর তার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুন; তবেই দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে পারবেন।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম(1)

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة [128]

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু।] সূরা আত-তাওবা: **১২৮**।

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

---

(১) অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

অতঃপর, হে মুসলমানগণ!

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সন্তান মানুষ; তিনিও অসুস্থ হতেন, ক্ষুধার্ত হতেন, চিন্তিত হতেন ও নিদ্রা যেতেন। তার মাঝে প্রভুত্বের বা উপাস্যত্বের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। তিনি কেবল একজন রাসূল ছিলেন, তার রবের রিসালাতকে তিনি পৌঁছে দিতেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ﴾ الكهف [110]

অর্থ: [বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।] সূরা আল-কাহাফ: ১১০। কাজেই তাকে তার সম্মানের উর্ধ্বে উত্তোলন করা যাবে না এবং তার প্রাপ্য সম্মান খর্বও করা যাবে না। তাকে অনুসরণ করা ও তার আদেশ মেনে চলা আবশ্যক। 'ফাতহুল মাজীদ' গ্রন্থের লেখক বলেন: ((রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হবে তার আদেশ, নিষেধকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং তার আদর্শকে ধারণ ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে।))

তাকে অনুসরণের ফলে রহমত নাযিল হয় ও নানাবিধ কল্যাণ আগমণ করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴾ آل عمران [132]

অর্থ: [আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।] সূরা আলে ইমরান: ১৩২। আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাকে ভালবাসা পিতামাতা ও সন্তানাদির উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তার অনুসরণেই জীবন স্বাচ্ছন্দ্যের হয়, সকলেই সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾ النحل [97]

অর্থ: [মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।] সূরা আন-নাহল: ৯৭।

তার আদর্শকে লালন করার উপর বান্দার উভজগতের সফলতা নির্ভর করে। আর তার অনুসরণ অনুপাতে তার মর্যাদা নির্ধারিত হবে এবং তার পদাঙ্ক অনুকরণে রয়েছে বিজয়।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর

নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও একান্তে তাঁকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তারা ওহীর আলো দিয়ে ফেতরাত বা স্বাভাবিক রীতিকে সম্পূর্ণ করেছেন; তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, সুন্দর আমল এবং উন্নত চরিত্র ও সদাচরণের দিকে আহবান করেছেন; কাজেই নবী-রাসূলদের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা তাদের পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের চেয়েও বেশি। আর তারা ব্যতীত সফলতা, বিজয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার কোনই পথ নেই।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পূর্ণাঙ্গরূপে অভাবমুক্ত, সর্বময় ক্ষমতাবান ও স্বীয় জ্ঞানে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। আর রাসূলগণ হচ্ছেন মানুষ, তারা এই

(১) ২১ শে রবিউস সানী, ১৪৪৩ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

তিনটি গুণের মধ্যে ততটুকুর মালিক যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দান করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন:

﴿ قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ ﴾ الأنعام [50]

[বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবও জানি না এবং তোমাদেরকে এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা।] সূরা আল-আন'আম: ৫০।

ফলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে তাদেরকে চমৎকার ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দিয়ে চয়ন করেছেন; বান্দাদের কাছে এটা প্রকাশ করার জন্য যে, তারা আল্লাহর সত্য রাসূল, তারা যেসব বিষয়ে সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন তার সত্যায়নকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মুজিযা দেয়া হয়েছে যা দেখে লোকেরা তার প্রতি ঈমান এনেছে।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) যেমন: সালেহ আঃ নিজ জাতির কাছে এক বিশাল উটনী নিয়ে এসেছিলেন যা প্রস্তরখন্ড থেকে বের হয়েছিল। ইবরাহীম আঃ-কে বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

মুসা আঃ-কে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেয়া হয়েছিল। তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যার প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়েছিল। তিনিই হাতের লাঠিকে ছুড়ে ফেললে তা বিশাল আকৃতির অজগর সাপে রূপ নিয়েছিল।

দাঊদ ও সুলায়মান আঃ-কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল এবং সব কিছুই দেয়া হয়েছিল।

আর ঈসা আঃ আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় এবং মৃতকে জীবিত করতেন, তিনি মায়ের কোলে শিশু থাকাবস্থায় কথা বলেছেন এবং নিজের মাকে অপবাদমুক্ত করেছেন ও আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন।

তাদের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী নিদর্শনগুলোর অন্যতম হচ্ছে: তাদের সচ্চরিত্রতা, তারা ও তাদের অনুসারীদের আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া, উত্তম পরিণতি লাভ করা এবং তাদের বিরোধী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ধ্বংস ও আযাবপ্রাপ্ত হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবী-রাসূলদের চেয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে অধিক ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহ হাজারের অধিক। আর পৃথিবীতে খবরে মুতাওয়াতির পর্যায়ের এমন কোন ইল্ম নেই যা রাসূলের নিদর্শন ও তার দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পকির্ত ইল্মের চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী। আল্লাহ বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ﴾ الفتح [28]

[তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আল-ফাতহ: ২৮।"

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের অন্যতম নিদর্শন

হল: তার আগমণের বহু পূর্বে অন্যান্য নবীগণের মাধ্যমে এ বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আঃ বলেছেন:

﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡ ﴾ البقرة [129]

[হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।] সূরা আল বাকারা: ১২৯। আর ঈসা আঃ বলেছেন:

﴿ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُ ﴾ الصف [6]

[এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।] সূরা আস-সফ্: ৬। তার শৈশবকালে ফেরেশতা এসে তার বুক চিড়ে তা থেকে শয়তানের অংশ বের করে ফেলেন। তিনি নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহেলিয়াতের কদর্যতা থেকে হেফাযত করেছেন; ফলে তার লজ্জাস্থান কারো কাছে প্রকাশ পায়নি, তিনি নিজ হাতে কোন মূর্তি স্পর্শ করেননি, কখনো মদ পান করেননি, এমনকি কোন অবৈধ লেনদেনও করেননি। তার রেসালতকে হেফাযত করার জন্য উল্কাপিন্ড -যা দ্বারা শয়তানকে রজম মারা হত তা- দ্বারা আসমানী প্রহরা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জিনেরা বলেছিল:

﴿ وَأَنَّا لَمَسۡنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدۡنَٰهَا مُلِئَتۡ حَرَسٗا شَدِيدٗا وَشُهُبٗا ﴾ الجن [8]

[আর আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।] সূরা আল-জিন: ৮।

তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে যা তার জীবদ্দশায় ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে- তা হল: মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং ওহীর জ্ঞান ও ঈমান যা তার অনুসারীরা বহন করছে। অনুরূপভাবে সেগুলোর মধ্যে: তার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ প্রদান- যা তাকে আল্লাহই জানিয়েছেন। সেগুলো এমন ঘটনা যা আল্লাহ কর্তৃক জানানো ছাড়া কারো পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ

مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ﴾ هود [49]

[এসব গায়েবের সংবাদ আমরা আপনাকে ওহীর দ্বারা অবগত করিয়েছি, যা এর আগে আপনি জানতেন না এবং আপনার সম্প্রদায়ও জানত না।] সূরা হূদ: ৪৯।

অতীত ঘটনাবলীর মধ্য থেকে তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন: আদম আঃ-এর ঘটনা, তাকে ফেরেশতাদের সেজদা প্রদান এবং ইবলিশ ও তার অহংকার প্রদর্শনের ঘটনা, নবী-রাসূলদের অসংখ্য বিস্তারিত আশ্চর্য ঘটনা এবং আসহাবে কাহফ ও হস্তি বাহিনীর ঘটনা।

যখন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সকলকে কুরআনের একটি সূরার মত একটি সূরা রচনা করে আনতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, তখন তিনি সংবাদ দিলেন যে, তারা কেয়ামত অবধি চেষ্টা করেও এরূপ সূরা আনয়ন করতে পারবে না। বস্তুত

কেউই এরূপ আনয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তিনি মক্কায় দূর্বল থাকাকালে কাফেরদের ব্যাপারে বলেছিলেন:

﴿ سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ القمر [45]

[এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে।] সূরা আল-কামার: ৪৫। উক্ত ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা কয়েক বছর পরেই প্রকাশ পায়; বদর যুদ্ধের আগের দিন তিনি কুরাইশ নেতাদের ধরাশয়ী (নিহত) হওয়ার স্থান মুসলমানদেরকে দেখিয়ে বলেন: (**এটা অমুক ব্যক্তির ধরাশয়ী হওয়ার স্থান** -মৃত্যুস্থল-।) আনাস রাঃ বলেন যে, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম নিয়ে যে স্থানে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়েছে, এর সামান্যও ব্যতিক্রম হয়নি।” (সহীহ মুসলিম।) তিনি খায়বার যুদ্ধে বের হয়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন: (**“খায়বার ধ্বংস হোক।”** অতঃপর আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন।) (বুখারী ও মুসলিম।)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং সংবাদ পৌঁছার আগেই তাদের শাহাদাত বরনের খবর জানিয়েছিলেন।” (সহীহ বুখারী।)

তিনি বলেছেন যে, তার জীবদ্দশাতেই পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে রোমক শক্তি বিজয়ী হবে। যখন পারস্য সম্রাটের দূত চিঠি নিয়ে তার কাছে আগমণ করল, তখন তিনি তাকে বললেন: (**আমার রব তোমার মনিবকে আজ রাতেই হত্যা করবেন।**) (মুসনাদে আহমাদ।) তাবুকের যাত্রাপথে তিনি বলেছিলেন: (**আজ রাতে তোমাদের উপর দিয়ে প্রচন্ড বায়ু প্রবাহ হবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মধ্যে দাঁড়িয়ে না থাকে।**) (বুখারী ও মুসলিম।)

তিনি নিজের আয়ু ঘনিয়ে আসা এবং উচ্চে সমাসীন বন্ধু আল্লাহর নিকট প্রস্থান করার খবর দিয়েছেন; একদিন তিনি মিম্বারে বসে বললেন: (**এক বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার প্রাচুর্য ও তাঁর কাছে যা আছে- এ দু'টির কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন; বান্দা তাঁর কাছে যা আছে তা এখতিয়ার করে নিয়েছেন।** এ কথা শুনে আবু বকর রাঃ কাঁদতে লাগলেন, তারপর বললেন: আপনার জন্য আমাদের বাবা-মাকে উৎসর্গ করলাম।) (বুখারী ও মুসলিম।) তার কিছুদিন পরেই তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন। তিনি জীবনের শেষ সময়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: ((**তোমরা কি এ রাত সম্পর্কে জান? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) উক্ত বিষয়গুলোতে তিনি যেমন খবর দিয়েছেন তেমনি ঘটেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে, অতঃপর প্লেগরোগ এসে মুসলিমদের নিঃশেষ করবে। তারপর সর্বত্র সম্পদের ছড়াছড়ি হবে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। পরে দেখা গেল তিনি যেমনটি বলেছেন তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে; বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়, সিরিয়ায় প্লেগ-মহামারী শুরু হয়। এ দুটোই উমর রাঃ-এর শাসনামলে সংঘটিত হয়। তারপর উসমান রাঃ-এর আমলে সম্পদের প্রাচুর্যতা আসে, এমন কি তখন এক ব্যক্তিকে একশ দীনার দেয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশ বিজয় হবে, তখন মদিনাবাসী সেসব এলাকায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় চলে যাবে। তিনি বলেছেন: **(অথচ মদিনা-ই তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা**

জানত।) (বুখারী ও মুসলিম।) তিনি আরো বলেছেন: কিসরা ও কায়সার ধ্বংস হবে এবং এ দু সম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে।, এই দুনিয়া তার উম্মতের অধীনস্ত হবে। তখন তারা দুনিয়াবী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা করেছিল।, তার উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের সাদৃশ্য ধারণ করবে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে এরাও প্রবেশ করবে! (বুখারী ও মুসলিম।)

অদূর ভবিষ্যতে কেয়ামতের যেসব আলামত প্রকাশ পাবে তিনি তা বর্ণনা করেছেন: যেমন জ্ঞানের দৈন্যতা, অতি মূর্খতা, বিভিন্ন ফেতনার প্রাদুর্ভাব, হত্যাকান্ড বেড়ে যাওয়া, বড় বড় অট্রালিকা তৈরি ইত্যাদি। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে দাঁড়িয়ে কেয়ামত পর্যন্ত কী সংঘটিত হবে তা বর্ণনা করলেন। এ মর্মে হুযায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত, ((একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। সেগুলো যার স্মরণ রাখার সে স্মরণে রাখল, আবার যার ভুলে যাবার সে ভুলে গেল।)) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি আকাশে সংঘটিত ঘটনাবলী যা তিনি অবলোকন করেছেন, তা সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে সশরীরে মক্কা থেকে মসজিদে আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন। তারপর তাকে আসমানে উঠিয়ে 'সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেছেন। অতঃপর একই রাতে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে এনেছেন। ফিরে এসে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, এ দুয়ের অধিবাসী, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি যা দেখেছেন এবং জগত নিয়ন্ত্রণে কলমের যে শব্দ শুনেছেন তা সাহাবীদেরকে সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে জাগতিক প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দিয়েও সাহায্য করেছেন; ফলে আল্লাহ তায়ালা চন্দ্রকে বিদীর্ণ করে দ্বি-খন্ডিত করেছেন যা মক্কা ও অন্যান্য এলাকার মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন করেছিল।

মানুষের মাঝেও তার নবুওয়তের আলামত প্রকাশ পেয়েছিল; “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের শ্রবণশক্তি খুলে দিয়েছিলেন। ফলে তারা সকলেই রাসূলের ভাষণ শুনেছেন, অথচ সংখ্যায় তারা লক্ষাধিক ছিলেন।” (সুনানে আবু দাউদ।) “তিনি আনাস রাঃ-এর জন্য অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি চেয়ে দোয়া করেছিলেন; তার জীবদ্দশাতেই তার ঔরশের একশত বিশের অধিক ব্যক্তির দাফন-কাফন করেন।” (বুখারী ও মুসলিম।) তিনি আবু হুরায়রা রাঃ ও তার মায়ের জন্য দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনকে মুমিনদের কাছে প্রিয়পাত্র করেন; আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: (তারপর যে মুমিন ব্যক্তিই আমাকে দেখেছে বা আমার সম্পর্কে শুনেছে, সে-ই আমাকে ভালবাসে।) (সহীহ মুসলিম।) তিনি উরওয়া আল বারেকী রাঃ-এর ব্যবসায় বরকতের দোয়া করেছিলেন; “ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, যদি তিনি মাটিও বিক্রি করতেন তাতে লাভবান হতেন।” (সহীহ বুখারী।)

আব্দুল্লাহ বিন আতীক রাঃ-এর পা ভেঙ্গে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে হাত বুলিয়ে দিলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন।” (সহীহ বুখারী।) আলী রাঃ-এর চোখ অসূখে বিবর্ণ হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দু’চোখে থুথু লাগিয়ে দেন, ফলে তাতে তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করেন যেন কোন ব্যাথা-ই ছিল না।” (বুখারী ও মুসলিম।)

তার নবুওয়তের নিদর্শন চতুষ্পদ জন্তুর মাঝেও প্রকাশ পেয়েছিল; একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন, সেখানে একটি উট ছিল। উটটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে কাঁদতে লাগল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে সে শান্ত হয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে বললেন: (**তুমি কি এই প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন? এটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে কষ্ট দাও ও তাকে ক্লান্ত রাখ!**) (সুনানে আবু দাউদ।) আয়েশা রাঃ বলেন: (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একটি বন্যপ্রাণী ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেতেন তখন সেটি খেলা করত, এদিক সেদিক যেত। কিন্তু যখন সে টের পেত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করছেন, তখন সে থেমে যেত এবং কোন নাড়াচাড়া ও শব্দ করত না; এভাবেই থাকত যতক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে অবস্থান করতেন, যেন তিনি কষ্ট না পান।) (মুসনাদে আহমাদ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও নিদর্শন হল: তার জন্য উপস্থিত পানাহারকে প্রবৃদ্ধি করে দেয়া হত; হুদাইবিয়াতে অবস্থানের সময় তার সাথে দেড় হাজার সাহাবী ছিলেন। জাবের রাঃ বলেন: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার তৈরি পানির পাত্রে -ছোট পাত্র- হাত রাখলেন। তখনি তার আঙ্গুলগুলোর মাঝখান থেকে ঝর্ণার মত পানি উথলে উঠতে লাগল। তারপর আমরা সে পানি পান করলাম ও অযু করলাম। জাবের রাঃ-কে বলা হল: আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন: আমরা যদি এক লক্ষও হতাম

তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত, তবে সেদিন আমরা দেড় হাজার ছিলাম।) (সহীহ বুখারী।) যাতুর রিকা' নামক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প পরিমাণ পানি এক পাত্রে রাখেন, সেখান থেকে সকল সৈন্যরা নিজ নিজ পাত্র ভর্তি করে পানি নিয়ে যান।

খায়বারে অবস্থানকালীন সময়ে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাছে যা আছে তা জমা করতে বললেন। তারপর তিনি সেগুলোতে বরকতের দোয়া করলেন; পরে সেনাবাহিনীর সকলেই সেখান থেকে তৃপ্তিসহ আহার করেন। তারা ছিলেন পনেরশ জন।

"তাবুকে তার সাথে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ছিলেন, যারা পানি তালাশ করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটি ঝর্ণায় অযু করলে সেখান থেকে প্রচন্ডভাবে পানির ফোয়ারা বইতে লাগল; অবশেষে সেখান থেকে সকলেই পানি পান করলেন।" (সহীহ মুসলিম।)

সামুরা বিন জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পালা করে একটি পাত্র হতে আহার গ্রহণ করতাম। দশজন আহার করে চলে যেত, আবার দশজন খেতে বসত। আমরা বললাম: আপনাদের এ সহযোগিতা কোথা থেকে আসত? সামুরা বললেন: কিসে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? এদিক থেকেই সাহায্য আসত- এই বলে তিনি আকাশের দিকে হাতে ইশারা করলেন।) (জামে তিরমিযি।)

তার নবুওয়তের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা গাছপালা ও পর্বতমালাকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। যেমন: "একদা তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করেন। তিনি দুটি গাছ ধরে তাঁর অনুগত হতে

নির্দেশ দিলে সে দুটি তার অনুগত হয়ে যায় এবং তার নির্দেশে দুটি গাছই সমবেত হয়ে একসাথে মিলে যায়।" (সহীহ মুসলিম।) "তিনি মক্কায় থাকাবস্থায় জিনেরা তার কাছে সমবেত হয়ে কুরআন শুনছিল, তাদের উপস্থিতির এ খবরটি পাশে থাকা একটি গাছই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম।) তিনি মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি স্তম্ভের সাথে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর তার জন্য মিম্বার প্রস্তুত করা হলে তিনি যখন তাতে উঠে খুতবা দিলেন, তখন উক্ত খেজুর বৃক্ষের স্তম্ভটি বাচ্চাদের মত কাঁদতে লাগল। অবশেষে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন তখন সেটি চুপ হয়ে গেল।" (সহীহ বুখারী।)

তিনি বলেছেন: (**আমি মক্কার এমন একটি পাথরকে চিনি, যে আমি নবী হওয়ার আগে থেকেই আমাকে সালাম করত। সেটিকে আমি এখনও চিনি।**) (সহীহ মুসলিম।) একদা তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে চড়লেন, তখন সেটি তাদেরসহ কাঁপতে লাগল। তারপর তিনি সেটিকে আঘাত করে বললেন: **হে উহুদ! তুমি শান্ত হও।** তারপর সেটি স্থির হয়ে যায়।" (সহীহ বুখারী।)

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: আল্লাহ তায়ালা তাকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন, ইতিপূর্বে তিনি কাউকে এমনভাবে সাহায্য করেননি। মক্কায় কাফেরদের উপর দুটি পাহাড় চাপিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য 'মালাকুল জিবাল' বা পাহাড়ে নিযুক্ত ফেরেশতা অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছাড় দিতে বলেছিলেন।

হিজরত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٖ لَّمۡ تَرَوۡهَا ﴾ التوبة [40]

[তিনি ছিলেন দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলেন: 'চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি।] সূরা আত-তাওবাহ: ৪০।

বদর যুদ্ধে তার সাথে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতারা যুদ্ধ করেছেন। "আর উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে যে, তার পক্ষ হয়ে জিবরাঈল ও মিকাঈল প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করছেন।" (বুখারী ও মুসলিম।) "খন্দক থেকে বনী কুরাইযা পর্যন্ত জিবরাঈল রাসূলের সঙ্গে ছিলেন।" (সহীহ বুখারী।)

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের থেকে তার নবুওয়তকালে তাকে হেফাযত করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ المائدة [67]

[আর আল্লাহ আপনাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৭। ফলে তারা সংখ্যাধিক্য ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং তিনি তাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। কয়েকজন ইহুদী তাকে যাদু করেছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের যাদুর বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়ে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন। তারা বকরির মাংসে বিষ মিশিয়ে রাসূলের ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তার নবুওয়তের আরেকটি নিদর্শন হল: তার পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র ও আচরণ।

তার বিজয় লাভ এবং তার প্রতি সৃষ্টির আনুগত্য ও নিজেদের জান-মালের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকালে নিজের খচ্চর ও হাতিয়ার ছাড়া কোন দিনার-দিরহাম, উট, ভেড়া কিছুই রেখে যাননি। তার বর্মটি এক ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা’ যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল, যা তিনি নিজ পরিবারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর, হে মুসলমানগণ!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন-চরিত কেউ অধ্যয়ন করলে সে জানতে পারবে যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি এমন মহাসত্য বাণী নিয়ে এসেছেন যা পূর্বাপর কেউই এ রকম কিছু শ্রবণ করেনি। তিনি সর্বদা উম্মতকে তাওহীদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাবতীয় কল্যাণের দিকনির্দেশ দিয়েছেন, অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য অত্যাশ্চর্য নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেছেন।

তিনি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নিয়ে আগমণ করেছেন এবং সকল উম্মতের ভাল গুণাবলীকে একত্রিত করেছেন; ফলে তার উম্মত শ্রেষ্ঠত্বে ও সকল গুণে অন্যদের চেয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে। তারা এই শ্রেষ্ঠত্ব তার মাধ্যমেই অর্জন করেছে এবং তার কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। এগুলোর প্রতিই তিনি তাদেরকে আহবান করেছেন; ফলে তারা জগতের সেরা শিক্ষিত, ধার্মিক, ন্যায় পরায়ণ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পেরেছে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ﴾ الكهف [110]

অর্থ: [বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।] সূরা আল-কাহফ: ১১০।

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদর্শনাবলী ও তার সত্যতার প্রমাণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা ঈমানকে বৃদ্ধি করে। তার উজ্জ্বল সৎকর্ম, সৌন্দর্য্য এবং পবিত্র শরীয়তের দিকে বারবার দৃষ্টি বুলালে মর্যাদা লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আল্লাহকে চিনার জন্য আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

আর যে ব্যক্তি তার রেসালাতের সত্যতা ও সুস্পষ্ট প্রমাণ জানতে চায়, তার উচিত আল কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ করা।

যখন মানুষের জন্য অন্য সব বস্তুর চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়ন করা অধিক জরুরী, তখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণের সত্যতার প্রমাণ বহণকারী নিদর্শনসমূহকে সহজতর করে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে সংখ্যায় অনেক এবং প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যেন তার প্রতি ঈমান আনা থেকে কেবল অবাধ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ পিছপা না হয়, তাকে সত্যায়ন করা থেকে অহংকারী ছাড়া আর কেউ সংশয় প্রকাশ না করে।

বস্তুত যাবতীয় কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে নবুওয়তের সত্যায়ন ও তার অনুসরণে অবিচল থাকার মাঝে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তার নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সমর্থন(১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ লাভজনক উপার্জন ও মহান উপহার।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; মুমিনকে কাফেরের উপর, সৎকর্মশীলকে পাপীষ্ঠের উপর, নবীদেরকে সৃষ্টিকুলের উপর, আর রাসূলদেরকে নবীদের উপর। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল রাসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি ইবরাহীমী বংশের শ্রেষ্ঠাংশ। রাসূলগণের মধ্য হতে তাকে আল্লাহ তায়ালা অসিলা, মর্যাদা, মাকামে মাহমুদ, আরব-অনারব সকলের জন্য রিসালাত এবং মানুষের মধ্যে উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশ ইত্যাদির দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা ও শান বর্ধিত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

(১) ৪ঠা মুহাররম, ১৪২৭ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: **((আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।))** (সহীহ মুসলিম) নবীদের মধ্যে তার অনুসারীর সংখ্যা বেশি হবে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে সবার আগে জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বেন এবং সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন।

ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছেন, জীবদ্দশায় পিতাকে দেখতে পাননি এবং মায়ের মৃত্যুতেও তার আদর-স্নেহ পাননি। তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক একাগ্র ছিলেন। রাতের বেলায় নির্জনে সালাত আদায় করতেন ও ক্রন্দন করতেন। আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর রাঃ বলেন: ((আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।)) (মুসনাদে আহমাদ)

আর দিনে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও কোমল আচরণকারী ছিলেন। তিনি গরীব-ফকীরদের সাথে মিশতেন, মিসকীনদের সাথে বসে পানাহার করতেন। তিনি বড়দের সম্মান করতেন, ছোটদের স্নেহ করতেন, এমনকি ছোটদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাদেরকেও সালাম দিতেন ও আদর করতেন। আনাস রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাঃ-এর চেয়ে পরিবারের প্রতি অধিক দয়াশীল আর কাউকে দেখিনি।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি উদার মন, মুক্তহস্ত ও অধিক দানশীল ছিলেন; তিনি বদান্যতার সাথে মুক্তহস্তে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে দান করতেন। কোন জিনিস তার নিকটে চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলেননি। তিনি দুনিয়া ও এর সৌন্দর্য থেকে বিমূখ ছিলেন। তিনি বলতেন: ((**দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি**

তো দুনিয়ায় এক সাওয়ারের মত, যে পথ চলতে একটি গাচের ছায়ায় আশ্রয় নিল পরে আবার তা পরিত্যাগ করে চলে গেল।)) (সুনানে তিরমিযি)

কখনো তার এমনও দিনের পর দিন অতিবাহিত হত যে, তার বাড়ীতে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। বরং কত দিন অতিবাহিত হয়েছে যে, বাড়িতে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি ও তার পরিবার না খেয়ে কত রাত যাপন করেছেন। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির থাকতেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও তিনি পেতেন না)) (সহীহ মুসলিম) কতবার তিনি ক্ষুধার তাড়না নিয়েই তার রবের রিসালাতের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন ধৈর্য ধারণ করে ও সওয়াবের আশায়।

তিনি ছিলেন নরম অন্তরের, দয়ার সাগর। সালাতে যখন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন।

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের, স্বীয় প্রতিপালককে খুব ভয় করতেন। তিনি মাঝে মাঝে কবরস্থান যিয়ারত করতে গিয়ে আখেরাতের কথা স্মরণ করে কান্না করতেন।

মুখের ভাষাকে সংযত রাখতেন; তিনি কারো সম্মানহানী করতেন না। তিনি নিজ গৃহে অবস্থানরত কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশি লাজুক ছিলেন। কখনো কোন খাদেম বা স্ত্রী অথবা কোন প্রাণীকে প্রহার করেননি। তিনি ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: ((তিনি আমাকে যখনই দেখেছেন তখনই মুচকি হাসি দিয়েছেন।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি নিজের মাঝে উন্নত গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠ আচরণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

সাহাবীগণ তাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি কিছু বললে তারা মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন, কোন আদেশ করলে দ্রুত পালন করতেন। আনাস রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে তাদের নিকটে আর কোন ব্যক্তি এত বেশি প্রিয় ছিল না।)) এমনকি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও লাজুকতার কারণে বড় বড় সাহাবীগণও তার চোখে চোখ রাখতেন না। আমর বিন আস রাঃ বলেন: ((আমার দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ এবং তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানীত ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার কারণে তার দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল? তাহলে আমি তা বলতে পারব না। কেননা আমি তার দিকে নয়নভরে তাকাতে পেতাম না।)) (সহীহ মুসলিম)

সাহাবাগণ তাদের নবীকে অন্তর থেকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতেন। তারা এমন ঘরে থাকতে অপছন্দ করতেন যে ঘরটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘরে থাকতেন তার চেয়ে উপরে অবস্থিত। তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তীগণও এ পথেই চলেছেন। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস পাঠ করার সময় কান্নায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ইমাম মালেক রহঃ বলেন: ((আমরা আইয়ূব সিখতিয়ানী রহঃ-এর নিকটে যেতাম। তার নিকট রাসূলের হাদিস উল্লেখ করলে তিনি কেঁদে দিতেন, অবশেষে আমরা সান্ত্বনা দিতাম।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় খ্রিষ্টান শাসক ও নেতৃবর্গও তাকে এক নজর দেখতে ও তার খেদমত করতে আগ্রহী ছিল। রোমের বাদশা

হিরাক্লিয়াস বলেন: ((আমি যদি জানতাম, আমি তার কাছে পৌঁছতে পারব, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করতাম। আর আমি যদি তার কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তার দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম।)) (বুখারী ও মুসলিম)

ইহুদী পাদ্রীরা তাকে দেখে বুঝতে পারে যে, তিনি একজন সত্য নবী। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন -তিনিও একজন ইহুদী পাদ্রী ছিলেন-: ((রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পদার্পণ করলে লোকেরা তাকে দেখার জন্য ভীড় জমায় এবং বলাবলি হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। আমিও লোকেদের সাথে তাকে দেখতে গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।)) (সুনানে তিরমিযি)

আল্লাহ তার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন এবং তার পূর্বাপর গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাকে বিশেষ যত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। সহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে গুহায় তার সাথে ছিলেন। বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ তার পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের হত্যাযজ্ঞ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। বনু নাযিরে বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র তার নিকট ফাঁস করে দেন। খন্দকের যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ দলগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। আর মদিনায় মুনাফিকদের কবল থেকে তাকে তিনি নিরাপদ রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ﴾ الأنفال [30]

অর্থ: [স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহও কৌশল করেন। আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।] সূরা আল-আনফাল: ৩০।

আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সম্মান করা সকল মানুষের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا * لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا﴾ الفتح [8، 9]

অর্থ: [নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।* যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।] সূরা আল-ফাতহ: ৮-৯।

স্বয়ং আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন ও তার মর্যাদা সমুন্নত করেছেন এবং তার জন্য মর্যাদাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ المنافقون [8]

অর্থ: [আর সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের।] সূরা আল-মুনাফিকূন: ৮। আর বিজয় ও শুভ পরিণাম তার জন্য নির্ধারিত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ﴾ المجادلة [21]

অর্থ: [আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও’। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।] সূরা আল-মুজাদালা: ২১। স্বীয় রবের নিকট তার বিশাল মর্যাদার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর আওয়াজের উপর যে ব্যক্তি তার আওয়াজকে উঁচু করে তার আমল বিনষ্টের হুমকি দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ﴾ الحجرات [2]

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।] সূরা আল-হুজুরাত: ২। আর যে ব্যক্তি তাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে ইহকাল ও পরকালে লানত করেন ও তাকে অপদস্ত করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴾ الأحزاب [57]

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা’নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।] সূরা আল-আহযাব: ৫৭। আর যে তার বিরোধিতা করে তাকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ ﴾ المجادلة [20]

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা আল-মুজাদালা: ২০।

যারাই তার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে নির্বংশ করার হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ﴾ الكوثر [3]

অর্থ: [নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।] সূরা আল-কাউসার: ৩। জনৈক মনীষী বলেন: ((প্রত্যেক যেই ব্যক্তি তার সাথে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ তার শেকড় কেটে ফেলেন, তার দৃষ্টি ও আয়ু সংকুচিত করেন।)) উহুদের যুদ্ধে উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়; ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেছেন: পরবর্তীতে উতবার বংশধরদের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তাদের যারাই পরিণত বয়সে পৌঁছেছে কেউ দুর্গন্ধযুক্ত মুখওয়ালা অথবা কেউ সামনের দাঁত ভাঙ্গা; এমনটিই তাদের মাঝে জানা গেছে। এটা পরবর্তীদের উপর পূর্বপুরুষদের মন্দ কর্মের অশুভ পরিণাম।))

যে ব্যক্তি নবীদেরকে বিদ্রুপ করে, অশুভ বৃত্ত তাকে ঘিরে ধরে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴾

অর্থ: [আর আপনার আগে অনেক রাসূলকে নিয়েই তো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। ফলে রাসূলদের সাথে বিদ্রুপকারীদেরকে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিল তা-ই পরিবেষ্টন করেছে।] সূরা আল-আন'আম: ১০। কখনো আল্লাহ

বিদ্রুপকারদেরকে কৌশলগত কারণে সুযোগ দেন, তারপর তাদের উপর আযাব আপতিত করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ الرعد [32]

অর্থ: [আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব, কেমন ছিল আমার আযাব!] সূরা আর-রা’দ: ৩২। আল্লাহর নীতি চূড়ান্ত যে, যে-ই তাঁর নবীর সম্মানহানিতে লিপ্ত হবে তাকে তিনি ধ্বংস করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ الحجر [95]

অর্থ: [নিশ্চয় আমিই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট।] সূরা আল-হিজর: ৯৫।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় জনৈক ব্যক্তি তাকে নিয়ে ঠাট্রা করে। যখন সে মারা যায় লোকজন তাকে দাফন করে। পরে তাকে কবরের বাইরে পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এভাবে তাকে যতবারই দাফন করা হয়, ততবারই তাকে কবরের বাইরে পতিত পাওয়া যায়; আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((বানী নাজ্জার এর এক লোক আমাদের সাথে ছিল। সে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করেছিল। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কাতিবে ওহীর দায়িত্ব পালন করত। পরে পালিয়ে গিয়ে সে আহলে কিতাবদের সাথে মিলে যায়। রাবী বলেন, তারা তাকে খুব সমাদর করল এবং বলল, এ ব্যক্তিটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাতিব ছিল। এতে তারা খুবই আনন্দিত হলো। এরপর বেশি দেরী হয়নি, আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝেই তাকে ধ্বংস করে দিলেন। তারপর তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে পুতে দিলো। সকালে দেখা গেল যে, জমিন তার লাশ বের করে উপরে ফেলে দিয়েছে। তারপর আবার তারা গর্ত করে তাকে পুতে দিলো। সকালে দেখা গেল যে, জমিন তার লাশটি বের করে উপরে ফেলে দিয়েছে। তারপর পুনরায় তারা তার জন্য গর্ত করে তাকে তাতে পুঁতে রাখলো। সকলে দেখা গেল, এবারও জমিন তার লাশ বের করে মাটির উপর ফেলে দিয়েছে। কাজেই তারা তাকে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দিল।)) (বুখারী ও মুসলিম)

আবু জাহেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদ্রুপ করেছিল; পরিণতিতে সে দুজন তরুণ সাহাবীর হাতে নিহত হয়। আব্দুর রহমান বিন আউফ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((যখন আমি বদরের দিন যুদ্ধের সারিতে দন্ডায়মান ছিলাম, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমি চাচ্ছিলাম তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি, তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে ভাতিজা তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করে। ঐ মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। এরপর দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ কথা বলল। তৎক্ষণাত আমি আবূ জাহেলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম,

এই যে দেখ তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল।)) (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রুপ করায় অনেকের রাজ-রাজত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম ও পারস্যের সম্রাটের নিকট চিঠি প্রেরণ করেন। তারা দুজনই অমুসলিম ছিলেন। কিন্তু রোম সম্রাট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি ও দূতকে সম্মান করেন; ফলে তার রাজত্ব টিকে থাকে। পক্ষান্তরে পারস্য সম্রাট আল্লাহর নবীর চিঠি ছিড়ে ফেলে এবং রাসূলের দূতকে বিদ্রুপ করে; ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাকে ধ্বংস করেন ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন।

দূর্গের অধিবাসীরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দা ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হল তখন তাদের দূর্গের পতন ঘটে। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ কতিপয় মুসলিম ব্যক্তি তাদের একধিকবার বিভিন্ন দূর্গ ও শহর অবরুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমরা বিভিন্ন সময় একমাস বা তার চেয়েও অধিক সময় কোন কোন দূর্গ বা শহর অবরুদ্ধ করে রাখতাম, অথচ সেটা দখল করা আমাদের জন্য অসম্ভব ছিল, এমনকি আমরা নিরাশ হয়ে যেতাম। অবশেষে যখন তার অধিবাসীরা আল্লাহর রাসূলকে গালমন্দ ও তার সম্মানহানিতে লিপ্ত হত, তখন আমরা তা দ্রুতই বিজয় করতে পারতাম ও তা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যেত; এক বা দুই দিনের বেশি সময় লাগত না।))

যখন রাসূলগণকে নির্যাতন করা হয়, তখন আযাত অবধারিত হয়ে যায়। “আস সারেম আল মাসলূল” নামক গ্রন্থে এসেছে: ((কুরআনে উল্লেখিত নবীদের ঘটনা যদি আপনি অনুসন্ধান করেন, দেখবেন তাদের উম্মত তখনই ধ্বংস

হয়েছে যখন তারা নবীদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং বাজে কথা বা কাজের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করেছে।))

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে প্রতিবাদ করা ও তার সম্মান রক্ষা করার মাধ্যমে তাকে মহব্বত করা এ উম্মতের উপর ফরজ। শ্রেষ্ঠ মানবের ব্যঙ্গাত্মক বিষাক্ত চিত্র দেখা থেকে একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা উচিত। সালাফগণ এ জাতীয় বস্তু থেকে সতর্ক করেছেন। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((রাসূলকে গালমন্দ করার দৃষ্টান্ত এবং এর ধরণ বর্ণনামূলক আলোচনা করা; এটা অন্তর ও জিহ্বার জন্য খুবই ভারী বিষয়। আমরা এটা উচ্চারণ করাকেও অনেক গর্হিত মনে করি।))

তাকে মহব্বত করার অন্তর্গত হল: তার আনুগত্য করা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তার সুন্নাত মেনে চলা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ ﴾ آل عمران [31]

অর্থ: [বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।] সূরা আলে ইমরান: ৩১। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত হল: তাকে রিসালাত ও দাসত্বের স্তরের উর্ধ্বে উঠিয়ে সীমলঙ্ঘনমূল প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করার মাধ্যমে তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন 'ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল তাঁর একজন বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।**)) (সহীহ বুখারী)

মুসলিমদের জন্য সম্মান-মর্যাদা তাদের নবীর প্রতি আনুগত্যের পরিমাণ অনুপাতে হয়ে থাকে। বান্দার উভজগতের সফলতা নির্ভর করে তার আদর্শকে আকড়ে ধরার উপর। আর দুর্ভাগ্য রয়েছে তার প্রতি ঈমান না আনায় অথবা তার প্রতি ও তার দ্বীনের বিষয়ে বিদ্রুপ করায় অথবা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব।] সূরা আল-মুমিন: ৫১।

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.

অতঃপর, হে মুসলমানগণ!

নবীদেরকে আল্লাহ কর্তৃক সহযোগিতার অন্যতম উদাহরণ হল: আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সাহায্য করণার্থে ফেরাউনকে মহররম মাসে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন; কুফুরী করা এবং মুসা আঃ-কে বিদ্রুপ করার কারণে। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর অলিদেরকে বিজয়ী করার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ মাসের দশম তারিখে রোযা রাখাকে তিনি শরীয়তসম্মত করেছেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে সওম পালন করতে দেখলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, **তোমরা এটা কোন দিনের সাওম পালন করছ?** তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ দিনে আল্লাহ্ মূসা আঃ ও তার অনুসারীদেরকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তাই মূসা আঃ শুকরিয়া হিসেবে এদিন সওম পালন করেছেন। এজন্য আমরাও এ দিনে সিয়াম পালন করি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, **তোমাদের তুলনায় আমরা হলাম মূসা আঃ-এর অধিক নিকটবর্তী ও হকদার;** কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এদিন সওম পালন করেছেন এবং এদিন সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।)) (বুখারী ও মুসলিম) মুসলিম শরীফে এসেছে, আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন:

((**আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহর কাফফারা করে দিবেন।**)) তিনি আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করণার্থে পরবর্তী বছর থেকে এর আগের দিনেও রোযা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছিলেন: ((**আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব।**)) কাজেই মুসলিমদের জন্য মুস্তাহাব হল: আল্লাহর নবীদের অনুসরণে ও সওয়াবের আশায় মহররমের দশ তারিখে সিয়াম পালন করা। আর ইহুদীদের বিরোধিতার জন্য এবং সুন্নতসম্মত হওয়ায় দশ তারিখের আগের দিন অথবা পরের দিন আরেকটি সিয়াম রাখা।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

নবী সাঃ-এর অনুসরণেই সফলতা নিহিত(১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য; যাতে তারা তাওহীদের ছায়াতলে শান্তি, নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে মানুষ পথভ্রষ্ট ছিল; তারা মূর্তিপূজা করত, কন্যা সন্তান জীবন্ত পুতে ফেলত, একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করত এবং তারা শির্কে লিপ্ত থাকার কারণে আতঙ্কিত জীবন যাপন করত। ফলে তারা বিভিন্ন মাস ও পাখির দ্বারা অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করত। আবু রাজা উতারিদী রহঃ তাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন: ((-ইসলাম গ্রহন করার পূর্বে- আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এটা

---

(১) ৯ই জুমাদা উলা, ১৪৩১ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম। আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তাহলে কিছু মাটি একত্রিত করে স্তুপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্তুপের উপর দোহন করতাম, তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম।)) (সহীহ বুখারী)

তারা তাদের নিরর্থক ইবাদত ও জঘন্য অভ্যাসের জন্য বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা এমন এ রাসূলের আবির্ভাবের প্রহর গুণছিল যার ব্যাপারে ঈসা বিন মারঈয়াম আঃ সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যিনি তাদেরকে এ অবস্থা হতে উদ্ধার করবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ﴾ فاطر [42]

[আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসলে এরা অন্য সকল জাতির চেয়ে সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে।] সূরা ফাতির: ৪২। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন, যিনি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশের, জ্ঞানে পরিপক্ক ও সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি সততা, আমানতদারিতা, সংযমতা ও বিনয়তার সাথে বেড়ে উঠেন। নবুওয়াত লাভের আগে থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন তার প্রশংসনীয় গুণের কথা জানত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴾ المؤمنون [69]

অর্থ: [নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করছে?]

সূরা আল-মুমিনূন: ৬৯। আল্লাহা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তার আলোচনা উন্নীত করেছেন, গোনাহ মাফ করেছেন, বিশেষভাবে তাকে হেফাযত ও সুরক্ষা দিয়েছেন, তাকে মাকামে মাহমুদ ও হাওযে কাউসারের অধিকারী করেছেন, তাকে আসমানে এমন স্তরে উঠিয়েছেন যেখান থেকে কলমের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন, কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার অনুগত করে দিয়েছেন, ফলে তারাও তার সাথে হুনাইন ও আহযাবের যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ এবং ফেরেশতামন্ডলী বদরের যুদ্ধে তার সঙ্গে ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِذۡ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمۡ ﴾ الأنفال [12]

অর্থ: [স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।] সূরা আল-আনফাল: ১২।

আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণের নিকট থেকে এই মর্মে ওয়াদা নিয়েছেন যে, তারা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পান তাহলে অবশ্যই তারা তার অনুসরণ করবেন। জিন জাতিও তার দাওয়াত পেয়ে আনন্দিত হয়েছে এবং পরস্পরকে তার অনুসরণের আদেশ দিয়েছে। তিনি যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন বারা বিন আযেব রাঃ বলেন: ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে মদিনাবাসীকে এত অধিক খুশী হতে দেখেছি যে, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা খুশী হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বলছিল, ইনিই তো আল্লাহর সেই রাসূল, যিনি আগমন করেছেন।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে নানা কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন;

তাকে নিজ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, শিয়াবে আবু তালেবে অবরূদ্ধ রাখা হয়েছে, তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, মাথায় জখম করা হয়েছে ফলে তা থেকে রক্ত ঝড়েছে, তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে হত্যা করতে মুশরিকরা ষড়যন্ত্র করেছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন: ((**আমি আল্লাহর পথে এত নির্যাতিত হয়েছি যে, অন্য কেউ এত নির্যাতিত হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে এত ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে যে, অন্য কেউ এত শঙ্কিত হয়নি।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

মহান আল্লাহ তার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনর:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ﴾ النساء [64]

অর্থ: [আর আমি যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়।] সূরা আন-নিসা: ৬৪। তার কথাগুলো ওহী এবং তিনি যা মজার ছলে বলতেন তা-ও সত্য। একদিন লোকেরা বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকও করেন! তিনি বললেন: ((**আমি সত্য ব্যতীত কিছু বলিনা।**)) (সুনানে তিরমিযি)

তার ফয়সালার পরে কারও কোন মতামত থাকতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে

না] সূরা আল-আহযাব: ৩৬। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((সকল কথা ও কাজ রাসূলের কথা ও কাজের মানদন্ডে পরিমাপ করতে হবে। যা তার সাথে মিলে যাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, আর যা অমিল হবে তা পরিত্যাজ্য হবে।))

রাসূলের অনুসরণেই হেদায়াত ও সফলতা মিলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।**)) (মুস্তাদরাক হাকেম) ইমাম মালেক রহঃ বলেন: ((নবীর সুন্নাত হল নূহ আঃ-এর নৌকার মত; যে তাতে উঠল সে নাজাত পেল, আর যে তা থেকে দূরে রইল সে ধ্বংস হল।)) আর যে ব্যক্তি নবীর অনুসরণ করে না সে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ﴾ الفرقان [27]

অর্থ: [যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম।] সূরা আল-ফুরকান: ২৭।

সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদর বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা তাকে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। উরওয়া বিন যুবাইর রাঃ বলেন: ((তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন, তিনি কথা বললে সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তার সম্মনার্থে তারা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না।)) (সহীহ বুখারী) তারা নিশ্চুপ হয়ে তার কথা শুনতেন। আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন: ((তিনি কথা বললে লোকজন একদম নিশ্চুপ হয়ে থাকত; যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে।))

তারা রাসূলের আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলতেন। আবূ বকর রাঃ বলেন: ((আমি এমন কাজ পরিত্যাগ করব না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। আমি ভয় করি যে, যদি তার কোন আদেশ পরিত্যাগ করি, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।)) (সহীহ মুসলিম)

আলহামদুলিল্লাহ, তার শরীয়ত সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ ﴾ المائدة [3]

অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম।] সূরা আল-মায়েদা: ৩। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উপদেশ হল: ((**তোমাদের উচিত আমার সুন্নাতকে আকড়ে ধরা।**)) (সুনানে তিরমিযি) আবু যার রাঃ বলেন: ((রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। তবে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া সকল পাখিই আমাদেরকে তার কোন না কোন ইলমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।))

যে ব্যক্তি তার জ্ঞান ও প্রবৃত্তিকে নবীর সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দেয়, সে নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট হয়। অথচ সাহাবীগণের অধিক জ্ঞান ও দলীল সম্পর্কে বিশুদ্ধ বুঝ থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের যুক্তির উপর নবীর অনুসরণকেই অগ্রাধিকার দিতেন। একদিন উমর রাঃ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন, তারপর বললেন: ((আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।)) আলী রাঃ বলেন: ((দ্বীন যদি মানুষের বুদ্ধি অনুসারে হত তাহলে মোজার উপরের চেয়ে নীচের দিকে মাসাহ করাই উত্তম হত।)) ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ

বলেন: ((রাসূল এর শানে আদব রক্ষা করার অন্তর্গত হল: তার কথার উপর আপত্তি না করা। বরং তার কথার বিপরীতে যুক্তির উপর আপত্তি তুলা। অনুরূপভাবে স্পষ্ট দলীলের বিপরীতে কিয়াস না করা; বরং কিয়াসকে বিলুপ্ত ও নিক্ষেপ করে দলীল গ্রহণ করা। তার কথাকে হাকীকী অবস্থা থেকে ভিন্ন কোন অলীক অর্থে বিচ্যুত না করা- যাকে যুক্তিযুক্ত বলে দাবী করা হয়। তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা কারো কথার উপর স্থগিত না রাখা।))

যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা মসিবতে জর্জরিত হওয়া বা আযাবের হুমকি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।] সূরা আন-নূর: ৬৩।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দ্বীন সুদৃঢ়; কাজেই যে ব্যক্তি এর নিন্দা করবে, বা কটাক্ষ করবে অথবা এর কোন বিষয়ে বিদ্রুপ করবে; সে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۞
لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾ التوبة [65، 66]

অর্থ: [বলুন, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'?* তোমরা ওজর পেশ করোনা, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।] সূরা আত-তাওবা: ৬৫-৬৬।

হে মুসলমানগণ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন; তাদের অগোচরে থাকা নবীর হাদিসগুলো জমা করার জন্য। জাবের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((আমার নিকট একটি হাদিসের সংবাদ পৌঁছেছে, যা কোন এক ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছে। অতঃপর আমি একটি উট খরিদ করি এবং তার উপর আমার সরাঞ্জম বোঝাই করি ও সফর করি। অতঃপর একমাস সফর করে শামে গিয়ে তার সাক্ষাত লাভ করি।)) তারপর তিনি তার নিকট থেকে হাদিসটি গ্রহণ করেন।

এভাবে আলেমগণ জনসাধারণের জন্য নবীর সুন্নাতকে সংরক্ষণ করতে, এজন্য মূলনীতি তৈরি করতে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা করেছেন; সহীহ, জামে, মুসনাদ, সুনান, আছার এবং জারহ ও তা’দীল ইত্যাদীর উপর গ্রন্থ রচনা করার মাধ্যমে। এ জন্য তারা নানাবিধ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় তাদের আশ্চর্য রকমের ধৈর্য ও ত্যাগের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: ((ইমাম আহমাদ রহঃ বছরের পর বছর দুনিয়াব্যাপী সফর করে ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।)) বাকি ইবনুল মাখলাদ রহঃ আন্দালুস থেকে পায়ে হেঁটে বাগদাদে এসে ইমাম আহমাদের নিকট হাদিস শুনেছেন।

সন্দেহ-সংশয়ের ক্ষেত্রগুলোতে সুন্নাতকে আকড়ে ধরা আরো জরুরী এবং তা অনুসরণ করা অতি আবশ্যক। ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((সুন্নাতের বিপরীতে যত শক্ত যুক্তি থাকুক না কেন, তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।))

সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হচ্ছে: যুক্তির উপর ওহীকে প্রাধান্য দেয়া, হৃদয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে কদর করা এবং পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নেয়া।

নবী সাঃ-এর অনুসরণেই সফলতা নিহিত

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ ﴾ الأنفال [20]

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।] সূরা আল-আনফাল: ২০।

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর সুন্নাতকে হেফাযত করেছেন বিধায় আমাদের নিকট উজ্জ্বল শরীয়ত পৌঁছেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া অন্য কেউ তা হতে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।**)) (হাদিসটি ইবনে আবু আছেম তার 'আস্ সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত অনুযায়ী আমলেই সফলতা নিহিত রয়েছে। তিনি বলেছেন: ((**তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাতকে ও আমার পরে খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং এর উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে।**)) (সুনানে তিরিমিযি) উমর বিন আব্দুল আযীয রহঃ বলেন: ((তুমি অবশ্যই সুন্নাতকে আকড়ে থাকবে। কেননা আল্লাহর ইচ্ছায় এটা তোমার জন্য রক্ষাকবচ।))

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে সম্মান করার দাবী হল: তা মান্য করা, তার পথ ব্যতীত অন্য উপায়ে হেদায়াত অন্বেষণ না করা এবং তিনি রবরে পক্ষ থেকে যা তাবলীগ করেছেন তা সুন্দরভাবে অনুসরণ করা। কথা,

কাজে ও বিশ্বাসে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ, আমৃত্যু তার উপর অবিচল থাকা ও ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে বান্দার জন্য কোন সফলতা, হেদায়াত ও নাজাত নেই।

এ উম্মতের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক হল: তিনি যেমন রিসালাত নিয়ে এসেছেন তা হুবহু মানুষের নিকট প্রচার করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তোমরা আমার নিকট হতে একটি কথা হলেও পৌঁছে দাও।**)) (সহীহ বুখারী)

কাজেই আপানারা আপনাদের রবের আনুগত্যে, আপনাদের নবীর সুন্নাতের প্রচারে এবং তার আদর্শে আদর্শবান হতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করুন।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন ও তাদেরকে তার অসংখ্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনীত করেছেন। আবার তাদের মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চয়ন করেছেন; তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাঃ, যিনি ছিলেন হাশেমী বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আর হাশেম হল কুরাইশ গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ পরম্পরার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাকেই মহান আল্লাহ এ উম্মতের জন্য বাছাই করেছেন; তাদেরকে আল্লাহর সুদৃঢ় দ্বীন ও সরল পথের দিকে হেদায়াত করার জন্য। তাই তার গোটা জিন্দেগী ছিল ইবাদত ও

(১) ১৪ ই শাবান, ১৪৩২ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

কৃতজ্ঞতাময়, দাওয়াত ও সহনশীলতায় পরিপূর্ণ এবং পরীক্ষা ও ধৈর্য সম্বলিত। এসব ক্ষেত্রে তিনি উন্নত চরিত্রে ও প্রশংসনীয় শুভ ধারণায় নিজেকে অলংকৃত করেছেন। তার গুণাবলী সুরভিত ও জীবন চরিত বর্ণাঢ্য। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: (রাসূলকে চেনা ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা জানা এবং তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা ও যা আদেশ করেন তা পালন করার প্রতি মানুষ একান্ত বাধ্য- এটা তাদের সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় কল্যাণের দিকে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সকল ক্ষতি থেকে সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন: ((**আমার নিকট উপকারী যা থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি তার রিসালাতের প্রায় অর্ধেক সময় একটি বিষয়ের দিকে মানুষদেরকে আহ্বানে কাটিয়েছেন। তা ছিল আল্লাহ কর্তৃক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদেশ, তাতে কেউ সাড়া না দিলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন এবং তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন। এটা দিয়েই তিন স্বীয় রিসালাতের কার্যক্রম সূচনা করেছেন এবং সাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: ((**তোমরা বল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই'; তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।**))

তিনি মক্কায় অবস্থান করে দীর্ঘ দশ বছর যাবত এটা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মানুষকে দাওয়াত দেননি। অতঃপর আমৃত্যু এটার পাশাপাশি শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে গিয়েছেন। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়টিকে বাস্তবায়ন করবে তার জন্য তিনি স্বীয় মাকবুল দোয়ার ওয়াদা দিয়েছেন। এ

মর্মে তিনি বলেন: ((**প্রত্যেক নবীর জন্য একটা বিশেষ মকবূল দোয়া রয়েছে। আমি আমার এই বিশেষ দোয়াটি আমার উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিনে শাফায়াত হিসাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমার উম্মতের যারা আল্লাহর সাথে কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, ইনশাআল্লাহ তারাই এই শাফায়াত পাবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি ছিলেন আল্লাহর অধিক ইবাদতগোজার বান্দা; আনুগত্য ও ইবাদত সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন, দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করার কারণে দু'পা ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত, এক রাকাতেই তিনি সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও সূরা নিসা পাঠ করতেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন; বারা বিন আযেব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এশার সালাতে وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ পড়তে শুনেছি। তার চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তার চেয়ে সুন্দর কেরাত আর কারো থেকে আমি শুনিনি।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন; সালাত আদায় করা অবস্থায় কাঁদতেন, ফলে তার বুক থেকে চুলার হাঁড়ির ন্যায় গড়গড় শব্দ বের হত। আল্লাহর যিকির থেকে তার জিহ্বা কখনো ক্ষান্ত হত না। আয়েশা রাঃ বলেন: ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন।)) (সহীহ মুসলিম) ইবনে উমার রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই মজলিসে শতবার বলতেন, **"রব্বিগফির লী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম/প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী ও করুণাময়"।**)

তিনি সালাতকে খুবই ভালবাসতেন এবং এর প্রতি অসিয়ত করতেন; আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার অসিয়াত এই ছিল যে, "**নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে**", অথচ তখন তিনি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারছিলেন না।)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি তরুণ সাহাবীদেরকে নফল সালাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; একদিন তরুণ আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ-কে তিনি বললেন: ((**আব্দুল্লাহ লোক হিসেবে কতই না ভাল, যদি সে রাতে সালাত পড়ত।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর কালাম কুরআনে রয়েছে শিফা। তাই তিনি অসুস্থ হলে আল্লাহর কালাম দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতেন। আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা -ফালাক ও নাস- পাঠ করে নিজ দেহে ফুঁক দিতেন।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল: ((হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! তখন তিনি বললেন: **তিনি তো ইবরাহীম আঃ।**)) (সহীহ মুসলিম)

নিজের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অতিভক্তি করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন: ((**তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা বিন মারইয়াম আঃ সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।**)) (সহীহ বুখারী)

সকলকেই তিনি এ দ্বীনের পথে আহ্বান করতেন, যদিও আহুত ব্যক্তি অল্প বয়সের হত। একদিন তিনি এক অসুস্থ ইহুদী বালককে দেখতে গিয়ে তার শিয়রের পাশে বসলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: ((**তুমি ইসলাম কবুল করে নাও।** ফলে সে -বালকটি- ইসলাম গ্রহণ করল।)) (সহীহ বুখারী) ছোটদের প্রতি তিনি বিনয় হতেন এবং তাদের মাঝে আক্বীদাগত বিষয়ের বীজ বপণ করতেন। একদিন ইবনে আব্বাস রাঃ-কে বললেন: ((**হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি: তুমি আল্লাহর -বিধানসমূহের- রক্ষণাবেক্ষণ কর তাহলে আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর -অধিকারসমূহ- স্মরণ রাখো, তাহলে তাকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।**)) (সুনানে তিরমিযি)

সাহাবীদেরকে শিক্ষাদানে কোমলতা প্রকাশ করতেন এবং তাদের জন্য হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাঃ-এর হাত ধরে বললেন, “**হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।**” তখন মুয়ায রাঃ বললেন: আপনার জন্য আমার বাবা মা উৎসর্গ হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “**হে মুয়ায! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দো’আটি পড়া অবশ্যই ত্যাগ করবে না** اَللهم أعِنّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك **অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার যিকির করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।**)) (সুনানে আবু দাউদ)

তিনি কঠোর আচরণ করতেন না ও অহংকার করতেন না; বরং সবার জন্য তার বক্ষ প্রসারিত ছিল। একদা বক্তব্য প্রদানকালীন সময়ে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল: ((ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন মুসাফির এসেছে, সে তার দ্বীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। সে জানে না তার দ্বীন কি? তিনি তৎক্ষণাৎ তার ভাষণ স্থগিত রেখে আমার সামনে এলেন। একটি চেয়ার আনা হলো, আমার ধারণামতে এর পায়াগুলো ছিল লোহার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বসলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি তার অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করলেন।)) (সহীহ মুসলিম)

যুবকদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন, তাদের প্রতি স্নেহপরবশ হতেন। মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হাযির হলাম। বিশ দিন আমরা তার নিকট অবস্থান করলাম। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাকে জানালাম। তারপর তিনি বললেন: **তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের -দ্বীন- শিক্ষা দাও ও -সৎ কাজের- নির্দেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে।**))

তিনি শান্ত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃত অশালীন শব্দ ব্যবহার করতেন না। নিজ গৃহে কুমারী রমনীর চেয়েও তিনি অধিক লাজুক ছিলেন।

স্বীয় হাতকে সংযত রাখতেন; জীবনে কাউকে তিনি আঘাত করেননি। আয়েশা রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে কাউকে কখনো প্রহার করেননি, না স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে। তবে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সময় ব্যতীত।)) তিনি নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করেছেন। যখন তাকে দুটি বিষয়ের এখতিয়ার দেয়া হত, তখন অধিকতর সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তাতে গোনাহ না হত। আর যদি তা গোনাহের হত তবে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন।

তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল চেহারার; জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাকে দেখেছেন মুচকি হাসি দিয়েছেন।))

তিনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন, কথায় সত্যবাদী ছিলেন, বিপদগ্রস্তদের প্রয়োজন পূরণকারী ছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে খাদীজা রাঃ বলেন: ((আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।))

মাতার প্রতি সদাচরণকারী ছিলেন; তার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে নিজে কেঁদেছেন ও অন্যদেরকেও কাঁদিয়েছেন এবং বলেছেন: ((**আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমার প্রভু আমাকে অনুমতি দেননি। আর তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করতেন এবং তাদের উত্তম আচরণ করতে

ও তাদেরকে সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি আবু যার রাঃ-কে বলেন: ((**যখন তরকারি রান্না করবে, তাতে পানি -ঝোল- বেশী করে দিও এবং প্রতিবেশীকেও কিছু দিও।**)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং অধিনস্তদের প্রতি সদয় আচরণকারী; আনাস রাঃ তার দশ বছর খেদমত করেছেন। অথচ তাকে কখনো উফ শব্দটি বলেননি। কখনো বলেননি যে, কেন এটা করলে, কেন এটা করনি?!

দুর্বল ও রোগীদের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন; তাদের নিয়ে যিনি সালাত আদায় করতেন তাকে সে কারণে সালাত সংক্ষিপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের প্রতি অতি দয়ালু ও অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। একদা জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে বাধা দিতে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন: **তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি অথবা একপাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে কোমল আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, রূঢ় আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি।**)) (সহীহ বুখারী)

তিনি প্রচুর দান ও খরচ করতেন। কোন অভাবী ও ভিক্ষুককে খালি হাতে ফেরত দিতেন না। হাকীম বিন হিযাম রাঃ বলেন: ((একদা আমি রাসূল সাঃ-এর নিকটে কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার তার নিকটে চাইলাম, তিনি দিলেন। আবারও চেয়েছি, তিনি আমাকে দিয়েছেন।)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত ও বদান্য; এক ব্যক্তি তার নিকট আসলে তাকে তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক পাল বকরী দিয়ে দিলেন। এক ব্যক্তি তার গায়ে একটি চাদর দেখে বলল: ((এটা কতইনা সুন্দর! আমাকে দিয়ে দিন। তিনি তাকে দিয়ে দিলেন।)) (সহীহ বুখারী)

তিনি নিজে পবিত্র ছিলেন, হালাল-পবিত্র ছাড়া তিনি কিছুই আহার করতেন না। পানাহারে সব রকমের সংশয় থেকে সতর্ক থাকতেন। তিনি বলেন: ((**আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সাদকার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে সম্মান করতেন এবং তাদের আত্মসম্মানের কদর করতেন -যদিও তারা বয়সে ছোট হয়-। তিনি উসামা বিন যায়দ রাঃ সম্পর্কে বলেন -তখনও তার বয়স আঠার বছর পার হয়নি-: ((**আমি তোমাদেরকে তার সাথে সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা সে তোমাদের মধ্যে একজন সৎ লোক।**)) (সহীহ মুসলিম) কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন ও চিন্তিত হতেন। সাদ বিন উবাদা রাঃ-কে দেখতে গিয়েছিলেন, তাকে প্রচন্ড অসুস্থ দেখে কেঁদে ফেলেন।

তিনি স্বীয় সাহাবীদের সাথে পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতিপরায়ণ ছিলেন, তাদের অবদান ও ত্যাগের কথা ভুলেননি। সর্বশেষ যেদিন তিনি মিম্বারে উঠেছিলেন, সেদিন বলেছেন: ((**আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি; কেননা তারাই আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত। তারা তাদের উপর আরোপিত কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাদের যা প্রাপ্য তা তারা এখনো পায়নি। কাজেই তাদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবে।**)) (সহীহ বুখারী)

তিনি খাদীজা রাঃ-এর উচ্চ সম্মান, বদান্যতা ও বিচক্ষণতার ধারা সংরক্ষণ রেখেছিলেন; তাই খাদীজা রাঃ-এর মৃত্যুর পরও তিনি তার সুনাম করতেন,

তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং তার বান্ধবীদের সাথে সদাচরণ করতেন।

একদিন সকল ফটক -অর্থাৎ: যে দরজাগুলো নিজেদের বাড়ী থেকেই মসজিদে প্রবেশের জন্য খোলা যায় সেগুলো- বন্ধ করে দিতে বললেন, শুধুমাত্র আবু বকর রাঃ-এর ফটক ব্যতীত। এটা করেছিলেন তার অবদানের বিনিময় স্বরূপ।

রিসালাতের গুরু দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি স্বীয় পরিবারের প্রতি উত্তম ও কোমল আচরণ করতেন। তিনি যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন ((তখন পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। যখন সালাতের সময় হত তখন সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন।)) (সহীহ বুখারী)

সন্তান ও নাতীদের সাথে সুহৃদ ছিলেন ও তাদেরকে মূল্যায়ন করতেন। ((যখন তার মেয়ে ফাতেমা আসতেন তখন তিনি নিকটে এগিয়ে যেতেন এবং তার হাত ধরে নিজের বসার স্থানে বসিয়ে দিতেন।)) (সুনানে আবু দাউদ) তিনি হাসান রাঃ-কে কাঁধে তুলে নিতেন এবং বলতেন: ((**হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি; কাজেই আপনিও তাকে ভালবাসুন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি একদিন মেয়ের ঘরের নাতনী উমামাকে কাঁধে নিয়ে সাহাবাদের মাঝে আসেন, অতঃপর তাকে সাথে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। ((যখন তিনি রুকু করতেন, তাকে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তাকে উঠিয়ে নিতেন।)) (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের সাথে তার আচরণ কেমন ছিল তা উসমান রাঃ বর্ণনা করে বলেন: ((আমরা প্রবাসকালে ও নিজ এলাকায় বসবাসকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম। তিনি আমাদের মধ্যে যে রোগাক্রান্ত হতো তাকে দেখতে আসতেন, যে মারা যেত তার জানাযায় উপস্থিত হতেন, আমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করতেন। কমবেশি যাই হোক তা দ্বারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনিও জীবনের তিক্ততা ও কষ্ট সবই ভোগ করেছেন; আয়েশা রাঃ বলেন: ((একদিন জনৈকা মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে এসে আমার কাছে কিছু চাইল; তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পায়নি।)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথরও বেঁধেছেন; উমর রাঃ বলেন: ((আমি দেখেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় সারাদিন অস্থির থেকেছেন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না।)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি নানাবিধ পরীক্ষা ও চরম সঙ্কটেও জর্জরিত হয়েছেন; ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছেন, দেশান্তর হয়েছেন, শিয়াবে আবু তালেবে দীর্ঘ তিন বছর অবরূদ্ধ ছিলেন, গোহায় আত্মগোপণে ছিলেন, তার ছয় সন্তান মারা যান, তার হিজরতকালে স্বীয় কওমের লোকজন ধাওয়া করে ও তার সাথে যুদ্ধ করে, মুনাফিকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাকে বিষ পান করানো হয়, এমনকি তাকে যাদুমন্ত্র করা হয়। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন: ((**আল্লাহর পথে আমাকে এত ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে যে, অন্য কেউ এত শঙ্কিত হয়নি। আমি আল্লাহর পথে এত নির্যাতিত হয়েছি যে, অন্য কেউ এত নির্যাতিত হয়নি।**)) (সুনানে তিরমিযি) এতসব বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবনে শুভ ধারণা নিয়ে থাকতেন এবং বলতেন: ((আমার নিকট শুভ আলামতই পছন্দনীয়। আর তা হল সুন্দর কথা, উত্তম বাক্য।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি দুনিয়াবিমূখ থাকতেন এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা করতেন; তিনি বলতেন: ((**দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়ায় এক সাওয়ারের মত, যে পথ চলতে একটি গাচের ছায়ায় আশ্রয় নিল, পরে আবার তা পরিত্যাগ করে চলে গেল।**)) (সুনানে তিরমিযি) তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তখন কিছুই পরিত্যক্ত রেখে যাননি; আয়েশা রা বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দীনার, দিরহাম, উট, বকরী কিছুই রেখে যাননি। এমনকি তিনি কোন অসিয়তও করে যাননি।)) (সহীহ মুসলিম) তার প্রশংসা করে আলী রাঃ বলেন: ((তার আগে বা পরে আমি কাউকে তার মত দেখিনি।) (মুসনাদে আহমাদ)

পরিশেষে হে মুসলমানগণ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর অর্পিত রিসালাতের আমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন ও উম্মতকে নসিহত করেছেন এবং তিনি বলেছেন: ((**আমার দৃষ্টান্ত ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, ফলে ফড়িং দল আর পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল, আর সেই ব্যক্তি এগুলোকে তা থেকে তাড়াতে লাগল। আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছ।**)) (সহীহ মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ উম্মতের করণীয় হল: তার হক আদায় করা- তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তিনি যা নিয়ে আগমণ করেছেন তা সত্যায়ন করার মাধ্যমে। তিনি বলেন: ((**এ উম্মতের ইহুদী বা খ্রিষ্টান যে কেউ আমার সম্পর্কে শুনল, অতঃপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি**

তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করল, সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে।)) (সহীহ মুসলিম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হক হল: সকল প্রিয় বস্তুর চেয়ে তার প্রতি ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া। তিনি বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তার প্রতি এ উম্মতের অন্যতম কর্তব্য হল: তিনি যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা এবং যা থেকে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন তা বর্জন করে চলা। তিনি বলেছেন: ((**আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে আস্বীকার করে সে ব্যতীত।** তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন**: যে আমার আনুগত্য করে সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করে সে-ই অস্বীকার করল।**)) (সহীহ বুখারী।)

তার রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য দেয়ার অন্যতম ভিত্তি হল: তিনি যা প্রবর্তন করেছেন তা ব্যতীত অন্য উপায়ে আল্লাহর ইবাদত না করা। তাইতো তিনি বলেছেন:((**আর সাবধান! তোমরা দ্বীনের মাঝে নবআবিস্কৃত বিষয় থেকে সতর্ক থাক।**) (সুনানে আবু দাউদ)

তার প্রতি মহব্বত পোষণের অন্তর্গত হল: তার সিরাত পাঠ করা, সকল ক্ষেত্রে তার আদর্শকে জানা, জগৎব্যাপী তার দাওয়াতের প্রচার করা এবং তাওহীদ, দ্বীনের বিধি-নিষেধ এবং এর সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের দিকে তিনি যে আহ্বান করেছেন সেদিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। বস্তুত যে ব্যক্তি তার ইবাদত ও চাল-চলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে; সেই সফলতা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ﴾ الأحزاب [21]

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।] **সূরা আল-আহযাব: ২১।**

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই উভজগতের সফলতা নিহিত রয়েছে। আর তার প্রতি আনুগত্যের পরিমাণ অনুপাতেই ব্যক্তির হেদায়াত, সম্মান ও নাজাত নির্ধারিত। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ ﴾ النور [54]

অর্থ: [আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।] সূরা আন-নূর: ৫৪।

যে ব্যক্তি তার অনুরসরণ করে তার দ্বীন সঠিক হয়, দুনিয়া সুন্দর হয় এবং বক্ষ প্রসারিত হয়। আর যে ব্যক্তি আখেরাতে তার সঙ্গী হতে চায় সে যেন তার পদাঙ্কের অনুকরণকারী হয়, তার সুন্নাতের অনুসারী হয় এবং তার রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্যদানের পরিপন্থী বা তাতে ক্রটিকারী বিষয় থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ﴾ النساء [69]

অর্থ: [আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী

হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!] সূরা আন-নিসা: ৬৯।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহ (১)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা সঠিক পথের অনুসরণে রয়েছে সুখ-সমৃদ্ধি, আর প্রবৃত্তির অনুসরণে রয়েছে দুর্ভাগ্য।

হে মুসলমানগণ!

বান্দাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজি বিশাল। তাঁর অন্যতম বড় নেয়ামত হল যে, তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন যারা তাঁর পরিচয় বর্ণনাকারী এবং তাঁর একত্বের দিকে আহবানকারী। তারাই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর ও বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী এবং দূত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ

(১) ৩রা রবিউস সানী, ১৪৩৬ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।] সূরা আন-নাহল: ৩৬।

তারা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের কোন পন্থা নেই। তাদের মাধ্যম ছাড়া ভাল ও মন্দ বিস্তারিতভাবে জানার কোন পথ নেই। তাদের পথ ছাড়া কোনভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((বান্দাদের জন্য রিসালাত অতীব জরুরী বিষয়। তাদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশী। রিসালাত হল জগতের আত্মা, নূর ও জীবন; রাসূলগণের কর্ম-প্রভাব যতদিন জগতবাসীর মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন তাদের বিদ্যমানতা থাকবে। কাজেই যখনই তাদের প্রভাব জগত থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং একেবারে মুছে যাবে; তখনই আল্লাহ তায়ালা ঊর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতকে ধ্বংস করে কেয়ামত সংঘটিত করবেন।))

রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। উম্মতের সম্মান ও তাদের উচ্চ মর্যাদা তার কারণেই। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((এই উম্মত কল্যাণের পথে অগ্রগামীতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে।)) তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই অন্যান্য নবীদের সাহাবীগণের চেয়ে তার সাহাবীগণ সবচেয়ে সেরা এবং তার যুগই সেরা যুগ। তার জন্যই এ উম্মতের এত ফজিলত, এমনকি তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে কেয়ামতের দিনে রাসূলদের মধ্যে তার অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক হবে।

মানুষদের মধ্য থেকে তাকে আল্লাহ তায়ালা চয়ন করেছেন; ফলে তিনি

হলেন আদম সন্তানদের সর্দার। সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন; ফলে তিনিই তাদের সেরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশ হতে কিনানাহ গোত্রকে বাছাই করেছেন, আর কিনানাহ গোত্র হতে কুরাইশকে বাছাই করেছেন, আবার কুরাইশদের মধ্য হতে বনী হাশিমকে বাছাই করেছেন; আর বনী হাশেম থেকে আমাকে চয়ন করেছেন।**)) (সহীহ মুসলিম।)

আল্লাহ তাকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, অতঃপর তার বয়সের শপথ করেছেন। তিনি কুরআনে তাকে কেবল তার নাম ধরে ডাকেননি, যেমনটি অন্যান্য নবীদেরকে ডেকেছেন; বরং নবুওয়ত ও রেসালাত সংক্রান্ত নামেই ডেকেছেন। আল্লাহ তার বক্ষকে প্রসারিত করেছেন, তার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন, তার আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন এবং তিনি নবীদের কাছ থেকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন; এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ﴾ آل عمران [81]

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এর উপর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা

গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম।] সূরা আলে ইমরান: ৮১।

ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((তিনিই ইমামে আ'জম/মহান নেতা যাকে যেকোন যুগে পাওয়া যাক না কেন, তার অনুসরণ করা আবশ্যক। তিনি সকল নবীর উপর অগ্রগামী; তাই তো তিনি মেরাজের রজনীতে তাদের ইমাম ছিলেন, যখন তারা বাইতুল মাকদাসে একত্রিত হয়েছিলেন।))

তার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নবুওয়ত ও রেসালাতের ধারার পরিসমাপ্তি করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ﴾ الأحزاب [40]

অর্থ: [মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।] সূরা আল-আহযাব: ৪০। তার দ্বারা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾ المائدة [3]

অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৩।

তাকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নিদর্শন দিয়ে সাহায্য করেছেন, তার উপর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাযিল করেছেন, তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তার প্রতি ঈমান আনা, তাকে মহব্বত করা ও স্বীকৃতি দেয়া দ্বীনের একটি মূলনীতি। আল্লাহর একত্বের শাহাদাতের সাথে তার রেসালাতের শাহাদাত বা

সাক্ষ্য দেয়াকে একত্র করেছেন। আল্লাহ তাকে আরব অনারব, মানুষ ও জিন সকলের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ الأعراف [158]

অর্থ: [বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮।

আল্লাহ তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন; ফলে তারা তার রেসালাতের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেছে। আর তিনি মুমিনদের জন্য ছিলেন বিশেষ রহমত স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ﴾ التوبة [61]

অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তিনি তাদের জন্য রহমত।] সূরা আত-তাওবাহ: ৬১।

তিনি এমন কোন কল্যাণ নেই যে দিকে তার উম্মতকে নির্দেশনা দেননি। আর এমন কোন অকল্যাণ নেই যা থেকে তিনি তাদেরকে সতর্ক করেননি; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমার নিকট কোন কল্যাণ থাকলে তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনো আমি জমা রাখি না।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনে না ও তাকে অনুসরণ করে না; তার জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴾ الفتح [13]

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না তবে নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।] সূরা আল-ফাতহ: ১৩।

আহলে কিতাবদের উপরও ওয়াজিব হল তার উপর ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**শপথ ঐ সত্ত্বার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মতের যে কেউ -ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান- আমার কথা শুনবে, অতঃপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করবে; তাহলে সে জাহান্নামবাসী হবে।**)) (সহীহ মুসলিম।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য বিষয়; সর্বত্র ও সর্বকালে, রাতে ও দিনে, সফরে ও নিজ এলাকায়, প্রকাশে ও গোপনে, জামাতবদ্ধভাবে ও একাকী। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((পানাহারের চেয়েও তাদের জন্য এটা জরুরী, বরং শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের চেয়েও। কেননা যখনই তারা এটাকে হারাবে তখনই জাহান্নাম তার প্রতিদান হবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে ও তার অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং যা আমরা জানতাম না তা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴾ الجمعة [2]

অর্থ: [তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।] সূরা আল-জুমু'আহ: ২।

ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন: ((আমাদের উপর প্রকাশ্য বা গোপন যে নেয়ামত স্পর্শ করেছে যা দ্বারা আমরা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন করেছি অথবা দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়টি থেকে বা কোন একটি থেকে অকল্যাণকে দূর করা হয়েছে- তার কারণ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাঃ; তিনি এর কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী এবং সঠিক পথের নির্দেশক।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত তার প্রতি বান্দার ঈমান সুনিশ্চিত হবে না; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ النساء [80]

অর্থ: [কেউ আল্লাহর আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।] সূরা আন-নিসা: ৮০।

মহান আল্লাহ কুরআনের ত্রিশোর্ধ্ব জায়গায় তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যকে একত্রিত করেছেন, আর তাঁর অবাধ্যতার সাথে রাসূলের অবাধ্যতাকে একত্রিত করেছেন। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করে সে-ই বিজয় লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب [71]

অর্থ: [আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই

মহাসাফল্য অর্জন করবে।] সূরা আল-আহযাব: ৭১।

তাকওয়ার সবচেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল: ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা এবং আনুগত্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একক সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ الحشر [7]

অর্থ: [রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।] সূরা আল-হাশর: ৭। আর এতেই ব্যক্তির জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾ الأنفال [24]

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪। তার বিরোধিতায় রয়েছে ফেতনা; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।] সূরা আন-নূর: ৬৩।

যে ব্যক্তি রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাকে আল্লাহ তায়ালা অপদস্ত করেন; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ﴾ المجادلة [20]

অর্থ: [নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ২০। আর যে ব্যক্তি তার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত মর্মে তাকে হুমকি দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়; সে আমার দলভুক্ত নয়।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হক হল: তিনি যা অনুমোদন করছেন তা ব্যতীত অন্য পন্থায় আল্লাহর ইবাদত না করা; মনগড়া ও বিদআতী পন্থায় নয় অথবা রাসূলের সুন্নাতের সাথে অন্যের মতের সংমিশ্রন করেও নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই; তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে।**)) (সহীহ মুসলিম।)

তাকে ভালবাসা দ্বীনের অন্যতম বড় আবশ্যক বিষয়। এ ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ ভালবাসাই যথেষ্ট নয়; বরং সৃষ্টির সকলের চেয়ে এমনকি নিজের নফসের চেয়েও তার প্রতি অধিক মহব্বত থাকা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।**)) (বুখারী ও মুসলিম।) এটা ব্যতীত বান্দা ঈমানের স্বাদও পাবে না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে: যার কাছে অন্যদের**

চেয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক প্রিয় হবে। আর সে কাউকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসে এবং কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে মুক্ত করার পর আবার সেই কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে সে এমনভাবে অপছন্দ করে যেমন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাকে সে অপছন্দ করে।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আর প্রকৃত সত্য ভালবাসা প্রকাশ পায় আনুগত্যের মাঝে; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ﴾ آل عمران [31]

অর্থ: [বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।] সূরা আলে ইমরান: ৩১। তার প্রতি প্রকৃত মহব্বতকারী ব্যক্তি তার সাথে পরকালে হাশর করবে। হাদিসে এসেছে: জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: ((হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মতামত কী যে কাউকে তার সাক্ষাত না পেয়েও ভালবাসে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: **ব্যক্তি তার সাথে থাকবে যাকে সে ভালবাসে।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

তাকে মহব্বত করার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: তার প্রতি ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনার মাধ্যমে তার কল্যাণ কামনা করা, তার আনুগত্যে অবিচল থাকা, তার সুন্নাতকে গ্রহণ করা, তার শিক্ষা প্রচার করা, তার আদেশকে সম্মান করা, তার বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও শত্রুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**দ্বীন মানেই কল্যাণ কামনা**

করা। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: **আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণের জন্য।**)) (সহীহ মুসলিম।)

তাকে সম্মান ও ভক্তি করা দ্বীনের একটি ভিত্তি এবং তাকে প্রেরণের অন্যতম হিকমত; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا﴾ الفتح [8، 9]

অর্থ: [নিশ্চয় আমি আপনাকে পেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।* যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।] সূরা আল-ফাতহ: ৮-৯।

ইমাম হুলাইমী রহঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বড় ও সম্মানজনক এবং আমাদের উপর অত্যাবশ্যক। প্রজাদের উপর রাজা এবং সন্তানের উপর বাবা-মায়ের অধিকারের চেয়ে আমাদের উপর তার অধিকার বেশি; কেননা পরকালে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং এ দুনিয়ায় তার কারণে তিনি আমাদের জান, মাল, দেহ, সম্মান, পরিবার ও সন্তানাদির সুরক্ষা দিয়েছেন। ফলে তিনি আমাদেরকে এমন আনুগত্যের দিকে আহবান করেছেন- আমরা যদি তা পালন করি তা আমাদেরকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে নিয়ে যাবে।))

তার মর্যাদা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন: তার সাহাবাগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম; উরওয়া বিন মাসঊদ রাঃ বলেন: ((আল্লাহর কসম! অনেক রাজা-

বাদশার দরবারে গিয়েছি; কাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি তার প্রজারা তাকে এতটা সমীহ করে, যতটা সমীহ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা মুহাম্মাদকে; তিনি যখন কথা বলেন তখন তারা তার নিকট একদম নিশ্চুপ থাকে, এমনকি তার সম্মানে তারা তার দিকে চোখ তুলে তাকায়ও না।)) (সহীহ বুখারী।)

মানুষের মধ্যে তার প্রতি অধিক মহব্বত পোষণকারী হচ্ছেন তার সাহাবীগণ; আমর ইবনুল আস রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে কেউ আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন না এবং আমার চোখে তার চেয়ে কেউ অধিক সম্মানিত ছিলেন না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আমাকে যদি তার আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কেননা চোখ ভরে কখনই আমি তার দিকে তাকাতে পারিনি।)) (সহীহ মুসলিম।)

যে ব্যক্তি নিজে ন্যায়পরায়ণ থেকে রাসূলের জীবন চরিত ও তার সুন্নাতকে জানবে অথবা তা শুনবে, সে তাকে সম্মান না করে থাকতে পারবে না। তার সম্পর্কে খ্রিষ্টান রাজা-বাদশারা শুনে তাকে সম্মান করেছে। হিরাকল বলেছিল: ((আমি যদি তার কাছে থাকতাম, তবে আমি তার দু'পা ধুয়ে দিতাম।)) (বুখারী ও মুসলিম।) ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((শুধুমাত্র তার দু'পা ধুয়ার কথা উল্লেখ করায় এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, তিনি যদি তার কাছে পৌঁছতে পারেন তবে তার কাছে নিরাপত্তা, ক্ষমতা বা পদ-পদবী কিছুই চাইবেন না, বরং তার নিকটে তা-ই কামনা করবেন যাতে বরকত রয়েছে।))

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বোচ্চ শিষ্টাচার প্রদর্শন হল: পরিপূর্ণরূপে তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা, তার আদেশ মেনে নেয়া এবং তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন তা কবুল ও সত্যায়নের সাথে গ্রহণ করা।

অনুরূপভাবে তার সাথে শিষ্টাচারিতার শামিল হল: তার কথার উপর আপত্তি না করা; বরং তার কথার উপর মতামত প্রদানে আপত্তি করা, যুক্তি দিয়ে তার কথার বিরোধিতা না করা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলো মানার ক্ষেত্রেকারো অনুমোদনের উপর নির্ভর না করা। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((অহীর সাথে যুক্তির তুলনা তেমনি, যেমন বিজ্ঞ আলেম মুফতীর সাথে অজ্ঞ মুকাল্লিদের তুলনা; বরং এর চেয়ে অগণিত নিম্ন স্তরের।))

তার অন্যতম বড় হক হল: দাসত্ব ও রেসালাত সংক্রান্ত যে মর্যাদা তার রব তাকে দিয়েছেন, তাকে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখা; কাজেই তাকে উপাস্যের স্তরে উন্নীত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত যাবে না। অনুরূপভাবে তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে অপসারণ করে তার আনুগত্য পরিত্যাগ করাও যাবে না।

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ!

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। তাকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন এবং আমাদেরকেও ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাকে তিনি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে সত্যায়ন করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তাকে তিনি সাহায্য করেছেন এবং আমাদেরকে তার শরীয়ত আকড়ে থাকতে আদেশ করেছেন। তাকে তিনি সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে তার মর্যাদা রক্ষা করতে আদেশ

করেছেন। কোন ব্যক্তি কখনই তার প্রতি ঈমান না এনে ও তার আদর্শ না মেনে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ التوبة [128]

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু।] সূরা আত-তাওবা: ১২৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

বান্দার পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনকে সংশোধনের জন্য রেসালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ; রেসালাতের অনুসরণ ব্যতীত যেমন তার পরকালে কল্যাণ নেই, তেমনি রেসালাতের অনুসরণ ব্যতীত তার দুনিয়ার জীবনেও কল্যাণ নেই। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে সম্মান। ব্যক্তি যত বেশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী হবে, তার মর্যাদা ততই উন্নীত হবে।

আর যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বা তার আদর্শের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে; তাকে আল্লাহ তায়ালা অপদস্ত করবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ الكوثر [3]

অর্থ: [নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।] সূরা আল-কাউসার: ৩। আর প্রত্যেক উম্মতই তার নবী ও নবীর সঙ্গীদেরকে সম্মান করে। আর এ উম্মতের বড় সম্মান হল: তার নবী ও সাহাবীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা; এর মাধ্যমেই অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতের সমৃদ্ধি, সুখ ও অগ্রগতি নিহিত রয়েছে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর ডাকে সাড়া প্রদান (১)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা সর্বোত্তম পাথেয় তা-ই যাতে তাকওয়া থাকে, আর সর্বোত্তম আমল তা যাতে মাওলার প্রতি ইখলাছ সংযুক্ত থাকে।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত করার জন্য এবং তাঁর আদেশসমূহ পালন করতে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁর আনুগত্যকারীদের জন্যই সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন। তাঁর ইবাদত হল সুরক্ষিত দূর্গের ন্যায়, যাতে কেউ প্রবেশ করলে নিরাপদে থাকবে। আর যে সেগুলো আদায় করবে সে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা শুধুই কল্যাণময়, তাতে কোন অকল্যাণ নেই; মহান আল্লহ বলেন:

﴿ وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ النساء [39]

(১) ২৩শে রবিউল আওয়াল, ১৪৩৫ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অর্থ: [তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হত?] সূরা আন-নিসা: ৩৯।

জগতের সকল কল্যাণই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কারণে। আর যেসব ক্ষতি, বেদনা ও দুশ্চিন্তা বান্দাকে জর্জরিত করে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে; ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি জগত ও এর মাঝে সংঘটিত অকল্যাণকে গবেষণা করবে, সে জানতে পারবে যে, জগতের প্রত্যেক অকল্যাণের কারণ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ করা ও তার অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাওয়া।))

বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি রহমত হল যে, তিনি তাদেরকে তাঁর আহবানে সাড়া প্রদান করতে আদেশ করেছেন; যেন তারা কল্যাণ লাভ করতে পারে। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ الشورى [47]

অর্থ: [তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য।] সূরা আশ-শুরা: ৪৭।

ফলে মুমিনগণ তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়ে সফলকাম হয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴾ النور [51]

অর্থ: [যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহবান করা হয় যে, তিনি তাদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।] সূরা আন-নূর: ৫১। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে উজ্জীবিত করেছেন ও তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ ﴾ الأنفال [24]

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও।] সূরা আল-আনফাল: ২৪।

যে ব্যক্তি তার রবের আনুগত্যের উদ্যোগ নেয়, তিনি তার হেদায়াতকে আরো বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ﴾ محمد [17]

অর্থ: [আর যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ১৭।

শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((ব্যক্তি যত বেশি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী হবে; সে তত বেশি আল্লাহর একত্ববাদী ও তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হবে। আর যখন সে তার অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে, তখন এর আনুপাতিক হিসাবে তার দ্বীনদারিতায় ঘাটতি আসবে।))

যে ব্যক্তি তার রবের ডাকে সাড়া দেয়, তার দোয়া কবুল হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضۡلِهِۦ ﴾ الشورى [26]

অর্থ: [আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন।] সূরা আশ-শুরা: ২৬। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করেন। বরং তাকে আল্লাহ ভালবাসেন, দয়া করেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ﴾ الرعد [18]

অর্থ: [যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।] সূরা আর-রাদ: ১৮। অর্থাৎ: জান্নাত।

আর রাসূলগণ আলাইহিমুস সালামও আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারে অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম আঃ-কে বললেন:

﴿ أَسۡلِمۡ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ البقرة [131]

অর্থ: [আত্মসমর্পণ করুন, তিনি বলেছিলেন, আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩১। এবং তাকে তার একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করতে আদেশ করলে জবাই করার জন্য যখন তাকে উপুড় করে শোয়ালেন, তখন তার সন্তান ইসমাঈল আঃ তাকে বললেন:

﴿ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾ الصافات [102]

অর্থ: [হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।] সূরা আস-সাফফাত: ১০২। আর মুসা আঃ তার রবকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন:

﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ طه [84]

অর্থ: [আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবে এ জন্য।] সূরা ত্বা-হা: ৮৪।

আল্লাহ তায়ালা সকল নবীদের থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, যদি তাদের মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে ও তাকে সমর্থন করবে। তখন তারা বলেছিলেন: [আমরা স্বীকার করলাম।]

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা বললেন:

﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾ المدثر [2]

অর্থ: [উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২। তারপর তিনি মানুষকে তাওহীদের দিকে আহবান করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তাকে এও বললেন:

﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ المزمل [2]

অর্থ: [রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া।] সূরা আল-মুযযাম্মিল: ২। তারপর তিনি রাত জেগে সালাত আদায় করতেন, এমনকি তার দু'পা ফুলে যেত।

ঈসা আঃ-এর সহচরগণও তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈসা আঃ বললেন:

﴿ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ آل عمران [52]

অর্থ: [আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।] সূরা আলে ইমরান: ৫২।

জিন জাতিও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে একে অপরকে উৎসাহিত করে বলেছিল:

﴿ يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি তোমরা সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন; তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।] সূরা আল-আহকাফ: ৩১।

সাহাবায়ে কেরামগণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন; তাদের সাহচর্য, ইখলাছ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া প্রদানে অগ্রগামী হওয়ার কারণে। ফলে আল্লাহর নিকটে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে কা'বামুখী হতে আদেশ করা হলে তারা যখন সালাতরত অবস্থায় তা শ্রবণ করেন, তখনি তারা সাথে সাথে তাদের চেহারাকে বাইতুল মাকদাসমুখী থেকে কা'বামুখী করে নেন। তারা এ আদেশ পালনে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত বিলম্ব করেননি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান-সদকা করতে আহবান করলে সাথে সাথে তারা তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ খরচ করেন; তখন উমর বিন খাত্তাব রাঃ তার সম্পদের অর্ধেক দান করেন। আর আবু বকর সিদ্দীক রাঃ তার সমুদয়

সম্পদ দান করে দেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((**যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিবে; তার জন্য জান্নাত। তখন উসমান রাঃ তা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।**)) (সহীহ বুখারী।)

যখন আল্লাহ তায়ালার এ বাণী নাযিল হল: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ অর্থ: [তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না।] সূরা আলে ইমরান: ৯২। তখন আবু তালহা রাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহার বাগানটি আমার নিকট অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকা করে দিলাম।)) (সহীহ বুখারী।)

তরুণ সাহাবীদের নিকটে কিয়ামুল্লাইলের ফজিলতের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারাতেই তারা রাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। তরুণ আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((**আব্দুল্লাহ লোকটি কতই না ভাল, যদি সে রাতে সালাত আদায় করত! তখন থেকে তিনি রাতে অল্প সময় ছাড়া ঘুমাতেন না।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তারা জানসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হত; মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আগমণ করলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দোয়া করছিলেন। তারপর মিকদাদ বলেন: ((মুসা আঃ-এর সম্প্রদায় যেমন বলেছিল আমরা তেমনটি বলব না: [কাজেই তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় আমরা এখানেই বসে থাকব।] সূরা আল-

মায়েদা: ২৪। বরং আমরা আপনার ডানে ও বামে, সামনে ও পেছনে থেকে যুদ্ধ করব। ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: তারপর আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে এবং তিনি খুশি হয়েছেন -অর্থাৎ: তার কথায়-।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

কোন কথা বা কাজ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বারণ করলে তারা তা থেকে সংযত থাকতেন এবং তার আহবানে সাড়া দিয়ে তারা আর এরকম কর্মে পুনরায় লিপ্ত হতেন না। জাহেলী যুগে তারা বাপ-দাদার নামে শপথ করত এবং তারা এতে অভ্যস্ত ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন।** উমর রাঃ বলেন: আল্লাহর কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন থেকে নিষেধ করতে শুনেছি তখন থেকে আর এসব নামে আমি শপথ করিনি, মনে থাকা অবস্থায়ও না, অন্যের কথা উদ্ধৃত করেও না -অর্থাৎ: অন্যের কথা থেকে এ শব্দটি নকল করেও না-।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

ক্ষুধার দিনে তারা খাবার রান্না করলেন এবং কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞার কারণে আহার না করে তা বর্জন করলেন। খায়বারের যুদ্ধের দিনে গৃহপালিত গাধার মাংস বৈধ ছিল, তাই তারা সেটা রান্না করেন। এমতবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বললেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে বারণ করেছেন; কেননা এটা অপবিত্র** -শয়তানের কাজ-। আনাস রাঃ বলেন: তারপর পাতিলসমূহ উল্টিয়ে ফেলা হয়, অথচ তাতে মাংস টগবগ করে ফুটছিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

ইসলামের প্রথম যুগে মদের অনুমোদন ছিল। রাস্তায় চলমান একজন ব্যক্তির মাধ্যমে মদ নিষিদ্ধের বিষয়টি যখন তারা শুনতে পেলেন, সাথে সাথেই তারা মদ ঢেলে ফেলে দেন। আবু নুমান রাঃ বলেন: ((আবু তালহার বাড়িতে আমি লোকজনকে মদ পরিবেশন করছিলাম। তখন মদ হারাম হওয়ার আদেশ নাযিল হলে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন। তখন আবু তালহা বলেন: বের হয়ে দেখ কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে? তিনি বলেন, তারপর আমি বের হয়ে দেখে এসে বললাম: এটা একজন ঘোষক, সে ঘোষণা দিচ্ছে যে, 'সাবধান, নিশ্চয় মদ হারাম হয়ে গেছে'। তারপর আবু তালহা আমাকে বললেন: যাও, সব মদ ঢেলে ফেলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: তারপর মদিনার অলিগলিতে মদের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।) অন্য বর্ণনায় এসেছে: ((ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে সংবাদ শোনার পর তারা আর এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেননি ও জিজ্ঞেসও করেননি।)) (সহীহ মুসলিম।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পরিধান করতেন সে বিষয়েও তারাবিনা বাক্যে তার অনুসরণ করতেন; ইবনে উমর রাঃ বলেন: ((নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সোনার আংটি বানালেন। তিনি সেটা ব্যবহারের সময় এর মোহর হাতের তালুর দিকে ঘুরিয়ে রাখতেন। লোকজনও তাদের জন্য আংটি বানালেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বারে বসে তা খুলে ফেলেন এবং বলেন: **আমি এ আংটিটি ব্যবহার করতাম ও এর মোহর হাতের তালুর দিকে রাখতাম;** তারপর তিনি এটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: **আল্লাহর শপথ! আর কখনো আমি এটা ব্যবহার করব না।** এটা দেখে লোকজনও তাদের আংটি ছুড়ে ফেলে দিল।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী শুনলেন: "((**কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সংগত নয় যে, তার নিকটে অসিয়ত করার মত কিছু থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত লিখিত না রেখে দু'রাত অতিবাহিত করা।**)) তখন তিনি তার অসিয়ত লিখে রাখলেন। ইবনে উমর রাঃ বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শোনার পর এক রাতও আমার উপর অতিক্রম হয়নি যে, আমার অসিয়ত আমার কাছে ছিল না।" (বুখারী ও মুসলিম।)

অসংগত বিষয় থেকে তারা নিজেদের জিহ্বাকে হেফাযত রাখতে অগ্রণী ছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত পালনার্থে। জাবের বিন সুলাইম রাঃ বলেন: ((আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি গ্রাম্য লোক, আমার মাঝে তাদের স্বভাব আছে; কাজেই আমাকে অসিয়ত করুন। তখন তিনি বললেন: **তুমি কাউকে গালিগালাজ করবে না**। জাবের বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার পর আমি আর কাউকে কোন গালি দেইনি, এমনকি কোন বকরী বা উটকেও না।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

তারা তাদের ব্যস্ততা বা নিরব অবস্থা- সবসময়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করতেন। খায়বারে যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাঃ-এর হাতে পতাকা তুলে দেন এবং বলেন: ((**সামনে যেতে থাক, এদিক সেদিক তাকাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন।** তারপর আলী রাঃ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না। তারপর চিৎকার দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! -অর্থাৎ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে থাকার কারণে তিনি না

তাকিয়ে উচ্চ স্বরে ডাকলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনার্থে-: কোন কথার উপর আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব?)) (সহীহ মুসলিম।)

তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তারা তা থেকে দূরে থাকতেন -যদিও নিষেধকৃত বিষয়ে জড়িত হওয়াতে বাহ্যত মুসলিমদের বিজয় ছিল-। আহযাবের যুদ্ধের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা রাঃ-কে বললেন: ((**হে হুযাইফা! তুমি দাঁড়াও, শত্রুদের সংবাদ আমাকে এনে দাও। তবে তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না** -অর্থাৎ: তাদেরকে আতঙ্কিত করো না, তাতে তারা তোমাকে চিনে ফেলবে এবং আমাদের দিকে অগ্রসর হবে-। তারপর তিনি তাদের নিকটে এসে দেখলেন যে, আবু সুফিয়ান -তখন তিনি মুশরিকদের সেনাপতি ছিলেন- তার অতি সন্নিকটে, আগুন দিয়ে তার পিঠে তা দিচ্ছে -অর্থাৎ: ঠান্ডা থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করছে-। তিনি বলেন: তারপর আমি ধনুকে তীর সেট করে তা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলাম, কিন্তু তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা স্মরণ করলাম: 'তাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না'। যদি আমি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে তীর নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করত।)) (সহীহ মুসলিম।)

ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতেন। রাফে' বিন খাদিজ রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন যাতে আমাদের উপকার হত। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে উপকারিতা আরো বেশি রয়েছে।)) (সহীহ মুসলিম।)

মুসলিম রমণীগণও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশে সাড়া প্রদানে অগ্রণী ছিলেন; হাজেরা আঃ তার রবের উপর ভরসা করেছেন, স্বামীর আনুগত্য করেছেন এবং এমন উপাত্যকায় থেকেছেন যেখানে না ছিল গাছ-গাছালি, না ছিল পানির ব্যবস্থা। তখন মক্কায় কেউ থাকত না। ফলে এমন বাহ্যিক পরিস্থিতিতে তার ও তার সন্তানের ধ্বংসই স্বাভাবিক। তখন তিনি তার স্বামী ইবরাহীম আঃ-কে বললেন: ((**আল্লাহই কি আপনাকে এ আদেশ করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন: তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।**)) (সহীহ বুখারী।)

যখন মহিলা সাহাবীদের উপর পর্দার বিধান ফরজ করা হয়, তখন তাদের নিকটে হিজাবের জন্য কোন কাপড় ছিল না। তখন তারা দ্রুত আল্লাহর আদেশ পালনার্থে নিজ নিজ জামা ছিড়ে তা দ্বারা চেহারা আবৃত করেন; আয়েশা রাঃ বলেন: ((আল্লাহ তায়ালা প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন: [তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।] তখন তারা নিজ চাদর ছিড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করলেন।)) (সহীহ বুখারী।)

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণেই শাহাদাতাইনের বাস্তবায়ন ও পূর্ণ দাসত্ব রয়েছে; আপনার কর্ণকুহরে কোন আদেশ এলে আপনার রবের ইবাদত খুশিমনে পালনে দ্রুত অগ্রসর হোন। আর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা হয় তবে তাতে ক্ষতি রয়েছে তা দৃঢ় বিশ্বাসের করে তা থেকে বিরত হোন ও দূরে থাকুন; আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴾ النور [52]

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে; তাহলে তারাই কৃতকার্য।] সূরা আন-নূর: ৫২।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

মানুষের মধ্যে তার জীবন পরিপূর্ণ যে আল্লাহর ডাকে সাড়া প্রদানে পরিপূর্ণ। যে এর কিছু অংশ মিস করেছে সে তার জীবনের কিছু অংশই মিস করেছে। আর যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় না সে বস্তুত তিনি ব্যতীত সৃষ্টির অন্য কারো ডাকে সাড়া দেয় এবং তাকে তিনি লাঞ্চিত করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবাধ্যতা করা থেকে সতর্ক করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।] সূরা আন-নূর: ৬৩।

আবু বকর রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আমল করতেন তা আমিও করব, কিছুই ছাড়বো না। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, যদি তার কোন আদেশ পরিত্যাগ করি তাহলে আমি পথচ্যুত হয়ে যাব।)) (বুখারী ও মুসলিম।)

আনুগত্যমূলক কাজ সম্পাদনে দ্বিধান্বিত হওয়া বা তা আদায়ে গড়িমসি করা পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর অন্যের কথাকে প্রাধান্য দেয় সে তার সাড়া প্রদানকারী হতে পারে না। আর পরকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সকলেই ((**জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত।** তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন**: যে আমার আনুগত্য করে সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করে সে-ই অস্বীকার করল।**)) (সহীহ বুখারী।)

সত্যবিমুখ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার জন্য পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে এবং দুনিয়া পরিপূর্ণ ও এর সমপরিমাণ বিনিময় দেয়ার আশা করবে; শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦٓ ﴾

অর্থ: [আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, যদি তারা জমিনে যা আছে তার সবকিছুর ও এর সমপরিমাণের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা তা মুক্তিপণস্বরূপ অবশ্যই দিয়ে দিত।] সূরা আর-রাদ: ১৮।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম

সাহাবীগণ: যাদের সমতুল্য কেউ হতে পারে না (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রশিকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূলের ছোহবতের জন্য চয়ন করেছেন। তারা বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রগামীতা, বৈশিষ্ট্য ও সম্মান অর্জন করেছেন যা তাদের আগে বা পরে কেউই অর্জন করতে পারেনি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। তাদের ব্যাপারে তাওরাতে তিনি বলেছেন:

﴿ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ ﴾ الفتح [29]

---

(১) ২৩ শে যিলক্বদ, ১৪২৯ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অর্থ: [তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত।] আর ইনজীল গ্রন্থে তাদের প্রশংসা করে বলেন:

﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَ ﴾ الفتح [29]

[আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন।] আর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে তাদের বর্ণনায় বলেন:

﴿ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ ﴾ الفتح [29]

[আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন।] সূরা আল-ফাতহ: ২৯।

সালাফগণ তাদের সন্তানদেরকে সাহাবীদের প্রতি মহব্বত পোষণ ও তাদের জীবনী সংক্রান্ত শিক্ষা দিতেন। ইমাম মালেক রহঃ বলেন: ((তারা আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন সেভাবে আবু বকর ও উমরের প্রতি মহব্বত পোষণের শিক্ষা দিতেন।)) সকল জাতির মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হল আমার যুগের মানুষ।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তারা এ উম্মতেরও শ্রেষ্ঠ মানুষ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমার উম্মতের মধ্যে**

শ্রেষ্ঠ হল আমার যুগের মানুষ।)) (বুখারী ও মুসলিম) কাজেই তারা শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাদেরকে নবীর সাহচর্য দান করে অনুগ্রহ করেছেন; ফলে তাদের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। কাজী ইয়ায রহঃ বলেন: ((নবীর ছোহবতের মর্যাদার -এক পলকের জন্য হলেও- সমকক্ষ কোন কর্ম হতে পারে না, এমন মর্যাদা কোন কিছুর বিনিময়ে অর্জন করা যায় না এবং বহু ফজিলতের বিষয়ে এ উম্মতের কেউ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।)) ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((তাদের এমন সম্মান, অগ্রগামীতা ও পূর্ণতা রয়েছে যার ক্ষেত্রে এ উম্মতের কেউ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।))

তাদের আমলে ইখলাছ রয়েছে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত আর কিছু কামনা করে না মর্মে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ﴾ الحشر [8]

অর্থ: [এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে।] সূরা আল-হাশর: ৮। তারা ব্যতীত অন্য কেউ যদি ((**উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ দান করে, তবুও তাদের এক মুষ্ঠি বা তার অর্ধেক পরিমাণের সমান হতে পারবে না।**)); আর এটা কেবলমাত্র তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের কারণে।

তারা আল্লাহর একত্বে সঠিক বিশ্বাসী ছিল বিধায় তিনি তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও

উপযুক্ত। তাদের কর্মে তাওহীদ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠত। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করলেন, তখন আবূ বকর রাঃ বললেন: ((যারা মুহাম্মদের ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি অমর।)) আর উমর রাঃ যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন, তখন বললেন: ((আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে উমর রাঃ বলেন: ((তাদের অন্তরের ঈমান পর্বতমালার চেয়েও সুদৃঢ় ছিল।))

তারা রাত্রি বেলায় কুরআন তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি।)) (সহীহ মুসলিম) তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গভীর রাত পর্যন্ত কিয়ামুল্লাইল পালন করত। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾ المزمل [20]

অর্থ: [নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং

দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও।] সূরা আল-মুযযাম্মিল: ২০। তাদেরকে এ বলেও প্রশংসা করেছেন:

﴿ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا ﴾ الفتح [29]

অর্থ: [আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন।] তাদের নিয়ত হল: [তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।] সূরা আল-ফাতহ: ২৯। বেশি বেশি ইবাদত পালন করার কারণে এর চিহ্ন তাদের চেহারায় ফুটে উঠেছিল; এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ الفتح [29]

অর্থ: [তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে।] সূরা আল-ফাতহ: ২৯। তাদের হৃদয় আল্লাহর জন্য কোমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উপদেশ দিলেন; ফলে তারা মাথা অবনত করেছেন এবং তাদের থেকে ক্রন্দনের গুনগুন আওয়াজ বের হত। আবু বকর রাঃ কুরআন তেলাওয়াতের সময় নিজের দু’চোখ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন না। উমর রাঃ মানুষের ইমামতি করতেন, কাতারের পিছন থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনা যেত। আয়েশা রাঃ এ আয়াতটি

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ الأحزاب [33]

পাঠ করার সময় কেঁদে ফেলতেন, এমনটি তার ওড়না অশ্রুতে ভিজে যেত।

তারা সৎকাজে অগ্রগামী ছিলেন; আবু বকর রাঃ একদিনে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছেন, মিসকীনকে খাদ্যদান করেছেন, রোগীর পরিচর্যা করেছেন এবং

সিয়াম পালন করেছেন। আবু হুরায়রা রাঃ তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য রাতের সময়কে স্বীয় স্ত্রী, খাদেম ও নিজের মাঝে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

তারা আল্লাহর আদেশ পরিপূর্ণরূপে পালনকারী ছিলেন; যখন পর্দার আয়াত নাযিল হয় তখন মহিলারা নিজ চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমন্ডল ঢাকলেন। (সহীহ বুখারী) মদ হারাম করা হলে তারা তা ফেলে দেন, এমনকি মদীনার রাস্তাঘাট সয়লাব হয়ে যায়। উসমান বিন আফফান রাঃ বলেন: ((আমি ইসলামের প্রথম যুগের উভয় হিজরতে (হাবাশায় ও মদিনায়) অংশ গ্রহণ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তার হাতে বায়আত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার নাফরমানী করিনি, তার সাথে প্রতারণামূলক কোন কিছু করিনি। এমতাবস্থায় তার ওফাত হয়েছে।)) (সহীহ বুখারী)

দ্বীনের স্বার্থে তারা চরম সমস্যায় জর্জরিত হয়েছেন; আহযাবের যুদ্ধে চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তারা প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। হুনাইনের যুদ্ধে ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে জুবাইর বিন আওয়াম রাঃ-এর সর্বাঙ্গেই আঘাতের চিহ্ন ছিল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন: ((কেয়ামত অবধি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী প্রত্যেক মুমিন বান্দার উপরই সাহাবীদের অবদান বিদ্যমান থাকবে। আর কেয়ামত পর্যন্ত মুমিনগণ যে কল্যাণের মাঝে থাকবে; তা কেবল সাহাবাগণ যা করে গিয়েছেন তার কল্যাণেই।))

তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভীষন ভালবাসতেন। তার

জন্য তারা নিজেদের জান কুরবানী করেছেন। তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাঃ-এর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীরে বিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করছিলেন। খুবাইব রাঃ বন্দীবস্থায় থাকাকালে বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে কোন কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি আমার পরিবারের নিকটে থেকে যাব- এটা আমি পছন্দ করিনা।))

তারা তাদের মাল-সম্পদ নবীর সামনে উপস্থাপন করতেন; সাদ বিন মুয়াজ রাঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: ((আমাদের সম্পদ থেকে আপনি যা ইচ্ছে গ্রহণ করুন, আর যা ইচ্ছে রেখে দিন। আপনি যা ছেড়ে দিবেন তার চেয়ে আপনি যা গ্রহণ করবেন তা-ই আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়।)) আবু বকর রাঃ তার সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন। কাজী ইয়াজ রহঃ বলেন: ((তাদের খরচ ছিল নবীর প্রতি সহযোগিতা ও তার সুরক্ষার্থে; যা তার পরে অনুপস্থিত। অনুরূপভাবে তাদের জিহাদ ও সকল আনুগত্যমূলক কাজও।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কোন আদেশ করলে তারা দ্রুত তা পালন করতেন। তারা গল্প করলে তার সামনে তাদের আওয়াজ নিচু রাখতেন। আমর বিন আস রাঃ বলেন: ((তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার কারণে আমি তার দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল? তাহলে আমি তা বলতে পারব না। কেননা আমি তার দিকে নয়নভরে তাকাতে পেতাম না।)) (সহীহ মুসলিম)

যে-ই তাদেরকে দেখেছে, তাদের নবীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে

বিস্মিত হয়েছে। উরওয়া বিন মাসঊদ সাকাফী বলেন: ((আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর নিকটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশী সম্রাটের নিকটে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদেরকে এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাকে করে থাকে।)) (সহীহ বুখারী)

তাদের পরস্পরের মাঝে ছিল বিনয়তা, অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন; তা আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন: [তারা পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ।] হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((আমি উসমান রাঃ-কে মসজিদে গায়ে কম্বল পেঁচিয়ে ঘুমাতে দেখেছি, তার পাশে কেউ ছিল না। অথচ তখন তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন।)) মুজাহিদ রহঃ বলেন: ((আমি ইবনে উমরের সাথে সফরে ছিলাম; তিনি আমার সেবা করেছেন।)) ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((যারাই সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে, তারাই তাদের মৌনতা ও কথাবার্তায় বিমোহিত হয়েছে।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাদেরকে ভালবাসতেন এবং তাদেরকে ভালবাসতে আদেশ করেছেন। তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের আলামত বলে নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেছেন: ((**ঈমানের লক্ষণ হল: আনসারদেরকে ভালবাসা। আর নিফাকীর আলামত হল: আনসারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা**।)) (বুখারী ও মুসলিম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য ও তাদের বংশধরের জন্য দোয়া করতেন এবং বলতেন: ((**হে আল্লাহ! আপনি আনসারীদেরকে, তাদের সন্তানদেরকে ও তাদের নাতীদেরকে ক্ষমা করুন**।)) (সহীহ মুসলিম) তাদেরকে গালমন্দ করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: ((**তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না**।)) (বুখারী ও মুসলিম)

স্বয়ং আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের জীবদ্দশাতেই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন; এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ التوبة [100]

অর্থ: [আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।] সূরা আত-তাওবা: ১০০। ইবনে হাযম রহঃ বলেন: ((নিশ্চিতভাবে সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী।))

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ!

তারা হলেন এক দুর্দান্ত কাফেলা এবং একটি অনন্য প্রজন্ম। তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((তাদের মত কেউ ছিল না এবং ভবিষ্যতে কেউ হবেও না।)) তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা আবশ্যক, তাদেরকে ভালবাসা ইবাদত, তাদেরকে সম্মান করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**যারা তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাদের মধ্যে রয়েছেন সিদ্দীক, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলমানদেরকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেছিলেন।

তাদের মধ্যে ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয়জন উমর রাঃ, তাকে শয়তান যে রাস্তায় চলতে দেখত সে অন্য রাস্তা ধরত। (বুখারী ও মুসলিম) তাদের তৃতীয়জন হলেন উসমান রাঃ, ফেরেশতাগণও তাকে দেখে লাজুক হত। (সহীহ মুসলিম) আর চতুর্থজন হলেন আলী রাঃ, তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) কয়েকজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদ পাহাড়ে আরোহন করেন, তখন পাহাড়টি নড়তে লাগল; তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ((**হে উহুদ! তুমি স্থির হও। কেননা তোমার উপর তো আরোহণ করেছেন একজন নবী, অথবা একজন সিদ্দীক, অথবা দুইজন শহীদ।**)) (সহীহ বুখারী) সাদ বিন মুয়ায রাঃ-এর মৃত্যুতে পরম দয়াময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। (সহীহ মুসলিম) উহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন হারাম রাঃ শহীদ হন; সাহাবাগণ তাকে তুলে আনা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাদের পালক দ্বারা তাকে ছায়া প্রদান করছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

যারা তাদের সান্নিধ্যে এসেছে আল্লাহ তাদেরও সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, এমনকি যারা তাদের খেদমত করত তাদেরও; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং বলেছেন: ((**আনসারদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের গোলামদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

তারা এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যে, তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন ও রাসূলের সহযোগী হিসেবে বাছাই করেছেন; ফলে তারাই ছিলেন উত্তম সহযোগী। তাদেরকেই ইসলাম প্রসারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়; ফলে তারা

যথার্থভাবে তাবলীগ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, তাদেরকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন এবং তাদের উপর তাঁর সন্তুষ্টিকে আরো বৃদ্ধি করুন।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡخَيۡرَٰتُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ التوبة [88، 89]

অর্থ: [কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; আর তাদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম। ⁕ আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে; এটাই মহাসাফল্য।] সূরা আত-তাওবা: ৮৮-৮৯।

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

হে মুসলমানগণ!

যখন সাহাবাগণ প্রস্থান করলেন তখন থেকেই দ্বীনের মাঝে ফেতনা প্রকাশ পেতে লাগল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমার সাহাবাগণ যখন বিদায় হয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর প্রতিশ্রুত বিষয় উপস্থিত হবে।**)) (সহীহ মুসলিম) ইমাম নববী বলেন: ((এর অর্থ হল: বিদআত প্রকাশ পাওয়া এবং দ্বীনের মাঝে নানা অঘটন ও ফেতনার আবির্ভাব হওয়া।))

আল্লাহ তায়ালা ইহসানের শর্ত ছাড়াই সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তাবেয়ীদের প্রতি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণের শর্তে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর পরবর্তীদের সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তারা তাদের সিরাত গবেষণা করবে, তাদের আদর্শে আদর্শবান হবে। আর যারা তাদের ন্যায় ফজিলত অর্জন করতে পারেনি তারা যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সাথে তাদের প্রতি মহব্বত পোষণ, সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে, তবে তা তাদের সাথে হাশর করতে সুপারিশ করবে। হাদিসে এসেছে: ((জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: **এ জন্য তুমি কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?** সে বলল: কিছুই না, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: **তুমি**

তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। অতঃপর আনাস রাঃ বলেন: আমি নবী সাঃ, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাদের সাথে থাকতে পারব, যদিও আমি তাদের মত আমল করতে পারি না।)) (বুখারী ও মুসলিম) ফুযাইল বিন ইয়ায রহঃ বলেন: ((আমার হৃদয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী আমল হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা।))

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

আবু বকর সিদ্দীক রাঃ (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করুন। কেননা আল্লাহর ভয় হল দুনিয়ার সফলতা ও পরকালের পাথেয়।

হে মুসলমানগণ!

প্রত্যেক জাতি সর্বদা তাদের জ্ঞানী ও সম্মানিত লোকদের সান্নিধ্য লাভের আশায় তাদের নিয়ে গর্ব করে, তাদের জীবনাচরণ পছন্দ করে এবং তাদের ভালো কাজের অনুসরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**ব্যক্তি তার সাথেই হাশর করবে যাকে সে ভালোবাসে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) প্রত্যেক মুমিনের উপর সাহাবীদের অবদান রয়েছে। মুসলিমগণ আল্লাহর উপর বিশ্বাস, জ্ঞানার্জন, ইবাদত এবং সৌভাগ্য ইত্যাদি যেসব কল্যাণ লাভ করে তা তাদেরই কর্মের বরকতে। তারা ধর্ম প্রচার করেছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে গিয়েছেন। তারাই উম্মতের পরিপূর্ণ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বুঝমান ও ধার্মিক লোক। ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((যে ব্যক্তি কারো কোন

(১) ৮ ই যিলক্বদ, ১৪২১ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

মতাদর্শের অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পথ অনুসরণ করে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কারণ জীবিত মানুষ ফিতনামুক্ত নয়। মৃত ব্যক্তিরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যারা ছিলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম লোক, অধিক পরিচ্ছন্ন অন্তর ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং কৃত্রিমতামুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তার প্রিয় রাসূলের সাহচর্য ও দ্বীন কায়েমের জন্য মনোনীত করেছিলেন।)) শাফেয়ী রহঃ বলেছেন: ((সাহাবীগণ জ্ঞান, বুঝ, দ্বীন ও হেদায়াত সহ সব কিছুতেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে। এমনকি যেসব উপায়ে হেদায়াত ও জ্ঞান অর্জিত হয় সেগুলোতেও তারা এগিয়ে। আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাদের সিদ্ধান্তেই অধিক কল্যাণকর))

আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের গুণকীর্তন করেছেন এবং আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন ও তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম কিছু। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبة [100]

অর্থ: [আর যেসব মুহাজির ও আনসার অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যেমনভাবে তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আর তা হচ্ছে বিরাট সফলতা।] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

ইসলামের জন্য তাদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রসংশনীয় চেষ্টা, উপকারী কাজ ও উত্তম অবদান। তাদের সম্পর্কে জানার মাধ্যমে অন্তর পুনর্জীবিত হয় ও সংকল্প দৃঢ় হয়। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে সৌভাগ্য হাসিল হয়। তাদের মর্যাদা ও কৃতিত্ব জানার মাধ্যমে উত্তম চরিত্র ও মহৎ কাজে তাদের অনুসরণ করা যায়। ইবনুল জাওযী রহঃ বলেছেন: ((সালাফগণ তাদের সন্তানদের যেভাবে কুরআনের সুরা শেখাতেন সেভাবে আবু বকর ও উমর রাঃ-এর প্রতি ভালোবাসা শেখাতেন।))

সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, পরিপূর্ণ ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর ছিলেন, আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আমের আল কুরাশী আবু বকর সিদ্দীক রাঃ। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের অধিক সম্মানিত ও কোমল হৃদয়ের পছন্দনীয় লোক। আরবদের বংশনামা ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তার জ্ঞান, মেধা এবং বদান্যতার জন্য তারা তাকে পছন্দ করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হল তখন তিনি দ্রুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়নের উদ্যোগ নিলেন এবং এ স্বীকৃতিদানের উপর অবিচল রইলেন। ফলে তিনি কখনোই সন্দেহ বা দ্বিধায় পতিত হননি। তাকে সিদ্দীক নামে ভূষিতকরণে উম্মতের সকলেই একমত হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**আমি বললাম: হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তোমরা বললে, আপনি মিথ্যা বলছেন। আর আবু বকর বলল, আপনি সত্য বলেছেন।**)) (সহীহ বুখারী)

তাকে যখন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি ইতস্ত হননি, বিভ্রান্তও হননি। পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তিনি হলেন আবু বকর রাঃ, তার রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদার ও প্রশংসনীয় অবদান। তিনি বিশাল সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।

তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ও দয়ালু, সহনশীল ও সম্মানিত। তিনি আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা ছিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। তিনি অধিক লজ্জাশীল ও খুব সতর্কবান লোক ছিলেন। স্বীয় সম্পদ, চরিত্র ও সম্মানের দিক থেকে ধনী ছিলেন। কখনো মদ পান করেননি; তার সুস্থ্য মেধা ও স্বভাবজাত বৈশিষ্টের কারণে। জীবনে কখনো মূর্তির উপাসনা করেননি। বরং এ কাজে তিনি অধিক বিরক্ত হতেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। বরং তিনি ছিলেন অধিক সত্যবাদী ও সত্যের পক্ষে অবস্থানকারী। আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন।

তিনিই প্রথম যিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন; ফলে তার হাতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের মধ্যে পাঁচজনই ইসলাম কবুল করেন। তারা হলেন: উসমান, তালহা, সাদ, যুবাইর ও আব্দুর রহমান বিন আওফ রাঃ। মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করা পর্যন্ত সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনিই ছিলেন প্রথম নির্যাতিত লোক; কাফেররা তার মাথায় মাটি ছিটিয়ে দিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ সান্নিধ্যে থেকেছেন। আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে যেদিন নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেদিন থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যেই ছিলেন।

রাসূলের সাহচর্যে তিনি এতটাই পূর্ণতা পেয়েছিলেন যে, অন্য কেউ তার সাথে এমন সাহচর্যে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব ঘনিষ্ট ছিলেন। তার সাথে একাকী হিজরত করেছেন। বদরের দিন একমাত্র তিনিই রাসূলের সাথে হাওদায় ছিলেন। তার সম্পদ ছিল বরকতময়। তিনি ব্যবসা করতেন এবং নিজ উপার্জন থেকে খেতেন। অন্যের দানের তুলনায় তার দান ছিল অধিক উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**আমাকে কারো সম্পদ এতটা উপকার করেনি, যতটা আবু বকরের সম্পদ উপকার করেছে।**)) (মুসনাদে আহমাদ) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাহায্য সহযোগিতা থেকে তিনি অধিক দূরে থাকতেন। আর স্বার্থহীন সহায়তা প্রদানে অন্যদের চেয়ে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। তিনি সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। উমর রাঃ বলেছেন: একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকা করার আদেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে সম্পদও ছিল। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি আবু বকরের উপর অগ্রগামী হবো, যদিও আমি দানে কোন দিন তার অগ্রগামী হতে পারিনি। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছো?** আমি বললাম, এর সম-পরিমাণ -অর্থাৎ তিনি অর্ধেক সম্পত্তি সদকা করেছেন-। উমর রাঃ বলেন, আর আবু বকর রাঃ তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছো?** তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কে রেখে এসেছি। তখন আমি বললাম, আমি কখনো কোন বিষয়েই আপনাকে অতিক্রম করতে পারব না।)) (সুনানে আবু দাউদ)

আবু বকর রাঃ ছিলেন উঁচু মনের অধিকারী। কখনো কোন ব্যক্তির কাছে সম্পদ চাননি বা কোন পার্থিব স্বার্থে কারো দারস্থ হননি। তার হাত থেকে কিছু মাটিতে পড়ে গেলে অন্য কাউকে কখনো বলতেন না, এটা আমাকে তুলে দাও। বরং বলতেন: ((আমার প্রিয়পাত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন মানুষের নিকট কিছু না চাই।)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে অধিক মজবুত ঈমানের অধিকারী; তার

অন্তরে যে ইয়াকীন ও ঈমান ছিল অন্য কেউ তার সমপর্যায়ের ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া এই উম্মতের বাকী সকলের ঈমান আর তার ঈমানকে যদি ওজন করা হয় তবে তার ঈমান অগ্রাধিকার পাবে। সাহাবী ও উম্মতের সকলের মাঝে তিনিই অধিক জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ছিলেন। রাসূলের উপস্থিতিতে তিনি বিচার করতেন এবং ফতোয়া দিতেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বীকৃতি দিতেন। এই মর্যাদা একমাত্র তারই ছিল। আর সাহাবীরাও তার এমন মর্যাদার কথা জানতেন। আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেছেন: ((আবু বকর রাঃ ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে বিজ্ঞ।))

তার যুগে উম্মতের লোকেরা কোন মাসআলায় মতভেদ করলে তিনি সমাধান দিতেন। তিনিই সাহাবীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং তার মৃত্যুর পর তাদেরকে ঈমানের উপর অটল রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের জায়গা এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও তাদেরকে তিনি অবহিত করেন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দেন। মদিনা থেকে সম্পাদিত প্রথম হজে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেছেন: ((ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে হজের বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম। অন্য কোন ইবাদতের বিধি-বিধান হজ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের মত এত জটিল নয়। যদি আবু বকর রাঃ-এর জ্ঞানের প্রশস্ততা না থাকত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হজের দায়িত্ব দিতেন না।)) তিনি আরো বলেন: ((তার এমন কোন কথা পাওয়া যায়নি যা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের বিপরীত। আর এমন কোন শরয়ী মাসআলাও জানা যায়নি যেখানে তিনি ভূল করেছেন। তার মৃত্যুর পর যে মাসআলাগুলোর মাঝে তার মতের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে সেগুলোতে যারা বিরুদ্ধাচরণ

করেছেন তাদের মতের উপর তার মতটিই প্রণিধানযোগ্য।))

তিনি আল্লাহর জন্য গোটা জীবন ব্যয় করেছেন। হিজরতের পর হজ, উমরা ও যুদ্ধে গমন ছাড়া কখনো মদিনা শহর থেকে বের হননি। সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক আত্মসংযমী। সঞ্চিত সকল সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। তার সম্পর্কে নিজ কন্যা আয়েশা রাঃ বলতেন: ((তিনি যখন মারা গেলেন তখন এক দিনার বা এক দিরহামও রেখে যাননি।))

তিনি ছিলেন উম্মতের বিশ্বস্ত লোক। রাসূল এর উপর অবতীর্ণ অহীর লেখক। ছিলেন অধিক সাহসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তার চেয়ে অধিক সাহসী কেউ ছিলো না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ((সকল সাহাবীর মধ্যে আবু বকর রাঃ ছিলেন অধিক শক্তিশালী অন্তরের অধিকারী। এই গুণ অর্জনের দিক থেকে সাহাবীদের মধ্যে কেউ তার কাছাকাছিও আসতে পারেননি। তার সম্পর্কে জানা যায়নি যে, তিনি কখনো শত্রুর সাথে লড়াই করতে গিয়ে ভয় পেয়েছেন।))

আবু বকর রাঃ ভয়ের জায়গাগুলোতে অগ্রগামী থাকতেন। বদরের মাঠে রাসূলের সাথে চালাঘরে একাকী ছিলেন এবং শত্রুদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধেও অবিচল থেকেছেন; পরাজিতের সাথে তিনি পরাজয় বরণ করেননি। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন: ((সাওর পর্বতের সেই গুহায় কাটানো রাতের পর আমার অন্তরে আর কখনোই শত্রুর ভয় প্রবেশ করেনি। কেননা সেই দিন আমার ভয় আর দুশ্চিন্তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন: **হে আবু বকর! তোমার কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কারণ, এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন।**)) নবীর মৃত্যুর পরবর্তী মূহুর্তে সাহাবীরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন, সকলের বোধশক্তি যখন লোপ পেয়েছিল তখন তিনি সাহাবীদের ব্যথিত

হৃদয় ও মানসিক চাপকে স্বাভাবিক করার জন্য অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: ((যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করে সে জেনে রাখুক! নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে সে জেনে রাখুক! নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না।)) আনাস রাঃ বলেছেন: ((আবু বকর রাঃ আমাদের সামনে যখন বক্তব্য দিলেন তখন আমরা শিয়ালের ন্যায় ভীত ছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সর্বদা সাহস জোগাতে থাকলেন, অবশেষে আমরা সিংহের মত সাহসী হলাম।))

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তিনিই উম্মতকে পরিচালনা করেছেন ইনসাফ ও হিকমতের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে। ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে দরজা দিয়ে অনেক বিরোধী মুরতাদরা ইসলাম থেকে বের হয়েছিল সেই দরজা দিয়েই তিনি মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন।

তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সঠিক চিন্তার অধিকারী এবং পরিপূর্ণ বুঝদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন তখন সর্বপ্রথম আবু বকর রাঃ এর সাথে কথা বলতেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র আবু বকর রাঃ এর মতামতের ভিত্তিতে কাজ করেছেন। যদি কেউ তার মতের বিরোধিতা করত তখন যে বিরোধিতা করেছে তার মতের উপর আবু বকর রাঃ এর মতকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। যেমন আমরা দেখতে পাই, বদরের বন্দিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাঃ এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর নবুওতের যামানায় আবু বকর রাঃ এর পরিপূর্ণ বুঝ ও মতের প্রাধান্যতার কারণে উমর রাঃ দ্বীনের বিষয়ে চর্চার জন্য তার কাছে আসতেন।

সাহাবীদের মধ্যে তার মত আর কোন সাহাবী নেই যার বাবা, মা, সন্তান, সন্তানের সন্তান ইসলাম কবুল করেছেন এবং তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ((তারা ছিলেন ঈমানদার পরিবারের সদস্য। তাদের মধ্যে কেউ মুনাফিক ছিল না। এটা শুধুমাত্র আবু বকর রাঃ এর পরিবার সম্পর্কেই জানা যায়। বলা হতো: ঈমানের অনেক ঘর আছে। মুনাফেকীর জন্যও অনেক ঘর আছে। আর আবু বকর রাঃ এর ঘর হলো ঈমানের ঘরসমূহের একটি।))

ঈমানের আবাদ করা এই ঘর থেকেই আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর জন্ম হয়েছে; যে ঘরে নিজ পিতার হাতে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তিনি ছিলেন অধিক সিয়াম পালনকারী, অধিক তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী, অধিক দানশীল এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী। যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। কান্নাকাটির কারণে মানুষ তার তেলাওয়াত শুনতে পেত না। প্রত্যেক সৎ কাজে তিনি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। কোন একদিন তিনি সিয়াম রেখে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন, রোগীর সেবা করেন এবং মিসকীনকে খাবারও খাওয়ান। বস্তুত (**যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব কাজের সমাবেশ ঘটে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।**)

আবু বকর রাঃ অধিক স্পষ্টভাষী ও সবচেয়ে ভাল বক্তা ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তার উপস্থিত এবং অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় মানুষের সামনে বক্তব্য দিতেন। তিনি আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সাথে কথা বলতেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এড়িয়ে আগ বাড়িয়ে নিজ থেকে বলতেন না। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কষ্ট দেননি। বরং তাকে সর্বোচ্চ পরিমাণে

ভালোবাসতেন। আমর বিন আস রাঃ বলেছেন: ((আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন: **আয়েশা।** আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন: **তার বাবা।** আমি আবার বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন: **উমর।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে সকাল ও সন্ধ্যায় যিয়ারত করতেন। তাকে খুব পছন্দ করতেন আর বলতেন: ((**আমার ভাই ও সাথি।**)) আয়েশা রাঃ বলেছেন: ((আমি আমার পিতা মাতা উভয়কেই অত্যন্ত ধার্মিক জানি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসতেন। তিনি জ্ঞান, দ্বীনের বিষয় ও মুসলিমদের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করতেন।)) (সহীহ বুখারী) সুতরাং আমরা কি তাকে ভালোবাসব না যাকে স্বয়ং আল্লাহর নবী ভালোবাসতেন? তিনি বলতেন: ((**আবু বকর কতই না উত্তম ব্যক্তি।**)) (সুনানে তিরমিযি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্নেহ করতেন এবং তার উপর কোমল হতেন। তিনি যখন গুহায় তার মাঝে দুশ্চিন্তা দেখলেন তখন তাকে বললেন: ((**তুমি চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।**)) আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যাকে বিয়ে করেছেন। তিনি ছিলেন রাসূলের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী। তার ঘরে তার বুকের উপর মাথা রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন এই উম্মতের জন্য বরকতময় নারী।

আল্লাহর প্রতি বিনম্রতার বিবেচনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাঃ-কে নবী ইবরাহীম ও ঈসা আঃ-এর সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম)

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জান ও মাল দিয়ে

সহযোগিতা করেছেন। ইসলামের সহযোগিতায় তিনি তার সকল সম্পদ রাসূলের কাছে সপে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**মানুষের যে কোন দয়া আমার উপর ছিল আমি তার প্রতিদান দিয়েছি, তবে আবু বকর ছাড়া। আমার উপর তার যে দয়া রয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহই তাকে প্রতিদান দিবেন।**)) (সুনানে তিরমিযি) আর এজন্যই তিনি বলেছেন: ((**আবু বকর জান্নাতে যাবে।**)) বরং রাসূলের পর তিনি এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**আর নিশ্চয় হে আবু বকর! সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।**)) (সুনানে আবু দাউদ) বরং তাকে সালাত, জিহাদ ও সদকার দরজাসমূহ এবং রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাকে আহবান করা হবে।

সাহাবীগণ তাকে ভালোবাসতেন এবং খুব সম্মান করতেন। উমর রাঃ বলেছেন: ((আল্লাহর শপথ! আবু বকরের একদিন ও একরাত উমর ও তার পরিবারের চেয়েও উত্তম।)) (মুস্তাদরাক আল-হাকেম।) তিনি আরো বলেন: ((আবু বকর আমাদের নেতা এবং উত্তম ব্যক্তি।)) (সুনানে তিরমিযি), ইবনে উমর রাঃ বলেছেন: ((আমরা রাসূলের যুগে কাউকে আবু বকর রাঃ এর সমতুল্য মনে করতাম না।)) (সহীহ বুখারী) তার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ সাহাবীগণ তাদের সন্তানদের নাম রাখতেন আবু বকর। আলী রাঃ তার সন্তানদের মধ্যে এক ছেলের নাম রাখেন আবু বকর, আর আরেক ছেলের নাম রাখেন উমর।

আল্লাহর বান্দাগণ! এই ছিল আপনাদের সমীপে আবু বকর রাঃ-এর কতিপয় মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা। মহান আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন ও তাকে সন্তুষ্ট করুন এবং তাকে ইসলামের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিন। কাজেই আপনারা আল্লাহর রাসূলের সাথী আবু বকর রাঃ এর অধিকার সম্পর্কে

জানুন এবং তাকে তার উপযুক্ত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করুন।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا ﴾ الأحزاب [23]

অর্থ: [মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গিকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গিকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গিকারে কোন পরিবর্তন করেনি।] সুরা আল- আহযাব: ২৩।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

এই উম্মতের পূর্ববর্তী যামানার লোকদের অবস্থা যা দ্বারা সংশোধন হয়েছিল তা অবলম্বন করা ছাড়া এই উম্মতের শেষ যামানার লোকদের অবস্থা কখনো সংশোধন হবে না। রাসূলের পর সাহাবীগণ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাদের অবস্থা, চরিত্র ও জীবনাচরণ সম্পর্কে জানা মুমিন ব্যক্তির সামনে চলার পথকে আলোকিত করে- যে চায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করতে। তাদের সংবাদগুলো আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের জন্য ঔষধ স্বরূপ, দোষ-ত্রুটি ও পঙ্কিলতা থেকে জ্ঞানীদের জন্য উত্তরণ, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং চলার পথের আলোকবর্তিকা; যেন পরবর্তী যামানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী যামানার লোকদের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের পথে চলতে পারে।

সুতরাং আপনি আপনার কথাবার্তায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করুন, তাহলে আপনিও সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজ সম্পদ থেকে দান করুন; আপনার গোনাহ মোচন হবে। আর সৃষ্টির প্রতি ইহসান করুন; কেননা তাদের প্রতি ইহসানের সুবাদে দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদ দূরীভূত হয়। আল্লাহর পথে কষ্ট-বেদনায় ধৈর্য্য ধরুন, এটা সংস্কারকদের অভ্যাস। হালাল পথে রিযিক অর্জন করুন; তাতেই আপনার সম্পদে বরকত হবে। মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নিজে সংযত রাখুন, তাহলে তাদের

থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। জীবনের প্রতি অনাসক্ত হোন, তাহলে দুনিয়া আপনার নিকট অনাকর্ষণযোগ্য হবে।

দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমানের দ্বারা আপনি জান্নাতের স্তরসমূহে উন্নীত হবেন। বেশি বেশি জ্ঞানার্জন করুন, এটা তাওফীকপ্রাপ্তদের আলামত। আপনার পুরো জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করুন; তাহলে সৃষ্টির সবচেয়ে সুখী মানুষ হতে পারবেন। আমানতদারিতা অবলম্বন করুন; আপনার জন্য সুফল থাকবে। কথায় ও কাজে হিকমত অবলম্বন করুন; তাহলে তাহলে আপনার মতামত প্রাধান্য পাবে। বেশি বেশি সালাত ও সিয়াম পালন করুন এবং মিসকীনকে খাদ্যদান, রোগীর সেবা ও জানাযায় অংশগ্রহণ করুন; জান্নাতে এগুলোর বিশেষ দরজা দিয়ে আপনাকে আহবান করা হবে। সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হোন; আপনিও ক্ষমা পাবেন। রাসূলের সাহাবীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করুন; তাদেরকে সম্মান করা আপনার নবীর প্রতি মহব্বত পোষণের নামান্তর। আপনি তাদেরকে ভালবাসুন; তাদের সাথে আপনার হাশর হবে। এগুলো সবই সিদ্দিকীনদের বৈশিষ্ট্য, আপনিও এসব গুণের অধিকারী হোন; যাতে তাদের কাতারে শামিল হতে পারেন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ....।

সমাপ্ত

উমর বিন খাত্তাব রাঃ (১)

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করুন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনিই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছামত তাঁর কতিপয় বান্দাকে মনোনীত করেছেন; ফলে তিনি নবীদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, রাসূলদেরকে সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী হয়েছেন তাদেরকে অন্যদের উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। বস্তুত মুসলমানগণ যেসব কল্যাণের উপর রয়েছে তা দ্বীনের তাবলীগকারী সাহাবাগণের কর্মের বরকতে।

সাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন: হেদায়াতপ্রাপ্ত চার খলীফা, যারা ইলম ও আমলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উম্মতের প্রতিনিধিত্ব

(১) ৫ই সফর, ১৪২৮ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

করেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই ইসলামের জন্য শ্রেষ্ঠ অবদান, স্বীকৃত কর্ম ও স্থায়ী কীর্তি রয়েছে।

নবীগণের পরে আবু বকর ও উমর রাঃ জান্নাতবাসীদের সর্দার। তাদের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা তাদেরকে ভালবাসার অন্যতম মাধ্যম। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((আবু বকর ও উমরকে ভালবাসা এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।)) ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: ((সালাফগণ তাদের সন্তানদের যেভাবে কুরআনের সূরা শেখাতেন সেভাবে আবু বকর ও উমর রাঃ-এর প্রতি ভালোবাসা শেখাতেন।))

আবু বকর রাঃ ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে অধিক পরিপূর্ণ ও সৎকাজে অগ্রগামী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মতের সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান ও পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। তিনি স্বীয় জান ও মাল দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন করেছেন। হিজরতের সময় তিনিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন এবং তিনি তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী।

অতঃপর আবু বকর রাঃ-এর উত্তরাধিকারী ও তার সঙ্গী: আমীরুল মুমিনীন, আল ফারুক, আবু হাফস উমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল আল কুরাশী রাঃ। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয়জন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন এবং ঈমান ও দ্বীনদারিতায় শক্তিশালী। তিনি সাহসিকতা, বিচক্ষণতা, মেধা, গাম্ভির্যতা, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জাহেলী যুগে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাদের নিকট তার উচ্চ মর্যাদা ছিল - এমনকি তাদের সাথে নিজেদের বা অন্যদের যুদ্ধ বাঁধলে তারা তাকে বিভিন্ন গোত্রে দূত হিসেবে প্রেরণ করত-।

সাতাইশ (২৭) বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি

মুসলমানদের নিকট একজন মহাবীর, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়পরায়ণ ও প্রাজ্ঞ সাহাবীতে পরিণত হন। তাদের মধ্যে একজন আলেম, নেতা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিগণিত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের ছয় বছর পর উনচল্লিশ (৩৯) জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন; তাদের মধ্যে আবু বকর রাঃ ছাড়া বাকীদের উপর সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালবাসতেন, নিকটে রাখতেন ও সান্নিধ্য দিতেন। আমর বিন আস রাঃ বলেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন: **আয়েশা।** আমি বললাম: পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন: **তার পিতা।** আমি বললাম: তারপর কে? তিনি বললেন: **উমর।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

সুক্ষ্ম মতামত ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন। বদরের যুদ্ধে বন্দিদের বিষয়ে তার কাছে পরামর্শ চেয়ে বলেন: ((**হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি কী বল?**)) (সহীহ মুসলিম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ((**আমার পরে তোমরা এই দুইজনের আনুগত্য করবে; আবু বকর ও উমর।**)) (সুনানে তিরমিযি) ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন: ((সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে কেউ সকল সাহাবীদের উপর আবু বকর ও উমরের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি।)) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবাগণ তাকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। ইবেন উমর রাঃ বলেন: ((আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই বলতাম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন: আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান রাঃ।)) (সুনানে আবু দাউদ)

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন; যখন তার মৃত্যুর কথা শুনতে পেলেন তখন তা তিনি বিশ্বাসই করতে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি বলেছিলেন: ((কেউ যদি এ কথা বলে যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।)) অতঃপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন তখন বললেন: ((আমি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং যেন আমার পা দু'টি আমার ভার নিতে পাচ্ছিল না। অবশেষে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।)) তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ পদাঙ্ক অনুসারীদের একজন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে গেলেন তখন বললেন: ((আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র; কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পার না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।)) (বুখারী ও মুসলিম)

জ্ঞানার্জনের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী; তিনি জনৈক আনসারী ব্যক্তির সাথে পালা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে অংশ নিতেন; যাতে তার কোন বিষয় ছুটে না যায়। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**একদিন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। তখন আমার নিকটে একটি পেয়ালায় দুধ আনা হল; আমি তা থেকে পান করলাম, এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে, সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। তারপর অবশিষ্টাংশ আমি উমর বিন খাত্তাবকে দিলাম।** এ কথা শুনে আশপাশের লোকজন বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেন? তিনি বললেন: **জ্ঞান**।)) (বুখারী ও মুসলিম)

আবু বকর সিদ্দীক রাঃ-এর পর তিনিই সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ও বুঝমান ছিলেন। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: ((একদা আমি উমর বিন খাত্তাবের নিকট গেলাম। তখন তিনি সালাত শেষে তাসবীহ পাঠ করছিলেন, তাই আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি যখন শেষ করলেন তখন আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম: আমাকে কুরআন থেকে কিছু পড়িয়ে দিন। তারপর তিনি আমাকে সূরা আলে ইমরানের কিছু আয়াত পাঠ করালেন।)) ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((যদি উমরের জ্ঞানকে এক পাল্লায় রাখা হয়, আর জমিনের বুকে জীবিত সকলের জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয়; তাহলে তাদের ইলমের তুলনায় উমরের ইলম-ই ভারী হবে।))

এ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর তার অবদান রয়েছে; তিনিই সর্বপ্রথম মুসহাফ আকারে আল কুরআন একত্রিত করণের উপর নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সর্বপ্রথম তারাবীর নামাজে এক ইমামের পিছনে মানুষজনকে একত্রিত করেন। তিনিই হিজরী সনের প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম বিভিন্ন দেশ বিজয় করেন, শহরাঞ্চল আবাদ করেন এবং বিভিন্ন দেশে বিচারক নিয়োগ দেন।

তিনি একজন ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন; তার কথা ছিল খুবই যৌক্তিক ও পরিপূর্ণ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন মুহাদ্দাস** -অর্থাৎ ইলহামপ্রাপ্ত-। **আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি এমন হয় তাহলে সে হল: উমর বিন খাত্তাব।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((আমি মনে করি যে, উমরের দু'নয়নের সামনে একজন ফেরেশতা আছেন যিনি তার সবকিছু ঠিক করে দেন ও তাকে অবিচল রাখেন।))

তিনি ছিলেন প্রাঞ্জলভাষী ও প্রভাব বিস্তারকারী বক্তা, অত্যন্ত শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তিনি ইসলাম গ্রহণ করেই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন ও

হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((আমরা উমরের ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত কা'বার সন্নিকটে সালাত আদায় করতে পারতাম না। তারপর যখন উমর ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কা'বার সন্নিকটে সালাত আদায় করেন এবং আমরাও তার সাথে সালাত আদায় করতে সক্ষম হই।))

তিনি ছিলেন অন্যতম বিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষ; তার ইসলাম গ্রহণে সাহাবীগণ আনন্দিত হন। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি বিজয়, আর তার হিজরত ছিল এক মহা সাহায্য।)) তিনি আরো বলেন: ((উমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা শক্তিশালী হলাম।)) তিনি স্বীয় দ্বীন আকড়ে থাকতেন ও তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন; তিনি হুদাইবিয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: ((আমরা কি হকের উপর নই আর তারা বাতিলের উপর? তিনি বললেন: **হ্যাঁ।** উমর বললেন: আমাদের মধ্যে নিহিতরা কি জান্নাতী নয় আর তাদের নিহতরা জাহান্নামী? তিনি বললেন: **হ্যাঁ।** তখন উমর রাঃ বললেন: তাহলে কীসের জন্য আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিব?)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর এই দ্বীনের জন্য তিনি ছিলেন বিশাল শক্তি; শয়তান তাকে দেখে পলায়ন করত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**হে ইবনুল খাত্তাব! যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, শয়তান তোমাকে যে রাস্তায় চলতে দেখে, সে তখন অন্য রাস্তায় চলে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ তায়ালা তার হাতে দ্বীনের বিজয় দান করেছেন, জগতব্যাপী তা ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় ও এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াটি বাস্তবে প্রমাণিত হয়: ((**হে আল্লাহ! আপনি উমরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।**)) (সুনানে ইবনে মাজাহ) শায়খুল ইসলাম

রহঃ বলেন: ((তার যামানায়: ইসলামের প্রসার ঘটে এবং এমনভাবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে যা আগে কখনো হয়নি।))

তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য বীর; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি সেগুলোর কোনটি থেকে পিছপা হননি। আবু বকর রাঃ ব্যতীত সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ তার চেয়ে অধিক বীরত্বের অধিকারী ছিলেন না। ইবনে ইসহাক রহঃ বলেন: ((তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; পিছন ফিরে তাকাতেন না।)) উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা অবিচল ছিলেন তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন, যখন অন্যান্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি সে সময় পরাস্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। রোম ও পারস্যের বাদশারাও তার আতঙ্কে ছিল। কিসরা তথা পারস্যের বাদশার মুকুট তার সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

তিনি আল্লাহর একান্ত অনুগত ইবাদতগোজার ছিলেন; রাতে অনেক সালাত আদায় করতেন আর দিনে সিয়াম পালন করতেন। যিয়াদ বিন হুদাইর রহঃ বলেন: ((আমি উমরকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিয়াম পালন করতে ও অধিক পরিমাণে মিসওয়াক করতে দেখেছি।)) তিনি সালাতকে পছন্দ করতেন ও এর প্রতি নির্দেশ প্রদান করতেন এবং বলতেন: ((যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে তার ইসলামে কোন অংশ নেই।)) নিজ খেলাফতকালে প্রতি বছরই তিনি হজ সম্পাদন করেছেন।

তিনি স্বীয় রবের প্রতি ছিলেন অনুনয়কারী, তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী; সদা সৎকাজ করতেন এবং রবের কাছে দোয়া করতেন যেন তার সকল আমলই সৎ ও নিষ্ঠার সাথে হয়। তিনি সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি পাঠ করতেন: ((হে আল্লাহ! আপনি আমার সকল আমলকে সঠিক করে দিন এবং এগুলোকে একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে দিন, আর তাতে অন্যের জন্য কোন অংশ

রাখবেন না।))

তিনি বেশি বেশি আল্লাহর কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন তেলওয়াত করতেন; তাতে বিনয়তা অবলম্বন করতেন ও গভীরভাবে মনোযোগ দিতেন। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রহঃ বলেন: ((আমি উমর রাঃ-কে ফজরের সালাতে সূরা ইউসুফ পাঠ করতে শুনেছি; তখন আমি শেষ কাতার থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি পাঠ করছিলেন:

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ يوسف [86]

অর্থ: [আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি।] সূরা ইউসুফ: ৮৬।))

তিনি আয়াতগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতেন; যখন এ আয়াতটি নাযিল হল:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ ﴾ المائدة [90]

অর্থ: [নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।] সূরা আল-মায়েদা: ৯০। তখন তিনি বললেন: ((আমরা বিরত হলাম, আমরা বর্জন করলাম।))

তিনি প্রচুর খরচ করতেন ও দান করতেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দান করতে নির্দেশ করলে তিনি স্বীয় সম্পত্তির অর্ধেক দান করে দেন।

আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখতেন; তিনি মানুষদেরকে সাথে

নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করতে গিয়ে কেবলমাত্র ইস্তিগফার করে চলে আসলেন। লোকজন বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন না! তিনি বললেন: আমি তো বৃষ্টির প্রার্থনা করেছি আসমান হতে বৃষ্টি অবতরণের মূল চাবিকাঠি দ্বারা -অর্থাৎ তিনি এর দ্বারা ইস্তিগফারকে বুঝিয়েছেন-।))

আল্লাহকে খুব ভয় করে চলতেন; আনাস রাঃ বলেন: ((একদিন আমি উমরের সাথে ছিলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন, শুনলাম তিনি নিজেই নিজেকে বলছেন -তখন আমার ও তার মধ্যে একটি দেয়াল ছিল-: হে উমর বিন খাত্তাব, মুমিনদের আমীর! শাবাশ, আল্লাহর কসম! তুমি অবশ্যই আল্লহকে ভয় করে চল, নতুবা আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই আযাব দিবেন।))

সাদা মন ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন; আবু জাফর আল বাকের রহঃ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلّٖ ﴾ الأعراف [43]

অর্থ: [আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিব।] সূরা আল-আ'রাফ: ৪৩। অর্থাৎ: হিংসা দূর করব। তিনি বলেন: ((এ আয়াতটি আবু বকর ও উমর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।))

তিনি নিজেকে মানুষের সম্মানহানী করা হতে হেফাযতে রাখতেন ও তা থেকে অন্যদেরকেও সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন: ((তোমাদের আল্লাহর যিকির করা উচিত; কেননা তা শিফা। আর তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাক; কেননা এটা একটা রোগ।))

তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমূখ, আখেরাতের অভিমূখী। তার আংটিতে খোদাই

করে লিখা ছিল: ((হে উমর! তোমার জন্য উপদেশদাতা হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট।)) মুয়াবিয়া রাঃ বলেন: ((আবু বকর রাঃ দুনিয়া চাননি। আর উমরকে দুনিয়া চেয়েছিল কিন্তু তিনিও তাকে গ্রহণ করেননি।)) আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে খুব পরহেজগার ছিলেন; মিসওয়ার বিন মাখরামা রহঃ বলেন: ((আমরা উমর রাঃ-এর সাথে থেকে পরহেজগারিতা শিখতাম।))

তিনি উম্মতের প্রতি শুভাকাঙ্খী, সুহৃদ ও আন্তরিক ছিলেন; তিনি দীর্ঘ দশ বছর মুসলিমদের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ শাসনকালকে তিনি ন্যায়বিচার, হিতাকাঙ্খা ও দয়া-অনুগ্রহের দ্বারা পরিপূর্ণ করেছিলেন। প্রত্যেক নামাজের পর তিনি সাধারণ জনগণকে সময় দিতেন; যার কোন প্রয়োজন থাকে তার বিষয়টির প্রতি তিনি নজর দিতেন।

স্বীয় প্রজাদের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন; তিনি বলেন: ((ফুরাতের তীরে যদি একটি উট-ও হারিয়ে যায়, আমি আশঙ্কা করি যে, আল্লাহ আমাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।)) ইবনে মাসউদ রাঃ তার শাসনকালের বর্ণনা দিয়ে বলেন: ((উমরের শাসনকাল ছিল আমাদের জন্য রহমতস্বরূপ।))

তিনি রবের সান্নিধ্যে এসেছিলেন ও বিনয়ী হয়েছিলেন; ফলে আল্লাহ তায়ালা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন; তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করে তা থেকে স্বীয় চাদর দ্বারা ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করেন এবং নাপাকী ও অপবিত্রতা দূর করেন। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((তিনি আল্লাহর জন্য বিনয়ী ছিলেন, সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন ও সাধারণ খাবার গ্রহণ করতেন। তিনি আল্লাহর হকের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। স্বীয় কাপড় সেলাই করতেন এবং মহা

সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে কাঁধে পানির কলসি বহন করতেন।))

তার নিকট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ সবাই আসতেন। তিনি ধনী-গরীব সকলের সাথে মিশতেন। উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়েও নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজতেন। তিনি বলতেন: ((আমার নিকট সেই ব্যক্তি অধিক প্রিয় যে আমাকে আমার দোষ ধরিয়ে দেয়।))

একাধারে অনেক দিন ও রাত অতিক্রম হত, অথচ আহার করার জন্য কোন খাবার পেতেন না; আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: ((একদিন রাতে বা দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। পথিমধ্যে আবু বকর ও উমরের সাথে দেখা হলে তাদেরকে বললেন: **এ সময় কিসে তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে বের করল?** তারা দুজন বললেন: ক্ষুধা, হে আল্লাহর রাসূল!)) (সহীহ মুসলিম)

স্বীয় ফরমান জারিতে ও বিচার কার্যে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ; বাদী ও বিবাদী তার নিকটে এলে বসে যেতেন এবং বলতেন: ((হে আল্লাহ! এদের ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন; কেননা এদের উভয়ের প্রত্যেকেই আমাকে তার পক্ষে নিতে চায়।)) তার ন্যায়পরায়ণতা প্রজাদেরকে অভিভূত করেছে। তাকে ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((আপনি জগতকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করেছেন।))

দুর্বল ও ফকীরদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল; তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাঃ বলেন: ((একদিন মধ্যরাতে উমর রাঃ বের হয়ে একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন। সকাল হলে আমি ঐ বাড়িতে যাই। আচমকা সেখানে একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ প্রতিবন্ধী নারীকে দেখলাম; তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম: এই

লোকটি আপনার নিকটে কেন আসেন? তখন মহিলাটি বললেন: তিনি আমার খোঁজ-খবর নেন এবং আমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসেন।))

গুণীজনদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতেন; তিনি আবু বকর রাঃ-এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম আবু বকর রাঃ-এর প্রতি বায়আত গ্রহণ করেন এবং মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করেন, আর তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: ((আপনিই আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি।)) (সহীহ বুখারী) তিনি আরো বলেন: ((আবু বকর আমার চেয়ে অধিক বিচক্ষণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।))

স্বয়ং আবু বকর সিদ্দীক রাঃ তাকে ভালবাসতেন। তিনি বলেন: ((পৃথিবীতে উমরের চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আমার নিকট আর কেউ নেই।)) ইবনে মাসউদ রাঃ উমর রাঃ-এর কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলতেন ও বলতেন: ((তিনি ছিলেন ইসলামের সুরক্ষিত দূর্গ যাতে তারা প্রবেশ করতেন ও তা থেকে বের হতেন।)) সাহাবাগণ তার প্রতি মহব্বত পোষণ করাকে ইবাদত মনে করতেন; জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন: ((আবু বকর ও উমরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।))

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার পরিপূর্ণ ভালবাসা আহলে বাইতের প্রতি তার ভালবাসকে আবশ্যক করে দিয়েছে; যেহেতু আহলে বাইতের রক্ষনাবেক্ষণ করা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারের বিষয়ে অধিক যত্নশীল ছিলেন; তিনি স্বীয় কন্যা হাফসাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দেন। উমর রাঃ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

পরিবারের মাঝে বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তা ছিল। সাধারণত মানুষ তার নিকটই বিয়ে দিয়ে থাকে যাকে সে পছন্দ করে; আলী রাঃ স্বীয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে উমর রাঃ-এর নিকট বিয়ে দিয়েছেন -তার মা ছিলেন ফাতেমা বিনতে রাসূল সাঃ-। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((তিনি উম্মে কুলসুমকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম মোহরানা দিয়েছেন।))

তার মাঝে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের মাঝে হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় ছিল; উমর রাঃ নিজের এক কন্যার নাম রাখেন ফাতেমা। তিনি আলী বিন আবু তালেব রাঃ-এর প্রশংসা করতেন এবং বলতেন: ((আলী আমাদের মধ্যে অধিক যোগ্য বিচারক।)) উমর রাঃ তার পরে খেলাফতের জন্য আলী রাঃ-কে সুপারিশকৃত ছয়জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((উমর রাঃ সর্বদাই আলী রাঃ সহ বনী হাশেমের সবাইকে সম্মান দেখাতেন; তাদেরকে সকলের উপর অগ্রাধিকার দিতেন।)) তাছাড়া আলী রাঃ স্বীয় দুই ছেলের নাম রাখেন: আবু বকর ও উমর। উমর রাঃ তার সর্বশেষ হজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীদেরকে সাথে নিয়ে পালন করেন।

উমর ফারূক রাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ও তার আত্মীয়দেরকে নিজের হৃদয়ের মাঝে উচু স্থান দিয়েছিলেন; ফলে তিনি তাদেরকে ভালবেসেছেন এবং তারাও তাকে ভালবেসেছেন ও তার প্রশংসা করেছেন। আয়েশা রাঃ বলেন: ((আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ছিলেন অতুলনীয়।)) বরং তারা তার জীবনচরিত পছন্দ করতেন ও তার মর্যাদা উল্লেখ করতেন। আয়েশা রাঃ বলেন: ((তোমরা মজলিশে উমরের কথা আলোচনা করলে তা সুন্দর হয়।))

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ সাহাবীদের উপর উমর রাঃ-কে অগ্রাধিকার দিতেন এবং তিনি বলেন: ((আমার নিকট কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, আর তাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক আস্থাভাজন হলেন উমর।)) (সহীহ বুখারী)

আলী রাঃ তাকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলেছেন: ((নবীর পরে এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, তারপর উমর।)) উমর রাঃ-এর মৃত্যুতে আলী রাঃ সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছিলেন। যখন উমর রাঃ-এর মৃতদেহ জানাযার সালাতের জন্য রাখা হল, তখন আলী রাঃ কাতারের ফাঁক দিয়ে এসে বললেন: ((আশা করছি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার দুই সঙ্গীর সাথেই রাখবেন। কেননা আমি বহুবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: **আমি, আবু বকর ও উমর গিয়েছি, আমি, আবু বকর ও উমর প্রবেশ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও উমর বের হয়েছি।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: ((উমর রাঃ নিজের মাঝে এত পরিমাণ ইলম ও আমলের সমন্বয় করেছিলেন যে, তা অন্যান্য আলেম ও আমলকারীদের বিমূহিত করেছে।)) কাজেই আল্লাহ তায়ালা উমর রাঃ-এর উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করুন। উত্তমরূপে নবীর সাহচর্য গ্রহণ, প্রকৃত ঈমান আনয়ন, মজবুত আক্বীদা ধারণ ও জগত ব্যাপী আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

মুসলমানদের কতই না প্রয়োজন তার আদর্শকে অনুসরণ করা, তার গুণে গুণান্বিত হওয়া, তার বৈশিষ্ট্যাবলী অর্জন করা এবং তার মত সৎকাজে

প্রতিযোগিতা করা; যাতে তারাও সফলতা ও সন্তুষ্টি এবং মহাকল্যাণ ও জান্নাত লাভ করে বিজয়ী হতে পারে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبة [100]

অর্থ: [আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

হে মুসলমানগণ!

সাহাবীদের প্রতি মহব্বত একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং তা জান্নাতে প্রবেশের ও তাদের সাথে হাশর-নাশর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন যে এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে তার সাক্ষাতই হয়নি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: **ব্যক্তি তার সঙ্গী হবে যাকে সে ভালবাসে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা সকল সাহাবীর জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ الحديد [10]

অর্থ: [তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।] সূরা আল-হাদীদ: ১০। অর্থাৎ: জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইবনে হাযম রহঃ বলেন: ((নিঃসন্দেহে সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী।))

প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে কেয়ামত অবধি তার উপর সাহাবীদের অবদান রয়েছে। তারা এ উম্মতের পরিপূর্ণ মানুষ; বিবেক, জ্ঞান, বুঝ ও দ্বীনদারিতায়। তাদের রয়েছে অগ্রগামিতা, বৈশিষ্ট্যাবলী ও নবীর সাহচর্য যা অন্যদের নেই এবং এসব ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কেউ তাদের নিকটবর্তীও হতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত সমপরিমাণ সোনা দান করে তবুও সে তাদের এক মুষ্ঠি বা তার অর্ধেক পরিমাণের সমান হতে পারবে না।**)) (বুখারী ও মুসলিম) শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি সঠিক জ্ঞান ও ইনসাফের সাথে সাহাবীদের জীবনচরিতের দিকে এবং তাদেরকে আল্লাহ যেসব গুণাবলী দান করেছেন তার দিকে নজর বুলাবে; সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, নবীদের পরে তারাই সৃষ্টির সেরা; তাদের মত কেউ ছিল না এবং তাদের মত কেউ হবেও না। আর আল্লাহর নিকট সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক সম্মানিত এই উম্মতের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্য হতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ।)) কাজেই আমাদের উপর আবশ্যক হল: তাদেরকে মহব্বত করা, তাদের জন্য সন্তুষ্টির দোয়া করা, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তাদের ফজিলত বর্ণনা করা এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানা।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ....।

সমাপ্ত

উসমান বিন আফফান রাঃ (১)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রশিকে শক্তভাবে আকড়ে থাকুন।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা এ জাতির জন্য সর্বোত্তম রাসূলকে মনোনীত করেছেন। আর নবীর সাহচর্যের জন্য তার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে তিনি বাছাই করেছেন, যাদের মত ইতিপূর্বে কেউ ছিল না, কেউ হবেও না। আল্লাহ তায়ালা তাদের গোনাহ মোচন করে দিয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন; তাদের ঈমান, ইখলাছ, সাহচর্য গ্রহণ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার কারণে। মহান আল্লাহ বলেন:

(১) ২২ শে রবিউল আওয়াল, ১৪৩২ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾ التوبة [100]

অর্থ: [আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

ঈমান বৃদ্ধিকারী অন্যতম বিষয় হল: তাদের জীবনী সম্পর্কে জানা যারা নবীর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, তাকে সত্যায়নে অগ্রগামী হয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন। ইমাম আহমাদ রহঃ বলেন: ((সুন্নাতের অন্তর্গত হল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীর সুন্দর গুণাবলীর আলোচনা করা।)) তাদের জন্য দোয়া করা ইবাদত, আর তাদের অনুসরণ করা নাজাতের উসিলা।

তাদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা দ্বীনের একটি মূলনীতি। ইমাম ত্বহাবী রহঃ বলেন: ((আর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ভালবাসি। তবে তাদের কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করি না এবং তাদের কারও প্রতি বিরাগ পোষণ করি না।))

উক্ত অনন্য প্রজন্মের মধ্য থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন: আবু বকর সিদ্দীক রাঃ। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে শক্তিশালী ঈমান ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক সঙ্গ গ্রহণকারী।

তারপর মর্যাদা ও খেলাফতের যোগ্য হওয়ার দিক থেকে হলেন উমর ফারুক রাঃ। তিনি ছিলেন ইসলামের সুরক্ষিত দূর্গ স্বরূপ স্বীয় দৃঢ়তায় ও পরিপূর্ণ ইনসাফ কায়েমের দিকে থেকে। শয়তান যখন তাকে কোন রাস্তায় চলতে দেখেছে তখনই সে অন্য রাস্তায় চলেছে।

তাদের তৃতীয়জন হলেন: মুক্ত হস্ত ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী আবু আব্দুল্লাহ উসমান বিন আফফান বিন আবুল আছি। তিনিই যিন-নুরাইন, আমীরুল মুমিনীন, খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয়জন, দুই হিজরতে অংশগ্রহণকারী, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের একজন এবং জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**জান্নাতে প্রত্যেক নবীর জন্য তার উম্মতের মধ্য থেকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। আর জান্নাতে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে এই উসমান বিন আফফান।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি স্বীয় ঊর্ধতন তৃতীয় দাদার দিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলে যান। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচী বায়দা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব এর নাতী। তিনি ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কোন ব্যক্তিই কোন নবীর দুই কন্যাকে বিয়ে করতে পারেননি।

প্রথম যুগেই তিনি আবু বকর রাঃ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন; তখন তিনি ইসলামের চারজনের একজন ছিলেন। বায়আতুর রিজওয়ানের সময় স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে স্বহস্তে বায়আত গ্রহণ করেন এবং বলেন: ((**এটা আমার হাত, আর এটা উসমানের হাত।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকাল খলীফা ছিলেন; মুসলিমদের শাসক হিসেবে বার বছর ছিলেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগোজার, আল্লাহর প্রতি বিনম্র; যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا﴾ الزمر [9]

অর্থ: [যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।] সূরা আয-যুমার: ৯। **তখন উমর রাঃ বলেন: ((ঐ ব্যক্তি হলেন উসমান রাঃ))**

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ও তার পদাঙ্ক অনুকরণকারী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর রাঃ-এর প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পরায়ণ ছিলেন। তিনি বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য নিয়েছি, তার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছি; আল্লাহর শপথ করে বলছি: আমি আমৃত্যু তার অবাধ্য হইনি ও তার সাথে প্রতারণ করিনি। তারপর আবু বকর রাঃ-এর সাথেও অনুরূপ করেছি। তারপর উমর রাঃ-এর সাথেও একই রকম আচরণ করেছি।)) (সহীহ বুখারী) আব্দুর রহমান বিন সামুরা রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাঃ-এর উপর সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।))

স্বীয় রবকে তিনি খুবই ভয় করতেন। পরকালের কথা স্মরণ করতেন, বেশি বেশি কবর যিয়ারত করতেন; যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, কেঁদে ফেলতেন এমনকি তার দাড়ি ভিজে যেত।

স্বীয় বিশ্বাসে ছিলেন অবিচল, অন্যের জন্য ছিলেন অনুসরণীয়; স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে 'আমীন বা বিশ্বস্থ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**নিশ্চয় তোমরা আমার মৃত্যুর পরে ফিতনা ও মতানৈক্যে পতিত হবে।** -অথবা বলেছেন: **মতানৈক্য ও বিপর্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে-।** তখন উপস্থিত লোকেদের মধ্য হতে জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমাদের সামনে কে থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন, **তখন তোমরা আমীন (বিশ্বস্থ ব্যক্তি) ও তার সাথীদের দৃঢ়ভাবে আনুগত্য করবে।** 'আমীন' শব্দটি বলবার সময় তিনি উসমান রাঃ-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।)) (মুসনাদে আহমাদ)

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণে রাখে, বিপদের সময় আল্লাহ তাকে স্মরণে রাখেন ও ফিতনা থেকে রক্ষা করেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনার কথা উল্লেখ করে বললেন: ((**সেদিন এই ব্যক্তিটি হকের উপর থাকবে** -এটা বলে উসমান রাঃ-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন-।)) (সুনানে তিরমিযি)

পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন; কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। আলী রাঃ বলেন: ((আমি আশা করছি যে, আমি ও উসমান তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلّٖ ﴾ الأعراف [43]

অর্থ: [আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেব] সূরা আল-আ'রাফ: ৪৩।))

তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রবান, স্বীয় দ্বীনের সংরক্ষণকারী; তিনি বলেছেন: ((আল্লাহর শপথ! আমি জাহেলী যুগে বা ইসলাম গ্রহণের পরে কখনই যিনায় লিপ্ত হইনি।)) (মুসনাদে আহমাদ)

কোমল আচরণের অধিকারী ছিলেন, তাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন; ফলে সাহাবীগণ তার নিকট আসতেন। ইবনে সিরীন রহঃ বলেন: ((হজের কার্যাদি সম্পর্কে তারা উসমান রাঃ-কে অধিক জ্ঞানী মনে করতেন।))

আল্লাহ তায়ালা তাকে সুদৃঢ় ঈমান ও পরিপক্ক বিবেক দান করেছেন। হুদায়বিয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরাইশদের সাথে দেন-দরবার করতে পাঠিয়েছিলেন। ইবনে উমর রাঃ বলেন: ((মক্কার বুকে যদি উসমানের চেয়ে অন্য কেউ অধিক প্রভাবশালী থাকত, তাহলে তাকেই তার পরিবর্তে পাঠাতেন।)) (সহীহ বুখারী) ইমাম শাবী রহঃ বলেন: ((কুরাইশদের মাঝে উসমান রাঃ ছিলেন প্রিয় মানুষ; তারা তার নিকট উপদেশ চাইত ও তাকে সম্মান করত।))

উমর রাঃ তাকে ছয় সদস্যের উপদেষ্টাদের একজন নির্ধারণ করেন, আর তিনিই ছিলেন তাদের মধ্যে সেরা; ফলে তারা সবাই মিলে তাকেই পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করেন, এতে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। যখন তারা তার খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন, তখন ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((আমরা আমাদের মধ্যে অধিক যোগ্য ব্যক্তির হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, মোটেও দ্বিধা করিনি।)) ইমাম আহমাদ রহঃ বলেন: ((উসমান রাঃ-এর হাতে বায়আত গ্রহণের সময় তারা যেমন ঐক্যমত ছিল, এমন ঐক্য অন্য কারো সময় ছিল না।))

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দান-সদকা করা বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ বাহক এবং এটা মুমিনদের প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার আলামত বহন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ করা ও দান-সদকায় উসমান রাঃ এর হাত দীর্ঘ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্যোগের সেনাবাহিনী গঠনের দিনে (তাবুকের যুদ্ধের সময়) মুসলিমদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: ((**যে ব্যক্তি এই সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিবে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।** উসমান রাঃ বলেন: তখন আমি তাদেরকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করলাম। এমনকি তাদের একটি লাগাম ও এক গাছি রশি কোনটারই অভাব রইল না।)) (সুনানে নাসায়ী)

নবীর যুগে মসজিদে নববী সম্প্রসারনের জন্য একটি ঘর ক্রয় করে দিয়েছিলেন; যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনলেন: ((**জান্নাতে একটি ঘরের বিনিময়ে কে এই ঘর দ্বারা আমাদের মসজিদকে সম্প্রসারনের ব্যবস্থা করে দিবে?**)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি অগণিত কৃতদাস মুক্ত করেছেন। তিনি বলতেন: ((আমি ইসলাম গ্রহণের পর একটি সপ্তাহও অতিক্রম হয়নি যে সপ্তাহে আমি কৃতদাস মুক্ত করিনি।)) তাকে যেদিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয় সেদিন তিনি স্বীয় কৃতদাসদেরকে বলেছিলেন: ((যে তার তরবারী কোষবদ্ধ রাখবে; সে মুক্ত/স্বাধীন।))

লাজুকতা একটি উন্নত চরিত্র, এটা যাবতীয় সুন্দর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটায়। উসমান রাঃ ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির, এমনকি নিজের ব্যাপারেও। বাড়িতে একা দরজা বন্ধ থাকাবস্থায়ও তিনি গোসলের সময় গায়ের কাপড়

খুলতেন না, আত্মলজ্জার কারণে গোসলের সময় তিনি পিঠ সোজা করে দাঁড়াতেন না। এ উম্মতের কেউ লজ্জাশীলতায় তার ধারেকাছে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল হল: উসমান বিন আফফান।**)) (হিলয়াতুল আওলিয়া)

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লজ্জা করতেন। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেজা জায়গায় বসে ছিলেন, তখন তার দুই হাঁটু থেকে কাপড় উন্মুক্ত ছিল। যখন উসমান রাঃ আসলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাঁটুদ্বয় ঢেকে ফেললেন।)) (বুখারী ও মুসলিম) ফেরেশেতামন্ডলীও তাকে লজ্জা করে চলতেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিছানায় শুয়ে ছিলেন। যখন উসমান রাঃ প্রবেশ করলেন, তিনি উঠে বসলেন এবং নিজেকেই বললেন: ((**আমি কি এমন লোককে দেখে লজ্জাবোধ করবো না, যাকে ফেরেশতারাও লজ্জা করে?**)) (সহীহ মুসলিম)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বপ্রভু আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তায়ালা এটাকে বরকতময়, সম্মানিত ও পথ প্রদর্শক বলে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি এর সান্নিধ্যে আসে সে বরকত লাভ করে এবং আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা উন্নীত হয়। উসমান রাঃ আল্লাহর কিতাবের প্রতি ভালবাসা রাখতেন। হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((উসমান রাঃ যখন মারা যান তখন তার মুসহাফটি পুরাতন জীর্ণশীর্ণ ছিল; যেহেতু তিনি এটার উপর বেশি বেশি নজর বুলাতেন।)) তিনি বহুবার এশার পর হতে ফজর পর্যন্ত একই রাকাতে গোটা কুরআন পাঠ করেছেন। তিনি বলতেন: ((আমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হত তাহলে আমাদের রবের কালাম শুনে তৃপ্ত হতাম না।))

তার বিশাল সৎকর্মসমূহের মধ্যে অন্যতম হল: মানুষকে এক ক্বেরাতের উপর ঐক্যবদ্ধ করা এবং জিবরাঈল আঃ সর্বশেষ যে পদ্ধতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের সবক দিয়েছিলেন সে পদ্ধতিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ প্রদান। তিনি যায়েদ বিন সাবেত রাঃ-কে স্বহস্তে গোটা কুরআন লিখতে আদেশ করেন এবং বিভিন্ন দেশে তা প্রেরণ করতে বলেন। তাই মুসহাফের এ প্রকার লিপিকে তার দিকে সম্বোধন করে নামকরণ করা হয়েছে। ফলে এটাকে ((রসমে উসমানী)) বলা হয়; তার আদেশ, যামানা ও শাসনকালের দিকে ইঙ্গিত করে। এর দ্বারা তিনি কুরআনের খেদমত করেছেন এবং সাধারণ মানুষেরও উপকার করেছেন। কুরআন ও তদানুযায়ী আমল ব্যতীত এ উম্মতের কোন কল্যাণ নেই। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((উসমান বিন আফফান রাঃ-এর যুগে ইসলামী রাজত্ব পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়; আর এটা হয়েছে কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়নের বরকতে এবং উম্মতকে কুরআনের হেফাযতে ঐক্যবদ্ধ করার সুবাদে।))

আল্লাহর কিতাবের সাথে তার গভীর সম্পর্কের কারণে তার অন্তিম মুহূর্তও কিতাবের সাথেই কাটে। তার বুকে কুরআন থাকাবস্থায় তিনি নিহিত হন এবং তার মুসাহাফের উপর রক্ত প্রবাহিত হয়!

আল্লাহর ইবাদত পালন ও তাকে ভয় করে চলার পাশাপাশি তিনি একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ খলীফা ছিলেন। তার হাতে আল্লাহ তায়ালা বহু দেশ ও জনপদের বিজয় দান করেন এবং মুসলিমদের ভূখন্ড বিস্তৃত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীকে ভাজ করে আমার সামনে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিয়েছি। পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ গুটিয়ে আমার সম্মুখে**

রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছবে।)) (সহীহ মুসলিম) ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((এগুলো সবই উসমান রাঃ-এর আমলে সংঘটিত হয়, বাস্তবায়ন হয় ও সুদৃঢ় হয়।))

তার খেলাফতকালে মানুষজন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তায় বসবাস করছিল। তাদের মধ্যে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও একতা ছিল। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((তার খেলাফতকালে দান-সদকা চলমান ছিল, আয়-রোজগার প্রচুর ছিল, শত্রুরা ভয়ে থাকত, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুন্দর, বহু কল্যাণ বিদ্যমান ছিল, কেউ কারো ভয়ে আতঙ্কিত থাকত না এবং কেউ কারো সাথে সাক্ষাত হলে সে তাকেই ভাই মনে করত- সে যেই হোক না কেন।))

সাহাবাদের রীতি ছিল এমন: পরস্পরের জন্য তাদের অন্তর ছিল নিষ্কলুষ, একে অপরকে ভালবাসতেন ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরও উসমান রাঃ-কে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাদের নিকট অগ্রগণ্য ছিলেন। ইবনে উমর রাঃ বলেন: ((আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় ও সাহাবীদের উপস্থিতিতে এভাবে গণনা করতাম: আবু বকর, উমর ও উসমান।)) (মুসনাদে আহমাদ) আবু বকর ও উমর রাঃ-এর মৃত্যুর পর আলী রাঃ বলেন: ((আমাদের মধ্যে উসমান হলেন শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি।)) আর আয়েশা রাঃ বলেন: ((তিনি ছিলেন সবার চেয়ে অধিক আত্মীয়তা রক্ষাকারী ও রবকে অধিক ভয়কারী।))

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ভালবাসতেন;

তিনি আবু বকর রাঃ-এর নামানুসারে নিজের উপনাম দিয়েছেন আব্দুল্লাহ। তাদের ছেলেদের মধ্যে একজনের নাম উমর, তার এক মেয়ের নাম রেখেছেন আয়েশা।

তার খেলাফতকালে যখন ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন হল, নিরাপত্তা জোরদার হল এবং পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল; তখন অন্তরের ব্যাধি তথা হিংসা ও নেফাকী দ্রুত তার মৃত্যু কামনা করতে লাগল এবং তার বেঁচে থাকাকে অনেক দীর্ঘ মনে করতে লাগল; ফলে তারা তাকে হত্যা করল। তখন তার বয়স হয়েছিল (৮২) বিরাশি বছর, মৃত্যুর সময় তিনি রোযাদার ছিলেন এবং কুরআন তার কোলে রেখে তা তেলাওয়াত করছিলেন!! তার নিহত হওয়াটাই ছিল এ উম্মতের প্রথম ফিতনা; হুযাইফা রাঃ বলেন: ((সর্বপ্রথম ফিতনা হল: উসমান রাঃ-এর হত্যাকান্ড, আর সর্বশেষ ফিতনা হল: দাজ্জালের আবির্ভাব।))

তার হত্যাকান্ডে সাহাবীগণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন; তার নিহত হবার দিনে আলী রাঃ বলেন: ((আমি নিজে মেনে নিতে পাচ্ছিলাম না।)) এ হত্যাকান্ডের খবর সাদ বিন ওয়াক্কাস রাঃ যখন শুনলেন তখন তিনি উসমান রাঃ-এর জন্য ইস্তেগফার করলেন ও রহমতের দোয়া করলেন এবং হত্যাকারীদের উপর বদদোয়া করে বললেন: ((হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে অপমানিত করুন, অতঃপর এদেরকে পাকড়াও করুন।)) সাদ বিন ওয়াক্কাস রাঃ-এর দোয়া কবুল হত। জনৈক সালাফ শপথ করে বলেছেন যে, উসমান রাঃ-এর খুনীরা নিজেরা প্রত্যেকেই মানুষের হাতে খুন হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে।

পরিশেষে, হে মুসলমানগণ!

আমাদের উপর আবশ্যক হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাহাবীদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের পথ আকড়ে থাকা; কেননা তারাই আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তকে হেফাযত করেছেন। মানুষের মধ্যে তারাই পরিপূর্ণভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবেসেছেন, সম্মান করেছেন ও তার অনুকরণ করেছেন।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا ﴾ الأحزاب [23]

অর্থ: [মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গিকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গিকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গিকারে কোন পরিবর্তন করেনি।] সুরা আল- আহযাব: ২৩।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

মুমিন ব্যক্তির উপকারিতা অন্যের প্রতি বিস্তৃত হয়। আর উসমান রাঃ নিজের জন্য, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য যা করেছেন যেমন : সৎ আমলসমূহ, বিজয়, মানুষকে ইসলামে দীক্ষা দেয়া, কুরআন জমা করা ইত্যাদি; এগুলো সবই আবু বকর রাঃ-এর সৎকর্মসমূহের একটি সৎ আমলের বদৌলতে; কেননা তিনিই উসমান রাঃ-কে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাই তিনি ইসলাম কবুল করেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের একজন হন এবং তিনি খুলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে অনুসরণ করতে আমাদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে।

কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, অন্যদেরকে এ ধর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং এ দ্বীনকে আকড়ে ধরতে উপদেশ দেয়া; ((**আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম।**)) আর আল্লাহ তায়ালা বিশাল অনুগ্রহের মালিক।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

আলী বিন আবু তালেব রাঃ [১]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াই হচ্ছে সঠিক পথ, আর এর বিপরীত হচ্ছে ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের পথ।

হে মুসলমানগণ!

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। আল্লাহ তায়ালা তাকে মনোনীত করেছেন ও রেসালাত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। নবী রাসূলদের সঙ্গীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ। আর তাদের মধ্যে সেরা হচ্ছেন চার খলিফা। পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা ও মর্যাদার দিক থেকে তারা হলেন: সিদ্দিকে আকবার আবু বকর, তারপর উমর ফারুক, তারপর যিননুরাইন উসমান, আর

---

(১) ২২ শে যিলক্বদ, ১৪৪২ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

তাদের মধ্যে চতুর্থজন হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাত ভাই আবুল হাসান আলী বিন আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিব রাঃ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী বিন আবু তালেব রাঃ-এর উপনাম দিয়েছেন ‘আবু তুরাব’। সাহল বিন সা’দ রাঃ বলেন: ((আলীর কাছে ‘আবু তুরাব’ এর চেয়ে অধিক প্রিয় তার আর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুব খুশি হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ নাম দিয়েছেন।)) (বুখারী ও মুসলিম।) তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল সাঃ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তার বাড়িতেই বেড়ে উঠেন। দশ বছরের কম বয়সেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কাবাসীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জমা রাখত; কেননা তারা তাকে সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবেই জানত। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি আলী রাঃ কে মক্কায় নিজের প্রতিনিধি করেন; যেন তার কাছে জনগণের গচ্ছিত জিনিসগুলো তিনি আদায় করে দেন। সেগুলো হকদারদের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমা রাঃ-কে তার সাথে বিয়ে দেন।

একাধিকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনিই জানিয়েছেন যে, আলী রাঃ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক মুমিন বান্দা যখন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করবে, সে খলীল (আ.)এর এই বাণীর আওতায় পড়বে:

﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّيۖ﴾ [إبراهيم: 36]

অর্থ: [কাজেই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে আমারই দলভুক্ত হবে।] তাছাড়া আলী রাঃ এর ঈমানের নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**তুমি আমার অন্তর্ভুক্ত, আর আমি তোমার অন্তর্ভুক্ত।**)) (সহীহ বুখারী।)

মুমিন বান্দারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, কোনরকম শত্রুতা পোষণ করেন না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আলী রাঃ সেসব মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত যারা পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এ মর্মে তিনি বলেন: ((**আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু।**)) (সুনান তিরমিযি।) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ বলেন: (উক্ত হাদিস থেকে আলী রাঃ এর গোপন ঈমানও সাব্যস্ত হয়।)

((যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়: {فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَائَنَا وَأَبْنَائَكُمْ} অর্থ: [আপনি বলুন, ‘এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে।] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন রাঃ-কে ডেকে একত্র করলেন এবং বললেন: **হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার।**)) (সহীহ মুসলিম।)

তাকে ভালবাসা ঈমানের আলামত, আর তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নেফাকীর আলামত। আলী রাঃ বলেন: (সেই সত্ত্বার কসম যিনি শস্যদানাকে অঙ্কুরিত করেন ও জীব সৃষ্টি করেন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।) (সহীহ মুসলিম।) এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উক্তির সদৃশ: (**আনাসারদেরকে কেবল মুমিন ব্যক্তিই ভালবাসে, আর মুনাফিক ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।**) (বুখারী ও মুসলিম।) কাজেই যে ব্যক্তি আলী রাঃ কে ভালবাসবে এবং তার চেয়েও যারা অধিক মহব্বতযোগ্য ও মর্যাদাবান যেমন বাকী তিন খলিফা- তাদেরকেও ভালবাসবে, সে মূলত ঈমানের অন্যতম শাখাকে আঁকড়ে রইল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করল অথবা তার চেয়েও মর্যাদাবান কোন সাহাবীর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, সে মুনাফেকীর আচরনে জড়িত হল।

তিনি একাধিকবার সাধারণ পত্রাদি বা বার্তাসমূহ পৌঁছানোর কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের খাস কিছু বিষয়েও তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। হজের সময়: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের উট কুরবানী দিয়ে মাংস, চামড়া ও পিঠের আবরণসমূহ বা জিন বিতরণ করে দিতে নির্দেশ দেন এব তা হতে কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দিতে নিষেধ করেন।)) (বুখারী ও মুসলিম।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মৃত্যু অসুখের সময় একদিন হালকা অনুভব করলে নিজের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ও আলী বিন আবু তালেব রাঃ এর কাঁধে ভর দিয়ে বের হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলে তার গোসল ও দাফন কার্যে নিকটাত্মীয়দের সাথে আলীও রাঃ অংশগ্রহণ করেন।

আলী রাঃ বীরত্ব ও অগ্রগামিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেক যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন। তিনি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সকল রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ করেছেন ও সেগুলোতে খুব সুন্দর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। বদর যুদ্ধের সময় কাফেরদের অন্যতম নেতা ওয়ালিদ বিন উতবা তার বীরত্ব প্রকাশ করতে উদ্যত হলে তার মোকাবেলায় বিশ বছর বয়সী আলী বিন আবু তালেব রাঃ এগিয়ে আসেন এবং তাকে হত্যা করেন।

উহুদ যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন তখনও তিনি স্থির ছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মুশরিকদের অন্যতম সর্দার আমর বিন ওদ্দ নিজের বীরত্ব দেখাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসলে তার মোকাবেলায় আলী বিন আবু তালেব রাঃ এগিয়ে আসেন এবং তাকে হত্যা করেন।

তিনি হুদাইবিয়াতেও উপস্থিত ছিলেন এবং গাছের নীচে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মক্কাবাসীদের মাঝে সন্ধিচুক্তির লেখক ছিলেন।

খায়বারের যুদ্ধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পতাকা বহন করেন এবং জনগণের উপর অবিচারকারী ইহুদীদের সর্দার মারহাবকে হত্যা করে তার দূর্গ বিজয় করেন।

তিনি হুনাইনের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। আনাস রাঃ বলেন: (আলী বিন আবু তালেব রাঃ রাসূলের সামনে হুনাইনের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বীরত্ব প্রদর্শনকারী ছিলেন।)

তার আমানতদারিতা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে

তাবুক যুদ্ধের সময় মদিনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং বলেন: (**তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকট সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যে মর্যাদায় হারুন মুসার কাছে অধিষ্ঠিত ছিলেন?** -অর্থাৎ সাহচর্য ও সম্মানের দিক থেকে, নবুওয়তের দিক থেকে নয়-।) (বুখারী ও মুসলিম।)

তিনি ছিলেন আচরণে ভদ্র, সচ্চরিত্রবান, অঙ্গিকার পূরণকারী, প্রবীণদের অবদান স্বীকারকারী এবং তার পূর্বের খলীফাদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর রাঃ-এর প্রতি তড়িৎ বায়আত গ্রহণ করেন, অতঃপর উমর ও উসমান রাঃ-এর খেলাফতকালে তাদের প্রতি বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত তিন খলিফার সুযোগ্য উজীর/মন্ত্রী ছিলেন এবং তাদের শাসনকার্য, যুদ্ধ পরিচালনা ও ফতোয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।

স্বয়ং আলী রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় বিষয়ে আবু বকরকে দায়িত্ব দেন, কিন্তু মুসলমানগণ তাদের পার্থিব বিষয়েও তাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ফলে মুসলমানগণ তার কাছে বায়আত গ্রহণ করেন এবং আমিও তাদের সাথে বায়আত গ্রহণ করি। তিনি আমাকে যুদ্ধ করতে বললে আমি যুদ্ধ করতাম, কিছু দিলে তা গ্রহণ করতাম। বিভিন্ন হদ কায়েমের বিষয়ে আমি তার সাথেই থাকতাম।)) তিনি উমর ও উসমান রাঃ এর ব্যাপারেও এমনই বলেছেন।

আলী রাঃ নিজের কন্যা উম্মে কুলসুমকে উমর বিন খাত্তাব রাঃ এর কাছে বিয়ে দেন। উমর রাঃ মৃত্যুবরণ করলে তিনি বলেন: (হে আবু হাফস -উমর! আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত নাযিল হোক। আল্লাহর কসম! রাসূলের পরে আপনি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই যার সহিফাসহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ

করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।) (মুসনাদে আহমাদ।) তার থেকে বহু বর্ণনা এসেছে যে, তিনি বলতেন: ((নবীর পরে এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর, অতঃপর উমর।))

তিনি উসমান রাঃ-কে ভালবাসতেন ও তাকে সম্মান করতেন। তিনি বলেন: ((উসমান যদি আমাকে 'সিরার' -মদিনার পূর্ব দিকের একটি এলাকা- নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন, তাহলেও আমি তার কথা শুনব ও তার আনুগত্য করব।))

উসমান রাঃ নিহত হবার পর খেলাফতের জন্য আলী রাঃ-এর চেয়ে যোগ্য আর কেউ ছিল না; ফলে জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার প্রতি বায়আত গ্রহণ করেন এবং সকল মুসলমান তার মর্যাদা ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে একমত হন। তার খেলাফতকালে তার সমপর্যায়ের আর কোন সাহাবী ছিলেন না।

যেদিন উসমান রাঃ মৃত্যু বরন করেন, সেদিন আয়েশা রাঃ আব্দুল্লাহ বিন বুদাইলকে বলেন: ((তুমি আলীর সাথে থাক। কেননা, আল্লাহর কসম! সে কোন কিছু পরিবর্তন বা বিকৃতি করেনি।)) (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা।)

তিনি স্বীয় খেলাফতকালে মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি তার পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের প্রতি মনযোগী ছিলেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন ও তার খেলাফ করতেন না। ইবনে বাত্তাহ রহঃ বলেন: ((আমাদের জানা নেই যে, কোন মুসলিম মনীষী এমন বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর, উমর ও উসমান রাঃ যেসব ফয়সালা দিয়েছেন সেগুলোর কোনটিতে আলী রাঃ বিরোধিতা করেছেন।))

তিনি একজন আলেম ও মুফতী ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আলী রাঃ এর থেকে কোন ফতোয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করলে, আমরা তা এড়িয়ে যেতাম না।)) ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((বড় বড় সাহাবী কর্তৃক তার কাছে বহু বিষয়ে জিজ্ঞেস করা, বিভিন্ন সময়ে তার ফতোয়া ও মতামত গ্রহণ করা এবং জটিল মাসআলায় তার ফতোয়ার উপর নির্ভর করা ইত্যাদি একটি প্রসিদ্ধ বিষয়।))

তিনি কাজী বা বিচারকও ছিলেন; বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করতেন না। বরং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সাহাবীদের মধ্যে অধিক বিচক্ষণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের বিচারক পদে নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ করেন। উমর রাঃ বলেন: ((আমাদের মধ্যে সুযোগ্য বিচারক হচ্ছেন আলী।))

ব্যাপক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও না জানা বিষয়ে তিনি খুবই সতর্ক থাকতেন। একদা তিনি সঙ্গীদের কাছে এসে বললেন: "(এ কথাটা কলিজা শীতলকারী হিসেবে কতই না উত্তম! এটা কলিজা শীতলকারী হিসেবে কতই না উত্তম! তাকে বলা হল: সেটা কী? তিনি বললেন: যে বিষয়ে তুমি জান না সে বিষয়ে এটা বলা: 'আল্লাহই অধিক জানেন।')"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের মধ্য থেকে আলাদাভাবে তাকে বিশেষ কোন ইলম দেননি। আবু জুহাইফা রাঃ বলেন: ((আমি আলী রাঃ কে জিজ্ঞেস করলাম: 'আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ব্যতীত আপনাদের কাছে ওহীর কোন কিছু আছে কি?' তিনি বললেন: "না, সেই সত্ত্বার কসম যিনি শস্যদানাকে অঙ্কুরিত করেন ও জীব সৃষ্টি করেন! আল্লাহ

কুরআনের যে জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।)) (সহীহ বুখারী।)

তিনি রাসুলের সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকতেন ও সেগুলোর প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলতেন: ((কারো কথার কারণে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতকে বর্জন করব না।)) (সহীহ বুখারী।) তিনি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বর্ণনা করতেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করতেন। তিনি বলেন: ((আমি যখন তোমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে কোন কিছু বর্ণনা করি, তখন জেনে রাখ যে, তার উপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পতিত হওয়াই আমার কাছে অধিক প্রিয়।)) (সহীহ বুখারী।)

তিনি উম্মতের হিতাকাঙ্খী ছিলেন, তাদেরকে অনেক নসিহত করতেন। তিনি অনেক ইবাদত ও যিকির করতেন, কল্যাণমূলক কাজ ও দান সদকা করতেন।

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে কারো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। নিজ খেলাফতকালে একদল লোকের দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হন যারা তাকে ইলাহ দাবী করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে জ্বালিয়ে দেন। অপর আরেক দল যারা তাকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন।

তিনি পার্থিব বিষয়ে অল্পই ধ্যাণ করতেন, দুনিয়াবী চাকচিক্য ও ফেতনা থেকে বিমূখ থাকতেন। মুসলিম বিন হরমুজ রহঃ বলেন: ((আলী রাঃ এক বছরে মানুষকে চারবার বায়তুল মাল থেকে প্রদান করেন। অতঃপর কোষাগার

ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং বললেন: হে দুনিয়া! তুমি আমাদের ব্যতীত অন্যদেরকে সমৃদ্ধ কর!))

তার বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবলের কারণে খারেজীরা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে তাকে হত্যা করে। তিনি যখন ফজরের নামাজ আদায় করতে বের হয়েছিলেন তখন তাকে হত্যা করে শহীদ করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি কোন পার্থিব-সম্পদ রেখে যাননি। আলী রাঃ নিহত হবার পর তার ছেলে হাসান বিন আলী রাঃ বলেন: ((তিনি তার দানের সাতশত দিরহাম ব্যতীত আর কোন সোনা-রূপা/দিনার দিরহাম রেখে যাননি। সেগুলো তিনি তার পরিবারের খাদেমের জন্য রেখেছিলেন।)) (মুসনাদে আহমাদ।)

অতঃপর হে মুসলমানগণ:

অতএব সাহাবীদেরকে ভালবাসা দ্বীন ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণ যেসব কল্যাণের উপর রয়েছেন, তা কেবল সেসব সাহাবাদের কর্মের বরকতের ফলে, যারা দ্বীনের যথাযথ তাবলীগ ও প্রচার-প্রসার করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা খুলাফায়ে রাশেদীনকে কিছু বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য হেদায়াত ও সততার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের সুন্নত অনুসরণ করতে ও তাদের পথ আঁকড়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের কল্যাণ খুলাফায়ে রাশেদীনের কল্যাণের অনুগত। ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: ((একদলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর সাহচর্য ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বাছাই করেছেন; অতএব তোমরা তাদের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হও, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর এবং যথাসম্ভব তাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধর।

কেননা তারা সরল সঠিক পথের উপর ছিলেন।))

যে ব্যক্তি সাহাবীদেরকে ভালবাসবে, তাদের সাথেই তার হাশর হবে। তাদেরকে ভালবাসার অন্যতম মাধ্যম হল: তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা, তাদের প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করা এবং তাদের অনুসরণ করে চলা। আর তাদের মহব্বত অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হল: তাদের জীবনী অধ্যয়ন করা ও শ্রবণ করা।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ التوبة [100]

অর্থ: [আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে- আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।] সূরা আত-তাওবা: ১০০।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

যেমনিভাবে কতিপয় সাহাবী বিশেষ কিছু গুণে গুণান্বিত, ঠিক তেমনি তাদের মধ্যে যারা ইসলামের পথে অগ্রগামী ছিলেন ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন- তারাও অন্যদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। কাজেই তাদের মধ্যে যারা হুদাইবিয়ার সন্ধি হওয়ার আগে দান করেছেন ও জেহাদ করেছেন তারা তাদের চাইতে উত্তম যারা সন্ধি পরবর্তী সময়ে দান করেছেন ও যুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও মুহাজির সাহাবীগণ আনসারদের উপর অগ্রগামী। আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন: ((**তোমরা যা ইচ্ছে হয় করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।**)) (বুখারী ও মুসলিম।)

যারা গাছের নীচে ‘বায়আতে রিজওয়ানে’ অংশ নিয়ে বায়আত গ্রহণ করেছিল, তারা কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**আজ তোমরাই পৃথিবীবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ।**)) (সহীহ মুসলিম।)

আল্লাহ তায়ালা সকল সাহাবীর জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ الحديد [10]

অর্থ: [তবে আল্লাহ্ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।] সূরা আল-হাদীদ: ১০। অর্থাৎ: জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইবনে হাযম রহঃ বলেন: ((সকল উলামা একমত যে, সকল সাহাবীই জান্নাতী।))

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ...।

সমাপ্ত

উম্মাহাতুল মুমিনীন বা রাসূলের স্ত্রীগণ (১)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা তাকওয়াই হচ্ছে প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখীর জন্য উপদেশ এবং তা বান্দাদের জন্য আযাব থেকে নাজাতের মাধ্যম।

হে মুসলমানগণ!

একজন মুসলিম রমণী সেসব রমণীদের অনুকরণ করে সৌভাগ্যশীলা হতে পারে, যারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুগের এবং সর্বোত্তম গৃহ নবীর গৃহে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্তা। মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন ও তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাদের প্রশংসায় কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ ﴾ الأحزاب [32]

(১) ২৬ শে রবিউস সানী, ১৪২৬ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

অর্থ: [হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।] সূরা আল-আহযাব: ৩২। তারা ছিলেন বরকতময় স্ত্রী এবং মহিয়সী নারী।

তাদের প্রথমজন হলেন: অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ, দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত বংশের **খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাঃ।** তিনি উত্তম চরিত্র, ভদ্রতা ও দানশীলতার দীক্ষা নিয়ে লালিত হন এবং চারিত্রগত নিষ্কলুষতা ও আভিজাত্যের গুণ ধারণ করেন। মক্কার নারীদের মধ্যে তাকে পবিত্র রমণী বলে ডাকা হত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রী হিসেবে তিনি সেরা ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় জান, মাল ও পরিপক্ক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা আগলে রাখতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশ্চিন্তার সময় তার নিকটেই গমন করতেন ও উদ্বিগ্নতার কথা ব্যক্ত করতেন। সর্বপ্রথম যখন তার নিকট অহী নাযিল হয়, তখন তিনি যা দেখেছেন তাতে বিচলিত হয়ে কম্পিত হৃদয়ে খাদিজা রাঃ-এর নিকট চলে আসেন এবং বলেন: ((**আমার কী হল? আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।** -তখন খাদিজা রাঃ তাকে অভয় দেখালেন- এবং বললেন: আল্লাহর শপথ, কখনো না! আল্লাহ আপনাকে কখনই অপদস্ত করবেন না।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তার ঘরে ইসলাম উদ্ভাসিত হয়; ফলে তিনিই এই উম্মতের প্রথম যিনি ঈমান এনেছিলেন। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((মুসলমানগণ একমত যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে খাদিজা রাঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে নারী-পুরুষ কেউ তার অগ্রগামী হতে পারেনি।)) প্রথম প্রথম দাওয়াতী কার্যক্রমের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় সমস্যা হচ্ছিল, তার উপর নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিল; সে সময় একমাত্র

খাদিজা রাঃ ছিলেন তার জন্য কোমল হৃদয় ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তদাতা। মানুষের কাছ থেকে কটু কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট ফিরে আসলে খাদিজা রাঃ তাকে স্থির করতেন ও তার চিন্তা হালকা করে দিতেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল তখন খাদিজা আমার প্রতি ঈমান এনেছিল, যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল তখন সে-ই আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আর মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল তখন সে আমাকে অর্থ দিয়ে সহানুভূতি দেখিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তার গর্ভ থেকেই আমাকে সন্তান দান করেন যখন অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে আমাকে সন্তানবঞ্চিত করেছেন।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি ছিলেন মহিয়সী, স্বামীভক্ত ও মমতাময়ী মা। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূলের সকল সন্তানই তার গর্ভের। তিনি শিষ্টাচারিতায় ও চরিত্রে ছিলেন উন্নত ও পরিপূর্ণ; তিনি একদিনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বরখেলাফ করেননি, ঝগড়া করে তাকে কষ্ট দেননি। আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((**একদিন জিবরাঈল আঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যে খাদিজা একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন ... তাকে জান্নাতের এমন একটি মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিবেন যেখানে থাকবে না কোন প্রকার হট্টগোল, না কোন ক্লেশ ও ক্লান্তি।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইমাম সুহাইলী রহঃ বলেন: ((তাকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন; কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আওয়াজ উচু করে কথা বলেননি এবং জীবনে একদিনও তাকে কষ্ট দেননি। কখনো তার উপর চেঁচামেচি করেননি বা কষ্ট দেননি।))

তিনি স্বীয় রবের নিকট সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন ছিলেন। একদিন জিবরাঈল আঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: ((**তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন** -অর্থাৎ: খাদিজা রাঃ-**; তখন তাকে তার রবের পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((এটা এমন এক বিরল সম্মান যা অন্য নারীর ব্যাপারে জানা যায় না।)) তাকে আল্লাহ ভালবাসেন, ফেরেশতামন্ডলীও ভালবাসেন এবং রাসূল সাঃ-ও ভালবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**আমাকে তার প্রতি ভালবাসা দান করা হয়েছে।**)) (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা স্মরণ করলে তার খুব প্রশংসা করতেন এবং তার সান্নিধ্যে তৃপ্তি অনুভব করতেন। আয়েশা রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাদিজা রাঃ-এর কথা উল্লেখ করতেন; তখন তার প্রশংসা করতে ও তার জন্য ইস্তিগফার করতে বিরক্তিবোধ করতেন না।)) (মু'জাম তাবরানী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি প্রীতি ও প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে চলেছেন; ফলে তিনি তার মৃত্যুর পরও তার বান্ধবীদের সম্মান প্রদর্শন করতেন। আয়েশা রাঃ বলেন: ((কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরী জবাই করে টুকরা টুকরা করে তা খাদিজা রাঃ-এর বান্ধবীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এজন্য কখনো ঈর্ষা ভরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদিজা ছাড়া আর কোন নারী নেই! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হ্যাঁ**, সে এমন ছিল, তেমন ছিল। আর তার থেকেই আমার সন্তান ছিল।**)) (সহীহ বুখারী) খাদিজা রাঃ-এর মৃত্যুর পর একদিন তার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ এর আওয়াজ শুনতে পেয়ে খাদিজার কথার স্মরণ করে ফেলেন,

তারপর বললেন: ((**হে আল্লাহ! এতো দেখছি হালা!**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি দ্বীনদারিতায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে ও চারিত্রিক দিক থেকে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মাত্র তিনজন ছাড়া আর কেউ কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হয়নি; তারা হলেন: মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ।**)) (ইবনে মারদুয়াইহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) তিনি এ উম্মতের অন্যান্য নারীদের উপর কল্যাণ, সম্মান ও মর্যাদায় অগ্রগামী হয়েছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**সেই যামানায় নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন মারইয়াম বিনতে ইমরান। আর এ উম্মতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদিজা।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি নিজে ভাল ছিলেন, স্বীয় ঘরকেও ত্রুটিমুক্ত রেখেছেন। তাই এ প্রচেষ্টার সুফলও পেয়েছেন; ফলে বিশ্বের নারী জাতির মধ্য থেকে তিনি ও তার কন্যা জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নারী হতে পেরেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ((**জান্নাতে নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন: খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম এবং মারইয়াম বিনতে ইমরান।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে তিনি ছিলেন বিশাল মর্যাদাসম্পন্না; তাই তার পূর্বে কোন নারীকে বিয়ে করেননি, তার জীবদ্দশাতেও কোন নারীকে বিবাহ করেননি এবং তার মৃত্যু অবধি কোন উপপত্নী গ্রহণ করেননি। অতঃপর তার মৃত্যুতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন: ((তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, ধার্মিক, সতী, মর্যাদাসম্পন্ন, জান্নাতী।))

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক স্ত্রী যিনি সততা ও তাকওয়ার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন: **আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাঃ।** তিনি ঈমানী পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন; তার মা ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী, তার বোন আসমা যাতুন নিতাকাইন-ও ছিলেন সাহাবী, তার ভাই-ও সাহাবী, আর তার পিতা আবু বকর রাঃ এ উম্মতের সিদ্দীক। তিনি শিক্ষিত পরিবারে বেড়ে উঠেন; তার বাবা ছিলেন কুরাইশদের পন্ডিত ব্যক্তি ও বংশতালিকা বিশারদ। আল্লাহ আয়েশা রাঃ-কে প্রচুর মেধা ও মুখস্ত শক্তি দান করেছেন। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((মুখস্তবিদ্যা, জ্ঞান, বাগ্মিতা ও বিচক্ষণতায় বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে আয়েশা রাঃ-এর মত কোন নারী ছিল না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি অন্যান্য নারীদের উর্ধ্বে ছিলেন; ফিকহী বিষয়ে তিনি সঠিক বুঝ ও কবিতায় মুখস্তশক্তির অধিকারিনী ছিলেন এবং শরয়ী বিষয়সমূহ আয়ত্বকারিনী ছিলেন।)) ইমাম যাহাবী রহঃ বলেন: ((সর্বোতভাবে তিনি ছিলেন উম্মতের সবচেয়ে অধিক বুঝসম্পন্না নারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নারীদের মধ্যে, বরং সাধারণভাবে সকল নারীদের মধ্যে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ ছিলেন কিনা আমার জানা নেই।)) শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও সুন্দর আচরণে তিনি নারীদের মধ্যে অনন্য ছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**সকল খাদ্যের উপর যেমন ছারীদের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি সকল নারীদের উপর আয়েশার মর্যাদা।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব পছন্দ করতেন, আর তিনি স্বভাবত উৎকৃষ্টকেই পছন্দ করতেন। আমর বিন আস রাঃ বলেন: ((হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন: **আয়েশা।** আমি বললাম: পুরুষদের মধ্য থেকে? তিনি বললেন: **তার পিতা।**))

(বুখারী ও মুসলিম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাঃ ব্যতীত অন্য কোন কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর শয্যায় শায়িত অবস্থায় অহী নাযিল হয়নি। তিনি নিজে ছিলেন সংযমশীলা, স্বীয় রবের ইবাদতগোজার। মানুষ যেন তাকে দেখতে না পায় তাই তিনি রাত ছাড়া অন্য সময় বাড়ি থেকে বের হতেন না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন: ((আমরা রাত না হলে বের হতাম না।)) আল্লাহর এ বাণী বাস্তবায়নের স্বার্থে:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ الأحزاب [33]

অর্থ: [**আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।**] সূরা আল-আহযাব: ৩৩। ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: ((নারীদের বাড়িতে অবস্থানের বিষয়ে শরীয়ত অনড় এবং প্রয়োজন ছাড়া তাদের বাইরে না হওয়ার ব্যাপারে বারণ করে। যদি বের হওয়া একান্ত জরুরী হয়, তাহলে যেন সাধারণ বেশে ও পূর্ণ পর্দার সাথে হয়।))

মহান আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। ব্যক্তির ঈমান অনুপাতে তার উপর বালা-মসিবত বা পরীক্ষা আপতিত হয়। আয়েশা রাঃ-কে অপবাদ দেয়া হয়, তখন তার বয়স হয়েছিল বার বছর। তিনি বলেন: ((আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। এমনকি আমার পিতা-মাতার মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে।)) এ মসিবতটি তার উপর প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তিনি বলেন: ((আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর আন্দাজ করতে পাচ্ছিলাম না।)) ইবনে কাসীর রহঃ বলেন:

((অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ঈর্ষান্বিত হলেন এবং তার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়ে দশটি আয়াত নাযিল করলেন যা চিরকাল তেলাওয়াত করা হবে।)) যাতে তিনি নিজের পবিত্রতার সুসংবাদ শুনতে পেলেন; ফলশ্রুতি তার সুনাম বৃদ্ধি পেল, তার মর্যাদা উন্নীত হল। তিনি নির্দোষ ও পবিত্রা মর্মে আল্লাহই সাক্ষ্য দিলেন এবং তাকে ক্ষমা ও উত্তম রিযিকের ওয়াদা দেন। তিনি রাত জেগে জেগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, অবশেষে তিনি তার ঘরেই তারে কোলে ও কাঁধে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক সহধর্মিনী হলেন: **সাওদা বিনতে যামআ রাঃ।** পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারিনী। তিনিই প্রথম যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাঃ-এর মৃত্যুর পর বিয়ে করেন এবং তাকে নিয়ে প্রায় তিন বছর এককভাবে সংসার করেন। তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ও মহিয়সী নারী ছিলেন। পরিস্কার অন্তরের অধিকারী ছিলেন। তার রাসূলের সাথে থাকার পালার দিনটি আয়েশা রাঃ-কে দিয়ে দেন; স্বীয় রবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের দিক বিবেচনা করে।

তার আরেকজন স্ত্রী হলেন: অধিক নফল সিয়াম ও সালাত আদায়কারী **হাফসা রাঃ, আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর কন্যা।** দ্বীনের সাহায্যকারী ও সত্যের প্রকাশক পরিবারে তিনি বেড়ে উঠেন। তার পরিবারের সাত সদস্য বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। তার সম্পর্কে আয়েশা রাঃ বলেন: ((রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই আমার সাথে পাল্লা দিতেন।))

আরেকজন হলেন অধিক দানশীলা: **যায়নাব বিনতে খুযাইমা হিলালী রাঃ।**

তিনি অধিক দানশীলা ও কল্যাণজনক কাজে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুই মাস সংসার করে মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে আরেকজন হলেন: সওয়াবের আশায় হিজরতকারিনী **উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান রাঃ।** স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই বংশগত দিক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নিকটাত্মীয়, অধিক মহরানা প্রাপ্তা এবং তার বাড়িই ছিল বেশি দূরে। হাবাশায় যখন তার সাথে আকদ হয় তখন তিনি স্বীয় দ্বীন বাঁচাতে পলায়নপর ছিলেন। হাবাশার বাদশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মহরানা আদায় করে দেন এবং তাকে বধূরূপে প্রস্তুত করে তার কাছে পৌঁছে দেন।

আরেকজন হলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীলা ও লজ্জাবতী: **উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া রাঃ।** তিনি প্রথম হিজরতে অংশগ্রহণকারী নারীদের অন্যতম। তিন যখন স্বামী আবু সালামার সাথে মদিনায় হিজরত করার মনস্থির করলেন, তখন তার স্বজাতি তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে আলাদা করে দেয়। তিনি বলেন: ((তারপর আমি প্রতিদিন সকালে বের হয়ে আবতাহ নামল এলাকায় এসে বসতাম। প্রায় এক বছরের মত আমি এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেঁদেছি, অবশেষে তারা আমার উপর সদয় হল এবং আমার ছেলেকে আমার নিকট ফেরত দিল।)) আল্লাহর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

তার স্বামী আবু সালামা মৃত্যু বরণ করলে তিনি নববী দোয়া উচ্চারণ করেন; ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী হিসেবে তার বদলী দান করেন। এ মর্মে তিনি বলেন: ((আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: **যখন কোন**

মুসলিম বিপদে পতিত হয়, তারপর আল্লাহর নির্দেশ অনুপাতে এ কথাগুলো বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন, আল্লহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলিফলী খয়রাম মিনহা"/ অর্থ: আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে সাওয়াব দাও। আর যা আমি হারিয়েছি তার জন্য উত্তম বিনিময় আমাকে দান করো।" আল্লাহ তায়ালা তাকে এ জিনিসের উত্তম বিনিময় দান করবেন।)) উম্মে সালামা রাঃ বলেন: যখন আবু সালামা মারা যান তখন আমি মনে মনে বলি: মুসলিমদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আবু সালামার চেয়ে উত্তম? তিনি তো সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি হিজরত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেছেন। এতদসত্ত্বেও আমি এ দোয়াটি পাঠ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামার স্থলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার স্বামী হিসেবে দান করলেন।)) (সহীহ মুসলিম) সুতরাং আপনি মসিবতের সময় এ দোয়াটিকে আপনার সম্বল হিসেবে গ্রহণ করুন; এ মসিবতের তুলনায় উত্তম কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক সহধর্মিনী হলেন: মিসকীনদের মা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন **যায়নাব বিনতে জাহশ রাঃ**। বংশ, আত্মীয়তা, আভিজাত্য ও উজ্জ্বলতায় কতই না উত্তম ছিলেন। তার সম্পর্কে আবু নুয়াইম রহঃ বলেন: ((তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত, সন্তোষ, প্রত্যাবর্তনকারী ও অভিমূখী এক নারী।)) মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবের দলীল দ্বারা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন; কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়াই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا ﴾ الأحزاب [37]

অর্থ: [অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম] সূরা আল-আহযাব: ৩৭।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে বিয়ে করা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম রমনীদের জন্য বরকতময় বিষয়; যেহেতু তাকে বিয়ে করার পরই মেয়েদের উপর হিজাব ফরজ করা হয়; যেন এ হিজাব তার আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতাকে সুরক্ষা দেয়।

তিনি অসহায় গরীবদের প্রতি মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রচুর পরিমাণে দান-সদকা ও কল্যাণমূলক কাজ করতেন। উচ্চ বংশীয়া ও মর্যাদাসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে কাজকর্ম করতেন; তিনি পশুর চামড়া পাকা করতেন, পুঁতি গাথতেন এবং নিজ উপার্জন থেকে দান করতেন। তার সম্পর্কে আয়েশা রাঃ বলেন: ((যায়নাবের চেয়ে দ্বীনদারিতায় শ্রেষ্ঠ কোন নারী আমি দেখিনি; তিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু, সত্যবাদী, সম্পর্ক রক্ষাকারী ও অধিক দান-সদকাকারী ছিলেন।)) (সহীহ মুসলিম)

আরেকজন হলেন অধিক ইবাদতগোজার: বনী মুস্তালেক গোত্রের **জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাঃ।** তার পিতা স্বজাতির নিকট একজন অনুসরণীয় নেতা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য ও স্বীয় পরিবারের জন্য বরকতময় ছিলেন। তার সম্পর্কে আয়েশা রাঃ বলেন: ((স্বজাতির জন্য তার চেয়ে অধিক বরকতম কোন নারী সম্পর্কে আমার জানা নেই।)) (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি রবের অনেক ইবাদত করতেন, মাওলার প্রতি বিনয়ী ছিলেন।

মুসাল্লায় বসে অর্ধদিন পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মত্ত থাকতেন। তিনি বলেন: ((ফজরের সালাত শেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে ভোরে বের হয়ে গেলেন, তখন তিনি নিজ মুসাল্লাতেই ছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের পর যখন ফিরে আসেন তখনও তিনি মুসাল্লাতেই বসে ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: **তুমি এখনও ঐ অবস্থাতেই আছ যে অবস্থায় তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম?!** -অর্থাৎ: এখনও আল্লাহর যিকিরে রয়েছ-। তিনি বললেন: হ্যাঁ।)) (সহীহ মুসলিম)

রাসূলের আরেকজন মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী হলেন: **সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাঃ,** তিনি ছিলেন নবী হারুন আঃ-এর বংশের। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমতী, মর্যাদাসম্পন্না, দ্বীনদার, ধৈর্যশীলা ও গাম্ভির্যতার অধিকারী ছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ((**তুমি তো একজন নবীর কন্যা** -অর্থাৎ: হারুন আঃ-, **আর তোমার চাচাও একজন নবী** -অর্থাৎ: মুসা আঃ-, **আর এখন তুমি একজন নবীর স্ত্রী** -অর্থাৎ: এ বলে নিজেকে উদ্দেশ্য করলেন-।)) (সুনানে তিরমিযি) তার বিয়েতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ালিমা ছিল: ঘি, পনির ও খেজুর। এ বিয়েটি খুব সাধারণ ও বরকতময় ছিল।

আরেকজন হলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী উম্মুল মুমিনীন **মাইমুনা বিনতে হারেস হিলালী রাঃ**। একজন মহিয়সী নারী। আল্লাহ তাকে হৃদয়ের স্বচ্ছতা, অন্তরের নিষ্কলুষতা ও ইবাদতে অবিচলতা দান করেছেন। তার সম্পর্কে আয়েশা রাঃ বলেন: ((তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারিনী।)) (হিলয়াতুল আওলিয়া)

পরিশেষে, হে আল্লাহর বান্দাগণ!

এই হল ইসলামের ইতিহাসে অমর কতিপয় রমনীর জীবনী; তারা মুমিনদের মাতা, তাদের মর্যাদা সমুজ্জ্বল। তারা নিজেদের মাঝে সমূদয় সৎকর্ম ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয় করেছেন। মুসলিম রমণীদের উচিৎ তাদেরকে জীবনের প্রদীপ রূপে গ্রহণ করা; তাদের কৃতিত্বের ঝর্ণা থেকে চুমুক দেয়া এবং দ্বীনদারিতা, চরিত্র, আল্লাহর ভয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ, ইবাদতে অবিচলতা, বেশি বেশি ইবাদত করা, সত্যবাদিতা, জিহ্বার সংরক্ষণ, গরীবদের সহায়তা, অসহায়ের বিপদে এগিয়ে আসা, সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান, বিপথগামীদের সংশোধনে ধৈর্য ধারণ, জ্ঞানার্জন, বিজ্ঞ আলেমদের জিজ্ঞাসা, পর্দা ও সংযমশীলতা মেনে চলা, বাড়িতে অবস্থান করা, হিজাব পরিধান করা, সংশয় ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকা এবং দীর্ঘ প্রত্যাশা ও প্রকৃত জীবনের ব্যাপারে উদাসীনতা থেকে সতর্ক থাকা অথবা নিজের ভেতরকে বিনষ্ট করে বাহ্যিক পরিপাটিতে যত্নবান হওয়া, হারামে দৃষ্টিপাত করা, পরপুরুষের সাথে গল্পগুজবে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি থেকে সতর্ক হওয়ার ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করে চলা উচিত। তারা যেন নিজেদেরকে প্রদর্শনী করা ও পর পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপাদানগুলোকে বর্জন করে চলে। কেননা নারীর গর্ব ও সম্মান তার দ্বীনদারিতা ও হিজাবের মধ্যেই রয়েছে।

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾ الأحزاب [59]

অর্থ: [হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।] সূরা আল-আহযাব: ৫৯

بارك الله لي لكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর, হে মুসলমানগণ!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তার সাথে এক সাধারণ বাড়িতে বসবাস করেছেন। এমন হুজরাগুলোতে তারা থাকতেন যেগুলো কাঁচা ইট ও খেজুর গাছের পাতা দ্বারা নির্মিত ছিল। কিন্তু সেগুলো ঈমান ও তাকওয়ায় পরিপূর্ণ ছিল।

তারা রাসূল সাঃ-এর সাথে ক্ষুধা ও দারিদ্রতায় ধৈর্য্য ধারণ করেছেন; কখনো তাদের উপর একমাস বা দুই মাস পর্যন্ত এমন সময় অতিবাহিত হত যে, তাদের ঘরে আগুন জ্বলত না। এমন দিন অতিবাহিত হয়েছে যখন একটি খেজুর ছাড়া বাড়িতে কিছুই ছিল না। এমন দীর্ঘ সময় পার হয়েছে যখন পানি ছাড়া তাদের কোন খাদ্য ছিল না; জীবনের প্রতি এতটুকুতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতিতে ধৈর্য ধারণ করে:

﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ الضحى [4]

অর্থ: [আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়।] সূরা আয-যুহা: ৪। তাদের প্রতিদান হবে দ্বিগুণ। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ الأحزاب [31]

অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু'বার। আর তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক।] সূরা আল-আহযাব: ৩১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের মধ্যে পাঁচজনকে বিয়ে করেন যখন তাদের বয়স চল্লিশ থেকে ষাট বছর; এর মাধ্যমে তিনি বিধবাদের দেখাশুনা ও ইয়াতীম বাচ্চাদের লালনপালন সুনিশ্চিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে:

খাদিজা রাঃ-কে যখন বিয়ে করেন তখন তার বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর; তখন তার অন্য স্বামীর ঘরের তিন সন্তান ছিল, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমার ছিলেন।

যায়নাব বিনতে খুযাইমা রাঃ-কে যখন বিয়ে করেছেন; তখন তিনি স্বামীহারা এবং প্রায় ষাট বছর বয়সী ছিলেন।

যখন উম্মে সালামা রাঃ-কে বিয়ে করেন, তখন তিনিও স্বামীহারা ছিলেন এবং তখন তার ছয় সন্তান ছিল।

সাওদা রাঃ-কে যখন বিয়ে করেছেন; তখন তিনিও স্বামীহারা এবং প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সী ছিলেন।

আত্মীয়দের মধ্যে তিনি চাচাতো ও ফুফাতো বোনকে বিয়ে করেছেন এবং অনাত্মীয়দেরও বিয়ে করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন তাদের সকলের জন্য একজন দয়ালু, সদাচারী ও উদার মনের স্বামী। তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করতেন, সদা সুন্দর আচরণ করতেন এবং তাদের প্রতি সদয় থাকতেন।

অতএব, যে ব্যক্তি সৌভাগ্য অর্জন করতে চায় সে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূলকেই তার আদর্শ বানায় এবং মুসলিম রমণীরা যেন নিজেদেরকে রাসূলের

নেককার স্ত্রীদের কাতারে শামিল করে। কেননা নারীর কল্যাণ নবীর স্ত্রীদের পর্দা, সততা, তাকওয়া এবং স্বামী-সন্তানের প্রতি সদাচরণ সম্পর্কিত কীর্তিসমূহের অনুসরণে নিহিত।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ...

সমাপ্ত

সূচীপত্র

ভূমিকা 5

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7

আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানুন 8

দ্বিতীয় খুতবা 21

নবুওয়তের নিদর্শনসমূহ 24

দ্বিতীয় খুতবা 39

দ্বিতীয় খুতবা 54

নবী সাঃ-এর অনুসরণেই সফলতা নিহিত 56

দ্বিতীয় খুতবা 65

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র 67

দ্বিতীয় খুতবা 81

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহ 83

দ্বিতীয় খুতবা 97

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ-এর ডাকে সাড়া প্রদান 99

দ্বিতীয় খুতবা 112

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম 114

সাহাবীগণ: যাদের সমতুল্য কেউ হতে পারে না 115

দ্বিতীয় খুতবা 126

আবু বকর সিদ্দীক রাঃ 128

দ্বিতীয় খুতবা 140

উমর বিন খাত্তাব রাঃ 142

দ্বিতীয় খুতবা 157

উসমান বিন আফফান রাঃ 159

দ্বিতীয় খুতবা 171

আলী বিন আবু তালেব রাঃ 172

দ্বিতীয় খুতবা 183

উম্মাহাতুল মুমিনীন বা রাসূলের স্ত্রীগণ 185

দ্বিতীয় খুতবা 199

সূচীপত্র 202

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা

০৫০৬০৯০৪৪৮

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

মসজিদে নববীর খুতবার সিরিজ

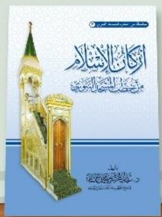

আরকানুল ইসলাম

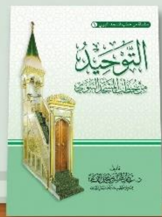

কিতাবুত তাওহীদ

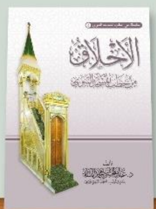

শিষ্টাচার

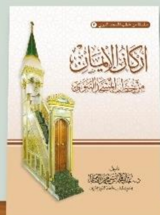

আরকানুল ঈমান